بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلوة السلام على رسول الله وآله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين

"এটি একটি গবেষণাপত্র, যা দলীয়তার অন্ধত্ব, দুর্বল ও জাল হাদিস এবং ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকে মুক্ত, কুরআন-সুন্নাহর সহীহ দলীলসমূহের আলোকে রচিত। গবেষণাপত্রের নামকরণ হয়েছে কারবালার **৭২ জন শহীদের** সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে।"

কারবালার ঘটনার প্রকৃত প্রেক্ষাপট ৭২ টি সহীহ্ হাদিসের আলোকে

সমস্ত বর্ণনাসমূহ নেয়া হয়েছে আহলুস সুন্নাহর বই-পুস্তক থেকে এবং তথ্যসুত্রের ক্রমিক সংখ্যার ক্ষেত্রে হারামাইন, বৈরুৎ এবং দারুস সালামের আন্তর্জাতিক ক্রমানুসরণ করা হয়েছে।

আমার প্রিয় মুসলিম ভাই-বোন, অবশ্যই এই গবেষণাপত্রটি কমপক্ষে একবার অধ্যয়ন করুন মৃত্যুর পূর্বেই শয়তানের কুমন্ত্রণা উপেক্ষা করে।

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡتُمُونَ مَآ أَنزَلۡنَا مِنَ ٱلۡبَيِّنَٰتِ وَٱلۡهُدَىٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا بَيَّنَّٰهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلۡكِتَٰبِ أُوْلَٰٓئِكَ يَلۡعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلۡعَنُهُمُ ٱللَّٰعِنُونَ

নিশ্চয় যারা গোপন করে, আমি যেসব বিস্তারিত তথ্য এবং হেদায়েতের কথা নাযিল করেছি মানুষের জন্য কিতাবের মধ্যে বিস্তারিত বর্ণনা করার পরও; সে সমস্ত লোকের প্রতিই আল্লাহর অভিসম্পাত এবং অন্যান্য অভিসম্পাতকারীগণের ও। [সুরা বাকারা: ১৫৯]

عن أبي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار " . وفي الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو . قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن .

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে লোক এমন ইল্‌ম (জ্ঞান) সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয় যা সে জানে, অতঃপর সে তা গোপন করে, তাকে ক্বিয়ামাতের দিবসে আগুনের লাগাম পরানো হবে। [জামে’ আত-তিরমিজি: ২৬৪৯, সুনান আবী দা’উদ ৩৬৫৪, সুনান ইবনু মাজাহ ২৬১, মিশকাতুল মাসাবীহ ২২৩। শায়খ যুবাইর আলী যাঈ এবং শায়খ আলবানী হাদিসের সনদকে সহীহ বলেছেন]

নোট: ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ (২৬১ হিজরী) তার বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ ‘সহীহ মুসলিম’ গ্রন্থ রচনার পরামর্শদাতা ছাত্রকে উদ্দেশ্য করে বলেন, “তুমি যখন আমাকে এই মহান কাজের পরামর্শ দিলে, আমি চিন্তা করলাম যে, যদি আমি এই উদ্যোগ গ্রহণ করি এবং তা পূরণের সামর্থ্য রাখি, তাহলে উক্ত কাজের দ্বারা আমি সর্বপ্রথম নিজেই লাভবান হব বহু কারণে। তবে, যদি আমি উক্ত কারণসমূহ বর্ণনা করি, তাহলে বক্তব্য দীর্ঘ হয়ে যাবে। সংক্ষেপে, আমি বলব যে অল্প সংখ্যক নির্ভরযোগ্য হাদিস সংকলন করা অনেক সহজ এবং কল্যাণকর হবে বহু সংখ্যক হাদিস সংকলনের চেয়ে। বিশেষ করে সাধারণ মানুষের জন্য যারা হাদিস সংকলনের ব্যাপারে গভীর জ্ঞান রাখে না এবং যারা হাদিসের শুদ্ধতা নির্ণয়ের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী। যেহেতু এটিই বাস্তব সত্য, কাজেই অধিক সংখ্যক অনির্ভরযোগ্য হাদিস সংকলনের চেয়ে স্বল্পসংখ্যক নির্ভরযোগ্য হাদিস সংকলনই অধিক কল্যাণকর”। [সহীহ মুসলিম: ভূমিকা]

নবুওয়্যাতের আলোকে *খিলাফাতে রাশিদা* কত বছর? কারা ছিলেন আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর *খিলাফাতে রাশিদার* যোগ্য?

০১. আবূ বুরদাহ (রাঃ) এর পিতা সানাদ থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন আমরা বললাম, আমরা যদি তাঁর সাথে ইশার সালাত আদায় করা পর্যন্ত উপবিষ্ট হতে পারতাম (তা হলে কতই না ভালো হতো)। রাবী বলেন, আমরা বসে থাকলাম। তখন রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের নিকট আসলেন। তারপর তিনি বললেনঃ তোমরা এখনো পর্যন্ত এখানে উপবিষ্ট আছ? আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল আমরা আপনার সাথে মাগরিবের সলাত আদায় করেছি। তারপর আমরা বললাম যে ইশার সলাত আপনার সাথে আদায় করার জন্য বসে অপেক্ষা করি। তিনি বললেনঃ তোমরা অনেক ভাল করেছ কিংবা তোমরা ঠিক করেছ। তিনি (রাবী) বলেন, তারপর তিনি (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আকাশের দিকে মাথা তুললেন এবং তিনি অধিকাংশ সময়ই আকাশের পানে তাঁর মাথা তুলতেন। অতঃপর তিনি বললেন তারকারাজি অবস্থানের কারণেই আকাশ স্থিতিশীল রয়েছে। তারকারাজি যখন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে তখন আকাশের জন্য ওয়া’দাকৃত বিপদ আসন্ন হবে (অর্থ্যাৎ- কিয়ামাত এসে যাবে এবং আসমান ফেটে চৌচির হয়ে যাবে)। আর আমি আমার সাহাবাদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা স্বরুপ। আমি যখন বিদায় নিব তখন আমার সাহাবাদের উপর ওয়া’দাকৃত

সময় এসে সমুপস্থিত হয়ে যাবে (অর্থ্যাৎ - ফিতনা-ফাসাদ ও দ্বন্দ সংঘাত লেগে যাবে)। আর আমার সাহাবাগণ সকল উন্মাতের জন্য রক্ষাকবচ স্বরুপ। আমার সাহাবীগণ যখন বিদায় হয়ে যাবে তখন আমার উন্মাতের উপর ওয়া'দাকৃত বিষয উপস্থিত হবে। [সহিহ মুসলিম: ৬৪৬৬]

০২. সাঈদ ইবনু জুহমান (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, সাফিনাহ (রাঃ) আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আমার উম্মতের খিলাফাতের সময়কাল (শাসনকাল) হবে ত্রিশবছর, তারপর হবে রাজতন্ত্র। তারপর সাফিনাহ (রাঃ) আমাকে বললেন, তুমি আবূ বকর (রাঃ) এর খিলাফতকাল গণনা কর। তারপর বললেন, উমার ও উসমান (রাঃ)-এর খিলাফতকাল গণনা কর। তারপর বললেন, আলী (রাঃ)-এর খিলাফতকালও গণনা কর। আমরা গণনা করে এর সময়কাল ত্রিশবছরই পেলাম। সাঈদ (রাঃ) বললেন, আমি তাকে বললাম বানু উমাইয়ার জনগণ ও দাবি করে যে, তাদের মাঝে ও খেলাফাত বিদ্যমান? তিনি বললেন যারকার সন্তানেরা মিথ্যা বলছে, বরং তারা তো নিকৃস্ট রাজতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত রাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী। মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায়ঃ নু'মান বিন বশীর(র) আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর গোপন বিষয়ের জ্ঞানধারণকারী হুযাইফা(র) হতে বর্ণনা করেন, আমি আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে শাসকদের সম্পর্কে হাদিস মুখস্থ রেখেছি। তিনি বলেন: "নবুওয়্যাত তোমাদের মাঝে থাকবে, যতদিন মহান আল্লাহ চান, এরপর তিনি তা উঠিয়ে নেবেন যখন তিনি চান। অতপর, নবুওয়্যাতের আদলে খিলাফাহ আসবে এবং তা বিদ্যমান থাকবে যতদিন তিনি চান এবং তিনি উঠিয়ে নেবেন যখন তিনি চান। অত:পর আসবে উত্তরাধিকার সূত্রে রাজতন্ত্র এবং তা থাকবে যতদিন মহান আল্লাহ চান এবং তিনি তা উঠিয়ে নেবেন যখন চান। অতঃপর আসবে চরম জবরদস্তির শাসন, যা থাকবে যতদিন মহান আল্লাহ চান এবং যখন তিনি চান, তা উঠিয়ে নেবেন। অতঃপর আসবে নবুওয়্যাতে আদলে খিলাফাহ। এর পর তিনি চুপ হয়ে গেলেন। তিরমিজীর বর্ণনায়ঃ সাফীনাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ নবুওয়্যাতের ভিত্তিতে পরিচালিত খিলাফত ত্রিশ বছর অব্যাহত থাকবে। অতঃপর আল্লাহর যাকে ইচ্ছা রাজত্ব বা তাঁর রাজত্ব দান করবেন। সাঈদ (রহঃ) বলেন, আমাকে সাফীনাহ (রাঃ) বলেছেন, হিসেব করো, আবূ বকর (রাঃ) দুই বছর, 'উমার (রাঃ) দশ বছর, 'উসমান (রাঃ) বারো বছর ও আলী (রাঃ) এতো বছর খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেছেন। সাঈদ (রহঃ) বলেন, আমি সাফীনাহ (রাঃ) -কে বললাম, এরা ধারণা করে যে, 'আলী(রাঃ) খলীফাহ ছিলেন না। তিনি বলেন, বনী যারকা অর্থাৎ মাওয়ানের বংশধরগণ মিথ্যা বলেছে। [আবু দাউদ: ৪৬৪৬, জামে' আত-তিরমিজি, মুসনাদে আহমাদ ১৮৪৩০ (৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ২৭৩): ২২২৬, মিশকাতুল মাসাবিহ ৫৩৭৮, শায়খ যুবাইর আলি যাই এবং শায়খ শু'আইব আরনাউৎ বলেন: এর সনদ সহীহ]

০৩. 'আম্‌র ইব্‌নু মায়মূন (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আমি 'উমার ইব্‌নু খাত্তাব (রাঃ) –কে আহত হবার কিছুদিন পূর্বে মদীনায় দেখেছি যে তিনি হুযায়ফা ইব্‌নু ইয়ামান (রাঃ) ও 'উসমান ইব্‌নু হুনায়ফ (রহঃ) –এর নিকট দাঁড়িয়ে তাঁদেরকে লক্ষ্য করে বলছেন, তোমরা এটা কী করলে? তোমরা এটা কী করলে? তোমরা কি আশঙ্কা করছ যে, তোমরা ইরাক ভূমির উপর যে কর ধার্য করেছ তা বহনে ঐ ভূখন্ড অক্ষম? তারা বললেন,

আমরা যে পরিমাণ কর ধার্য করেছি, ঐ ভূখন্ড তা বহনে সক্ষম। এতে বাড়তি কোন বোঝা চাপান হয়নি। তখন ‘উমার (রাঃ) বললেন, তোমরা আবার চিন্তা করে দেখ যে, তোমারা এ ভূখন্ডের উপর যে কর আরোপ করেছ তা বহন সক্ষম নয়? বর্ণনাকারী বলেন, তাঁরা বললেন, না। অতঃপর ‘উমার (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্ যদি আমাকে সুস্থ রাখেন তবে ইরাকের বিধবাগণকে এমন অবস্থায় রেখে যাব যে তারা আমার পরে কখনো অন্য কারো মুখাপেক্ষী না হয়। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর চতুর্থ দিন তিনি আহত হলেন। যেদিন ভোরে তিনি আহত হন, আমি তাঁর কাছে দাঁড়িয়েছিলাম এবং তাঁর ও আমার মাঝে ‘আবদুল্লাহ ইব্নু ‘আব্বাস (রাঃ) ছাড়া অন্য কেউ ছিল না। ‘উমার (রাঃ) দু’কাতারের মধ্য দিয়ে চলার সময় বলতেন, কাতার সোজা করে নাও। যখন দেখতেন কাতারে কোন ত্রুটি নেই তখন তাকবীর বলতেন। তিনি অধিকাংশ সময় সূরা ইউসুফ, সূরা নাহ্ল অথবা এ ধরণের সূরা প্রথম রাক’আতে তিলাওয়াত করতেন, যেন অধিক পরিমাণ লোক প্রথম রাক’আতে শরীক হতে পারেন। তাকবীর বলার পরেই আমি তাঁকে বলতে শুনলাম, একটি কুকুর আমাকে আঘাত করেছে অথবা বলেন, আমাকে আক্রমণ করেছে। ঘাতক ‘ইলজ’ দ্রুত পলায়নের সময় দু’ধারী খঞ্জর দিয়ে ডানে বামে আঘাত করে চলছে। এভাবে তের জনকে আহত করল। এদের মধ্যে সাত জন শহীদ হলেন। এ অবস্থা দেখে এক মুসলিম তার লম্বা চাদরটি ঘাতকের উপর ফেলে দিলেন। ঘাতক যখন বুঝতে পারল সে ধরা পড়ে যাবে তখন সে আত্মহত্যা করল। ‘উমার (রাঃ) আব্দুর রাহমান ইব্নু আউফ (রাঃ) –এর হাত ধরে সামনে এগিয়ে দিলেন। ‘উমার (রাঃ) –এর নিকটে যারা ছিল শুধুমাত্র তারাই ব্যাপারটি দেখতে পেল। আর মাসজিদের শেষে যারা ছিল তারা ব্যাপারটি এর অধিক বুঝতে পারল না যে, ‘উমার (রাঃ)-এর কন্ঠস্বর শুনা যাচ্ছে না। তাই তারা “সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ” বলতে লাগলেন। আব্দুর রহমান ইব্নু আউফ (রাঃ) তাঁদেরকে নিয়ে সংক্ষেপে সলাত আদায় করলেন। যখন মুসল্লীগণ চলে গেলেন, তখন ‘উমার (রাঃ) বললেন, হে ইব্নু আব্বাস (রাঃ) দেখ তো কে আমাকে আঘাত করল। তিনি কিছুক্ষণ অনুসন্ধান করে এসে বললেন, মুগীরাহ ইব্নু শু’বাহ (রাঃ) –এর গোলাম (আবূ লুলু)। ‘উমার (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, ঐ কারিগর গোলামটি? তিনি বললেন, হাঁ। ‘উমার (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্ তার সর্বনাশ করুন। আমি তার সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত দিয়েছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আমার মৃত্যু ইসলামের দাবীদার কোন ব্যক্তির হাতে ঘটাননি। হে ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) তুমি এবং তোমার পিতা মদীনায় কাফির গোলামের সংখ্যা বৃদ্ধি পছন্দ করতেন। ‘আব্বাস (রাঃ) –এর নিকট অনেক অমুসলিম গোলাম ছিল। ইব্নু ‘আব্বাস (রাঃ) বললেন, যদি আপনি চান তবে আমি কাজ করে ফেলি অর্থাৎ আমি তাদেরকে হত্যা করে ফেলি। ‘উমার (রাঃ) বলেন, তুমি ভুল বলছ। কেননা তারা তোমাদের ভাষায় কথা বলে, তোমাদের কিবলামুখী হয়ে সলাত আদায় করে, তোমাদের মত হাজ্জ করে। অতঃপর তাঁকে তাঁর ঘরে নেওয়া হল। আমরা তাঁর সঙ্গে চললাম। মানুষের অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছিল, ইতোপূর্বে তাদের উপর এত বড় মুসীবত আর আসেনি। কেউ কেউ বলছিলেন, ভয়ের কিছু নেই। আবার কেউ বলছিলেন, আমি তাঁর সম্পর্কে আশংকাবোধ করছি। অতঃপর খেজুরের শরবত আনা হল, তিনি তা পান করলেন। কিন্তু তা তার পেট হতে বেরিয়ে পড়ল। অতঃপর দুধ আনা হল, তিনি তা পান করলেন। তাও তার পেট হতে বেরিয়ে পড়ল। তখন সকলেই বুঝতে পারলেন, মৃত্যু তাঁর অবশ্যম্ভাবী। আমরা তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। অন্যান্য লোকজনও আসতে শুরু করল। সকলেই তার প্রশংসা করতে লাগল। তখন যুবক বয়সী একটি লোক এসে বলল, হে

আমীরুল মু'মিনীন। আপনার জন্য আল্লাহ্‌র সু-সংবাদ রয়েছে; আপনি তা গ্রহণ করুন। আপনি নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) –এর সাহচর্য গ্রহণ করেছেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগেই আপনি তা গ্রহণ করেছেন, যে সম্পর্কে আপনি নিজেই অবগত আছেন অতঃপর আপনি খলীফা হয়ে ন্যায় বিচার করেছেন। অতঃপর আপনি শাহাদাত লাভ করেছেন। 'উমার (রাঃ) বললেন, আমি পছন্দ করি যে তা আমার জন্য ক্ষতিকর বা লাভজনক না হয়ে সমান সমান হয়ে থাকে। যখন যুবকটি চলে যেতে উদ্যত হল তখন তার লুঙ্গিটি মাটি ছুঁয়ে যাচ্ছিল। 'উমার (রাঃ) বললেন, যুবকটিকে আমার নিকট ডেকে আন। তিনি বললেন– হে ভাতিজা! তোমার কাপড়টি উঠিয়ে নাও। এটা তোমার কাপড়ের পরিচ্ছন্নতার জন্য এবং তোমার রবের নিকটও পছন্দনীয়। হে 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু 'উমার, তুমি হিসাব করে দেখ আমার ঋণের পরিমাণ কত। তারা হিসাব করে দেখতে পেলেন ছিয়াশি হাজার (দিরহাম) বা এর কাছাকাছি। তিনি বললেন, যদি 'উমারের পরিবার পরিজনের মাল দ্বারা পরিশোধ হয়ে যায় তবে তা দিয়ে পরিশোধ করে দাও। অন্যথায় আদি ইব্‌নু কা'ব এর বংশধরদের নিকট হতে সাহায্য গ্রহন কর। তাদের মাল দিয়েও যদি ঋণ পরিশোধ না হয় তবে কুরাইস কবিলা হতে সাহায্য গ্রহণ করবে, এর বাহিরে কারো সাহায্য গ্রহণ করবে না। আমার পক্ষ হতে তাড়াতাড়ি ঋণ আদায় করে দাও। উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রাঃ) –এর খিদমতে এবং বল 'উমার আপনাকে সালাম পাঠিয়েছে। 'আমীরুল মু'মিনীন' শব্দটি বলবে না। কেননা এখন আমি মু'মিনগণের আমীর নই। তাঁকে বল 'উমার ইব্‌ন খাত্তাব তাঁর সাথীদের পাশে দাফন হবার অনুমতি চাচ্ছেন। ইব্‌ন 'উমার (রাঃ) 'আয়িশা (রাঃ) এর খিদমতে গিয়ে সালাম জানিয়ে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তিনি বললেন, প্রবেশ কর, তিনি দেখলেন, 'আয়িশা (রাঃ) বসে বসে কাঁদছেন। তিনি গিয়ে বললেন, 'উমার ইব্‌নু খাত্তাব (রাঃ) আপনাকে সালাম পাঠিয়েছেন এবং তাঁর সঙ্গীদ্বয়ের পার্শ্বে দাফন হবার জন্য আপনার অনুমতি চেয়েছেন। 'আয়িশা বললেন, আমার আকাঙ্খা ছিল। কিন্তু আজ আমি এ ব্যাপার আমার উপরে তাঁকে অগ্রগণ্য করছি। 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু 'উমার (রাঃ) যখন ফিরে আসছেন তখন বলা হল– এই যে 'আবদুল্লাহ ফিরে আসছে। তিনি বললেন, আমাকে উঠিয়ে বসাও। তখন এক ব্যক্তি তাকে ঠেস দিয়ে বসিয়ে ধরে রাখলেন। 'উমার (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন কী সংবাদ? তিনি বললেন, আমীরুল মু'মিনীন, আপনি যা কামনা করেছেন, তাই হয়েছে, তিনি অনুমতি দিয়েছেন। 'উমার (রাঃ) বললেন, আলহামদুলিল্লাহ। এর চেয়ে বড় কোন বিষয় আমার নিকট ছিল না। যখন আমার মৃত্যু হয়ে যাবে তখন আমাকে উঠিয়ে নিয়ে, তাঁকে আমার সালাম জানিয়ে বলবে, 'উমার ইব্‌নু খাত্তাব (রাঃ) আপনার অনুমতি চাচ্ছেন। যদি তিনি অনুমতি দেন, তবে আমাকে প্রবেশ করাবে আর যদি অনুমতি না দেন তবে আমাকে সাধারণ মুসলিমদের গোরস্থানে নিয়ে যাবে। এ সময় উম্মুল মু'মিনীন হাফসা (রাঃ)-কে কতিপয় মহিলাসহ আসতে দেখে আমরা উঠে পড়লাম। হাফসা (রাঃ) তাঁর নিকট গিয়ে কিছুক্ষণ কাঁদলেন। অতঃপর পুরুষরা প্রবেশের অনুমতি চাইলে, তিনি ঘরের ভিতর গেলে ঘরের ভেতর হতে হতেও আমরা তাঁর কান্নার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। তাঁরা বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি ওয়াসিয়াত করুন এবং খলীফা মনোনীত করুন। 'উমার (রাঃ) বললেন, খিলাফতের জন্য এ কয়েকজন ছাড়া অন্য কাউকে আমি যোগ্যতম পাচ্ছি না, যাদের প্রতি নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর ইন্তিকালের সময় রাযী ও খুশী ছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁদের নাম বললেন, 'আলী, 'উসমান, যুবায়র, ত্বলহা, সা'দ ও 'আবদুর রাহমান ইব্‌নু আউফ (রাঃ) এবং বললেন, 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু 'উমার (রাঃ)

তোমাদের সঙ্গে থাকবে। কিন্তু সে খিলাফত লাভ করতে পারবে না। তা ছিল শুধু সান্ত্বনা মাত্র। যদি খিলাফতের দায়িত্ব সা'দের (রাঃ) এর উপর ন্যস্ত করা হয় তবে তিনি এর জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি। আর যদি তোমাদের মধ্যে অন্য কেউ খলীফা নির্বাচিত হন তবে তিনি যেন সর্ব বিষয়ে সা'দের সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণ করেন। আমি তাঁকে অযোগ্যতা বা খিয়ানতের কারণে অপসারণ করিনি। আমার পরের খলীফাকে আমি ওয়াসিয়াত করছি, তিনি যেন প্রথম যুগের মুহাজিরগণের হক সম্পর্কে সচেতন থাকেন, তাদের মান সম্মান রক্ষায় সচেষ্ট থাকেন। এবং আমি তাঁকে আনসার সাহাবীগণের যাঁরা মুহাজিরগণের আসার আগে এই নগরীতে (মদীনায়) বসবাস করে আসছিলেন এবং ঈমান এনেছেন, তাঁদের প্রতি সদ্ব্যবহার করার ওয়াসিয়াত করছি যে তাঁদের মধ্যে নেককারগণের ওযর আপত্তি যেন গ্রহণ করা হয় এবং তাঁদের মধ্যে কারোর ভুলত্রুটি হলে তা যেন ক্ষমা করে দেয়া হয়। আমি তাঁকে এ ওয়াসিওয়াত ও করছি যে, তিনি যেন রাজ্যের বিভিন্ন শহরের আধিবাসীদের সদ্ব্যবহার করন। কেননা তাঁরাও ইসলামের হিফাযতকারী। এবং তারাই ধনসম্পদের যোগানদাতা। তারাই শত্রুদের চোখের কাঁটা। তাদের হতে তাদের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে কেবলমাত্র তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ যেন যাকাত আদায় করা হয়। আমি তাঁকে পল্লীবাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করারও ওয়াসিয়াত করছি। কেননা তারাই আরবের ভিত্তি এবং ইসলামের মূল শক্তি। তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ এনে তাদের দরিদ্রদের মধ্যে যেন বিলিয়ে দেয়া হয়। আমি তাঁকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) –এর জিম্মীদের (অর্থাৎ সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়) বিষয়ে ওয়াসিয়াত করছি যে, তাদের সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার যেন পুরা করা হয়। তাদের পক্ষাবলম্বনে যেন যুদ্ধ করা হয়, তাদের শক্তি সামর্থ্যের অধিক জিযিয়া যেন চাপানো না হয়। 'উমার (রাঃ) এর ইন্তিকাল হয়ে গেলে আমরা তাঁর লাশ নিয়ে পায়ে হেঁটে চললাম। 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু 'উমার (রাঃ) 'আয়িশা (রাঃ) –কে সালাম করলেন এবং বললেন, 'উমার ইব্নু খাত্তাব (রাঃ) অনুমতি চাচ্ছেন। 'আয়িশা (রাঃ) বললেন, তাকে প্রবেশ করাও। অতঃপর তাঁকে প্রবেশ করান হল এবং তাঁর সঙ্গীদ্বয়ের পার্শ্বে দাফন করা হল। যখন তাঁর দাফনকাজ শেষ হল, তখন ঐ ব্যক্তিবর্গ একত্রিত হলেন। তখন 'আবদুর রাহমান (রাঃ) বললেন, তোমারা তোমাদের বিষয়টি তোমাদের মধ্য হতে তিনজনের উপর ছেড়ে দাও। তখন যুবায়র (রাঃ) বললেন, আমি আমার বিষয়টি 'আলী (রাঃ) –এর উপর অর্পণ করলাম। ত্বলহা (রাঃ) বললেন, আমার বিষয়টি 'উসমান (রাঃ) –এর উপর ন্যস্ত করলাম। সা'দ (রাঃ) বললেন, আমার বিষয়টি 'আবদুর রহমান ইব্নু আউফ (রাঃ) উপর ন্যস্ত করলাম। অতঃপর 'আবদুর রহমান (রাঃ) 'উসমান ও 'আলী (রাঃ)-কে বললেন, আপনাদের দু'জনের মধ্য হতে কে এই দায়িত্ব হতে অব্যাহতি পেতে ইচ্ছা করেন? এ দায়িত্ব অপর জনের উপর অর্পন করব। আল্লাহ্ ও ইসলামের হক আদায় করা তাঁর অন্যতম দায়িত্ব হবে। কে অধিকতর যোগ্য সে সম্পর্কে দুজনেরই চিন্তা করা উচিত। ব্যক্তিদ্বয় চুপ থাকলেন। তখন 'আবদুর রাহমান (রাঃ) নিজেই বললেন আপনারা এ দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত করতে পারেন কি? আল্লাহ্কে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি আপনাদের মধ্যকার যোগ্যতম ব্যক্তিকে নির্বাচিত করতে একটুও ত্রুটি করব না। তাঁরা উভয়ে বললেন, হাঁ। তাদের একজনের হাত ধরে বললেন, রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) –এর সঙ্গে আপনার যে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা এবং ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামিতা আছে তা আপনিও ভালভাবে জানেন। আল্লাহর ওয়াস্তে এটা আপনার জন্য জরুরী হবে যে, যদি আপনাকে খলীফা মনোনীত করি তাহলে আপনি ইন্সাফ প্রতিষ্ঠা করবেন।

আর যদি ‘উসমান (রাঃ) –কে মনোনীত করি তবে আপনি তাঁর কথা শুনবেন এবং তাঁর প্রতি অনুগত থাকবেন। অতঃপর তিনি অপর জনের সঙ্গে একান্তে অনুরূপ কথা বললেন। এভাবে অঙ্গীকার গ্রহণ করে তিনি বললেন, হে ‘উসমান (রাঃ) আপনার হাত বাড়িয়ে দিন। তিনি [আবদুর রাহমান (রাঃ)], তাঁর হাতে বায়’আত করলেন। অতঃপর ‘আলী (রাঃ) তাঁর ‘উসমান (রাঃ)-এর বায়’আত করলেন। অতঃপর মদীনাবাসীগণ এগিয়ে এস সকলেই বায়’আত করলেন। অপর বর্ণনায়ঃ মিসওয়ার ইব্নু মাখরামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, ‘উমর (রাঃ) যে দলটিকে খলীফা নির্বাচনের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তাঁরা সমবেত হয়ে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করলেন। ‘আবদুর রহমান (রাঃ) তাঁদেরকে বললেন, আমি তো এমন লোক নই যে এ ব্যাপারে (নির্বাচিত হওয়ার) আশা করব। কিন্তু আপনারা যদি ইচ্ছে করেন তবে আপনাদের থেকে একজনকে আমি নির্বাচিত করে দিতে পারি। তাঁরা একমত হয়ে ‘আবদুর রহমানের উপর দায়িত্ব দিলেন। যখন তাঁরা ‘আবদুর রহমানের উপর দায়িত্ব দিলেন, তখন সকল লোক ‘আবদুর রহমানের প্রতি ঝুঁকে পড়ল। এমনকি আমি একজনকেও সেই দলের অনুসরণ করতে কিংবা তাঁদের পিছনে যেতে দেখলাম না। লোকেরা ‘আবদুর রহমানের প্রতিই ঝুঁকে পড়ল এবং কয়েক রাত তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতে থাকল। শেষে সেই রাত এল, যে রাতের শেষে আমরা ‘উসমান (রাঃ)-এর হাতে বায়’আত করলাম। মিসওয়ার (রাঃ) বলেন, রাতের একাংশ অতিবাহিত হবার পর ‘আরদুর রহমান (রাঃ) আমার কাছে আসলেন এবং দরজায় খটখট করলেন। ফলে আমি জেগে গেলাম। তিনি বললেন, তোমাকে ঘুমন্ত দেখছি। আল্লাহ্‌র কসম! আমি এ তিন রাতের মাঝে বেশি ঘুমাতে পারিনি। যাও, যুবায়র ও সাদকে ডেকে আন। আমি তাঁদেরকে তার কাছে ডেকে আনলাম। তিনি তাঁদের দু’জনের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তারপর আমাকে আবার ডেকে বললেন, ‘আলীকে আমার কাছে ডেকে আন। আমি তাঁকে ডেকে আনলাম। তিনি তাঁর সঙ্গে অর্ধরাত্রি পর্যন্ত গোপন পরামর্শ করলেন। তারপর ‘আলী (রাঃ) তাঁর নিকট হতে উঠে গেলেন। তবে তিনি আশায় ছিলেন। আর ‘আবদুর রহমান (রাঃ) ‘আলী (রাঃ) থেকে কিছু (বিরোধিতার) আশঙ্কা করছিলেন। তারপর তিনি বললেন, ‘উসমানকে আমার কাছে ডেকে আন। তিনি তাঁর সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করলেন। ফজরের সময় মুআযযিন (এর আযান) তাদের দু’জনকে পৃথক করল। লোকেরা যখন ফজরের সালাত পড়ল এবং সেই দলটি মিম্বরের নিকট জমায়েত হলো তখন তিনি মুহাজির ও আনসারদের যারা হাজির ছিলেন তাঁদেরকে ডেকে আনতে পাঠালেন এবং সেনা প্রধানদেরকেও ডেকে আনতে পাঠালেন এবং এরা সবাই উমরের সঙ্গে গত হাজ্জে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যখন সকলে এসে জমায়েত হন, তখন ‘আবদুর রহমান (রাঃ) ভাষণ আরম্ভ করলেন। তারপর বলেন, হে ‘আলী! আমি জনমত যাচাই করেছি, তারা ‘উসমানের সমকক্ষ কাউকে মনে করে না। কাজেই তুমি অবশ্যই অন্য পথ ধরো না। তখন তিনি [‘উসমান (রাঃ) -কে সম্বোধন করে] বললেন, আমি আল্লাহ্‌র, তাঁর রসূলের ও তাঁর পরবর্তী উভয় খালীফার আদেশ অনুযায়ী আপনার নিকট বায়’আত করছি। অতঃপর ‘আবদুর রহমান (রাঃ) তাঁর কাছে বায়’আত করলেন। অতঃপর মুহাজির, আনসার, সেনাপ্রধান এবং সাধারণ মুসলিম তাঁর কাছে বায়’আত করলেন।

নোট: ৬ জনের ভেতর ৪ জন: যুবাইর (র), তালহা, সা'দ, 'আব্দুর রহমান বিন 'আউফ নিজেদের ইচ্ছাতেই খিলাফাতের পদ থেকে দূরে সরে দাঁড়ান এবং তারা উসমান কে খলীফা নির্বাচন করেন, কেননা আলী উসমানের বায়আত করে নিয়েছিলেন। [সহিহ বুখারী: ৩৭০০ ও ৭২০৭]

০৪. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আমিও ঐ দলের সঙ্গে দু'আয় রত ছিলাম, যারা 'উমার ইবনু খাত্তাবের জন্য দু'আ করেছিল। তখন তাঁর লাশটি খাটের উপর রাখা ছিল। এমন সময় এক লোক হঠাৎ আমার পিছন দিক হতে তার কনুই আমার কাঁধের উপর রেখে 'উমার (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলল, আল্লাহ্ আপনার প্রতি রহম করুন। আমি অবশ্য এ আশা পোষণ করি যে, আল্লাহ্ আপনাকে আপনার উভয় সঙ্গীর সঙ্গেই রাখবেন। কেননা, আমি আল্লাহ্র রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে অনেক বার বলতে শুনেছি, আমি, আবূ বাক্র ও 'উমার এক সঙ্গে ছিলাম, আমি, আবূ বাক্র ও 'উমার এ কাজ করেছি। আমি, আবূ বাক্র ও 'উমার চলেছি। আমি এ আশাই পোষণ করি যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে তাদের দু'জনের সাথেই রাখবেন। আমি পেছনে চেয়ে দেখলাম, তিনি 'আলী ইবনু আবূ তালিব (রাঃ)। [সহিহ বুখারী: ৩৬৭৭, সহীহ মুসলিম ৬১৮৭]

০৫. হুযাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, একবার আমরা উমার (রাঃ)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। হঠাৎ তিনি বললেন, ফিত্না সম্পর্কে নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বক্তব্য তোমাদের মধ্যে কে স্মরণ রেখেছে? হুযাইফাহ (রাঃ) বললেন, (নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন) মানুষ নিজের পরিবার, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও প্রতিবেশীর ব্যাপারে যে ফিতনায় পতিত হয়, সালাত, সদাকাহ, সৎকাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ তার সে পাপকে মুছে ফেলে। তিনি বলেন, আমি তোমাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করিনি, এবং সে ফিত্নার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছি যা সাগর লহরীর মত ঢেউ খেলবে। হুযাইফাহ (রাঃ) বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! সে ফিত্নায় আপনার কোন অসুবিধা হবে না। কেননা, সে ফিত্না ও আপনার মাঝে একটি বন্ধ দরজা আছে। উমার (রাঃ) বললেন, দরজাটি কি ভেঙ্গে ফেলা হবে, না খুলে দেওয়া হবে? তিনি বললেন, না বরং ভেঙ্গে ফেলা হবে। 'উমার (রাঃ) বললেন, তা হলে তো সেটা আর কখনো বন্ধ করা যাবে না। (হুযাইফাহ বলেন) আমি বললাম হ্যাঁ। (শাকীক বলেন) আমরা হুযাইফাহ (রাঃ) - কে জিজ্ঞেস করলাম, 'উমার (রাঃ) কি দরজাটি সম্পর্কে জানতেন? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ। যেমন আমি সুনিশ্চিতভাবে জানি যে আগামী দিনের পর রাত আসবে। কেননা আমি তাকে এমন হাদীস বর্ণনা করেছিলাম যা ত্রুটিমুক্ত। (শাকীক বলেন) দরজাটি কে সম্পর্কে আমরা হুযাইফাহ (রাঃ) - কে জিজ্ঞেস করতে আমরা ভয় পাচ্ছিলাম, তাই আমরা মাসরুককে জিজ্ঞেস করতে বললাম। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, দরজাটি কে? উত্তরে তিনি বললেন, 'উমার (রাঃ) (নিজেই)। [সহিহ বুখারী: ৭০৯৬, সহিহ মুসলিম: ৭২৬৮]

০৬. ইবনু 'উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, একবার আমি হাফসাহ (রাঃ)-এর কাছে গেলাম। সে সময় তাঁর চুলের বেণি থেকে ফোঁটা পানি ঝরছিল। আমি তাঁকে বললাম, আপনি দেখছেন, (নেতৃত্বের ব্যাপারে) লোকজন কী সব করছে। নেতৃত্বের কোন অংশই আমার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়নি। তখন তিনি বললেন, আপনি

তাদের সঙ্গে যোগ দিন। কেননা তাঁরা আপনার অপেক্ষা করছে। আপনি তাদের থেকে পৃথক থাকলে বিচ্ছিন্নতা ঘটতে পারে বলে আমি আশঙ্কা করছি। হাফসাহ (রাঃ) তাঁকে বলতেই থাকলেন। শেষে তিনি গেলেন। এরপর লোকজন ওখান থেকে চলে গেলে মু'আবিয়াহ (রাঃ) বক্তৃতা করে বললেন, ইমারতের ব্যাপারে কারো কিছু বলার ইচ্ছা হলে সে আমাদের সামনে মাথা তুলুক। এ ব্যাপারে আমরাই তাঁর ও তাঁর পিতার চেয়ে অধিক হাকদার। তখন হাবীব ইবনু মাসলামাহ (রহঃ) তাঁকে বললেন আপনি এ কথার জবাব দেননি কেন? তখন 'আবদুল্লাহ (ইবনু 'উমার) বললেন, আমি তখন আমার গায়ের চাদর ঠিক করলাম এবং এ কথা বলার ইচ্ছা করলাম যে, এ বিষয়ে ঐ ব্যক্তি অধিক হাকদার যে ইসলামের জন্য আপনার ও আপনার পিতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। তবে আমার এ কথাই ঐক্যে ফাটল ধরবে, রক্তপাত ঘটবে এবং আমার এ কথার অন্য রকম অর্থ করা হবে এ আশঙ্কা করলাম এবং আল্লাহ জান্নাতে যে নি'আমাত তৈরি করে রেখেছেন তা স্মরণ করলাম ব'লে কথা বলা থেকে বিরত থাকলাম। তখন হাবীব (রহঃ) বললেন, আপনি (ফিতনা থেকে) রক্ষা পেয়েছন এবং বেঁচে গেছেন। [সহিহ বুখারী: ৪১০৮]

০৭. মুহাম্মাদ ইবনু হানাফীয়া (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ আমি আমার পিতা 'আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ কে? তিনি বললেন, আবূ বকর (রাঃ)। আমি বললাম, অতঃপর কে? তিনি বললেন, 'উমার (রাঃ)। আমার আশংকা হল যে, অতঃপর তিনি 'উসমান (রাঃ) এর নাম বলবেন, তাই আমি বললাম, অতঃপর আপনি? তিনি বললেন, না, আমি তো মুসলিমদের একজন। [সহিহ বুখারী: ৩৬৭১]

খলীফা-এ-রাশিদ এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা মারাত্মক বিদ'আত। আলী(রা) জামাল, সিফফীন, নাহরওয়ানের যুদ্ধে হক্কের ওপর ছিলেন

০৮. 'আবদুর রহমান ইবনু 'আমর আস-সুলামী ও হুজর ইবনু হুজর (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ একদা আমরা আল-ইরবাদ ইবনু সারিয়াহ (রাঃ)-এর নিকট আসলাম। যাদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত : "তাদেরও কোন অপরাধ নেই যারা তোমার নিকট বাহনের জন্য এলে তুমি বলেছিলে : আমি তোমাদের জন্য কোন বাহনের ব্যবস্থা করতে পারছি না" (সূরাহ আত-তাওবাহ : ৯২)। আমরা সালাম দিয়ে বললাম, আমরা আপনাকে দেখতে, আপনার অসুস্থতার খবর নিতে এবং আপনার কাছ থেকে কিছু অর্জন করতে এসেছি। আল-ইরবাদ (রাঃ) বললেন, একদিন রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে সলাত আদায় করলেন, অতঃপর আমাদের দিকে ফিরে আমাদের উদ্দেশে জ্বালাময়ী ভাষণ দিলেন, তাতে চোখগুলো অশ্রুসিক্ত হলো এবং অন্তরগুলো বিগলিত হলো। তখন এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসুল! এ যেন কারো বিদায়ী ভাষণ! অতএব আপনি আমাদেরকে কি নির্দেশ দেন? তিনি বলেনঃ আমি তোমাদেরকে আল্লাহভীতির, শ্রবণ ও আনুগত্যের উপদেশ দিচ্ছি, যদিও সে (আমীর) একজন হাবশী

গোলাম হয়। কারণ তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে জীবিত থাকবে তারা অচিরেই প্রচুর মতবিরোধ দেখবে। তখন তোমরা অবশ্যই আমার সুন্নাত এবং আমার হিদায়াতপ্রাপ্ত খলীফাহ্গণের সুন্নাত অনুসরণ করবে, তা দাঁত দিয়ে কামড়ে আঁকড়ে থাকবে। সাবধান! (ধর্মে) প্রতিটি নবাবিষ্কার সম্পর্কে! কারণ প্রতিটি নবাবিষ্কার হলো বিদ'আত এবং প্রতিটি বিদ'আত হলো ভ্রষ্টতা। [সুনানে আবু দাউদ: ৪৬০৭, জামি' তিরমিযী ২৬৭৬, সুনান ইবনু মাজাহ ৪২, মিশকাতুল মাসাবীহ ১৬৫, শায়খ যুবাইর এবং আলবানী সনদগুলিকে সহীহ বলেছেন]

০৯. আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেন, আমরা রসুলুল্লাহ র অপেক্ষায় বসে ছিলাম, তখন তিনি তার এক স্ত্রীর বাসা থেকে বের হয়ে আমাদের কাছে আসলেন এবং আমরাও তার সঙ্গ দিলাম। ইতিমধ্যে, তার জুতা ছিড়ে গেল এবং আলী সেই জুতা মেরামতের কারণে আমাদের সঙ্গ দিতে পারলেন না আর আমরা আল্লাহর নবীর সাথে হাঁটা শুরু করলাম। হঠাৎ, তিনি আমাদের আলীর জন্য অপেক্ষা করতে বললেন এবং আমরা থেকে গেলাম। তিনি বললেন, "তোমাদের মধ্যে একজন ব্যক্তি আছে, যে কিনা যুদ্ধ করবে কুরআনের তাফসীরের জন্য, যেমনভাবে আমি যুদ্ধ করেছি কুরআনের অবতরণের জন্য।" একথা শুনে আমরা তার দিকে আগ্রহের সাথে তাকালাম এবং আবু বাকার ও 'উমারও সেই সময় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু, তিনি বললেন, "না, বরং ওই ব্যক্তি হল সেই, যে আমার জুতা মেরামত করছে। একথা শুনে আমরা সবাই 'আলী ইবনু আবী তালিবের কাছে আসলাম তাকে এই সুসংবাদ দেয়ার জন্য। আবু সাঈদ খুদরী বলেন, "আলী ইবনু আবী তালিব এর আচরণ এই নিদর্শনই দিচ্ছিল যে, তিনি এই সুসংবাদ আগে থেকেই জানতেন"। [মুসনাদ আহমাদ ১১৭৯০ (৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৮২), শায়খ শু'আইব আরনাউৎ বলেন, এর সনদ সহীহ। সুনানুল কুবরা ৮৪৫৭, শায়খ গোলাম মোস্তফা জহির বলেন, এর সনদ সহীহ]

১০. ইবরাহীম (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, 'আলকামাহ (রহ.) একবার সিরিয়ায় গেলেন। যখন মসজিদে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! আমাকে একজন নেক্কার সঙ্গী মিলিয়ে দিন। তখন তিনি আবূ দারদা (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে বসলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথাকার লোক। আমি বললাম, কুফার অধিবাসী। তিনি বললেন, তোমাদের মাঝে কি ঐ ব্যক্তিটি নেই যাঁকে আল্লাহ্ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জবানীতে শয়তান হতে নিরাপত্তা দান করেছেন। অর্থাৎ আম্মার (ইবনু ইয়াসির) (রাঃ)। আমি বললাম, হাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গোপন তথ্যবিদ লোকটি কি নেই যিনি ছাড়া অন্য কেউ এ সব গোপন রহস্যাদি জানেন না? অর্থাৎ হুযাইফাহ (রাঃ)। আমি বললাম, হাঁ। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন তোমাদের মধ্যে কি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মিস্ওয়াক ও সামান বহনকারী 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) নেই? আমি বললাম, হাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন 'আবদুল্লাহ وَاللَّيْلِ কিভাবে পাঠ করেন। আমি বললাম وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى পড়েন। তখন তিনি বললেন, (এভাবে পড়ার কারণে) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে যেভাবে শুনেছিলাম এরা (অন্যান্য সাহাবীরা) তা হতে আমাকে সরিয়ে দেয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে। [সহিহ বুখারী: ৩৭৪৩]

১১. আবূ মারইয়াম ‘আবদুল্লাহ্ ইব্নু যিয়াদ আসাদী (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, ত্বলহা, যুবায়র ও ‘আয়িশাহ (রাঃ) যখন বসরার দিকে গেলেন, তখন ‘আলী (রাঃ) আম্মার ইব্নু ইয়াসির ও হাসান ইব্নু ‘আলী (রাঃ) - কে পাঠালেন। তাঁরা আমাদের কুফায় আসলেন এবং (মাসজিদের) মিম্বরে উপবেশন করলেন। হাসান ইব্নু ‘আলী (রাঃ) মিম্বারের সর্বোচ্চ ধাপে উপবিষ্ট ছিলেন, আর আম্মার (রাঃ) হাসান (রাঃ)-এর নিচের ধাপে দন্ডায়মান ছিলেন। আমরা এসে তাঁর নিকট জড় হলাম। এ সময় আমি শোনলাম, আম্মার (রাঃ) বলেছেন, ‘আয়িশাহ (রাঃ) বস্রার দিকে রওনা হয়ে গেছেন। নিঃসন্দেহে তিনি দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের (আমাদের) নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পত্নী। কিন্তু আল্লাহ্ এ কথা স্পষ্ট করে জেনে নেয়ার জন্য তোমাদের পরীক্ষায় ফেলেছেন যে, তোমরা কি তাঁরই আনুগত্য কর, না তাঁর (অর্থাৎ ‘আয়িশাহ (রাঃ)-এর) আনুগত্য কর। [সহিহ বুখারী: ৭১০০]

১২. আবূ বাক্রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে শ্রুত একটি বাণীর দ্বারা আল্লাহ জঙ্গে জামালের (উষ্ট্রের যুদ্ধ) দিন আমার মহা উপকার করেছেন, যে সময় আমি সাহাবায়ে কিরামের সঙ্গে মিলিত হয়ে জামাল যুদ্ধে শারীক হতে প্রায় প্রস্তুত হয়েছিলাম। আবূ বাক্রাহ (রাঃ) বলেন, সে বাণীটি হল, যখন নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- এর কাছে এ খবর পৌঁছল যে, পারস্যবাসী কিসরা কন্যাকে তাদের বাদশাহ মনোনীত করেছেন, তখন তিনি বললেন, সে জাতি কক্ষণো সফল হবেনা স্ত্রীলোক যাদের প্রশাসক হয়। [সহিহ বুখারী: ৪৪২৫]

১৩. কায়েস বর্ণনা করেন, উম্মুল মুমিনীন ‘আইশাহ যখন তার বাহিনী নিয়ে বনু আমিরের জলাশয়ের নিকট পৌঁছালেন, তখন কুকুর ঘেউ ঘেউ করা শুরু করল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এই জলাশয়ের নাম কী? তারা উত্তরে বললেন: ‘হাওয়াব জলাশয়’। একথা শুনে তিনি বললেন: তাহলে আমাকে অবশ্যই ফিরে যেতে হবে। তার সঙ্গীগণের কেউ এই সিদ্ধান্তে পরামর্শ দিলেন: না, বরং আমাদের সামনে এগিয়ে যাওয়া দরকার। হয়তোবা মুসলিমগণ আপনাকে দেখার পর মহান আল্লাহ তাদের মধ্যে শান্তির ব্যবস্থা করে দেবেন। উম্মুল মুমিনীন ‘আইশাহ বলেন: আল্লাহর নবী একবার আমাকে বলেছিলেন, “তোমাদের মধ্যে একজনের অবস্থা কেমন হবে যখন হাওয়াব এর কুকুর তার দিকে ঘেউঘেউ করা শুরু করবে।” [মুসনাদ আহমাদ ২৪২৯৯ (৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা ৫২, সিলসিলা সহীহাহ ৪৭৪) শায়খ শু’আইব আরনাউত, আইবানী এবং যুবাইর আলী যাঈ সনদটিকে সহীহ বলেছেন]

১৪. ‘আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি আবদুল্লাহ্ ইবনু যুবাইর (রাঃ)-কে অসিয়্যত করেছিলেন, আমাকে তাঁদের (নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর দু’সাহাবী) পাশে দাফন করবে না। বরং আমাকে আমার সঙ্গিনীদের সাথে বাকী’তে দাফন করবে যাতে আমি চিরকালের জন্য প্রশংসিত হতে না থাকি। মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বার বর্ণনায়: কায়েস বর্ণনা করেন, যখন উম্মুল মুমিনীন ‘আইশাহ মৃত্যুমুখে পতিত ছিলেন, তিনি বললেন, “আমাকে আল্লাহর নবীর স্ত্রীগণের সাথে দাফন কর, কেননা আমি তার পর বিদআত করে বসেছি”। সৌদি আরবের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শায়খ আলবানী বলেন: বিদআতের দ্বারা তিনি জামালের যুদ্ধে

অংশগ্রহণকে বুঝিয়েছেন। কেননা যুদ্ধের পর তিনি কঠোরভাবে অনুতপ্ত ছিলেন এবং তা হতে প্রত্যাবর্তন করেন। যদিও তিনি কাজটি সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে করেছিলেন, যেমনভাবে তালহা, যুবাইর এবং অন্যান্য সাহাবা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন সৎ উদ্দেশ্য এবং সুফলাফলের আশা নিয়ে। ইমাম বুখারীও বর্ণনা করেন যে, আলী ইবনু আবী তালিব 'আম্মার বিন ইয়াসির এবং তার পুত্র হাসান কে কুফায় পাঠান। তারা মিম্বারে আরোহণ করলেন। হাসান আরোহন করলেন সবার ওপরে এবং 'আম্মার আরোহণ করলেন তার নিচে। আমরা সবাই তাদের ঘোষণা শোনার জন্য জড়ো হলাম। 'আম্মার বললেন: 'আইশাহ বাসরার দিকে রওয়ানা হয়ে গেছেন। আল্লাহর কসম! তিনি এই দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর নবীর স্ত্রী। তবে, মহান আল্লাহ তোমাদের পরীক্ষা করতে চান যে, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর নাকি 'আইশাহর আনুগত্য কর। 'আম্মার বিন ইয়াসিরের এই ভাষণ ছিল জামালের যুদ্ধের পূর্বে, যাতে মানুষ 'আইশার পক্ষে যুদ্ধ না শুরু করে। [সহিহ বুখারী: ১৩৯১, আল মুছান্নাছ ইবনু আবী শায়বা: ৩৭৭৭২, সিলসিলা সহীহাহ ৪৭৪]

১৫. কায়স বিন হাযিম বর্ণনা করেন: "আমি মারওয়ান বিন হাকামকে দেখেছি তালহা কে তীর দ্বারা আঘাত করতে, যা তার হাঁটুতে বিদ্ধ হয় এবং তিনি শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহর প্রশংসা করতে করতে ইন্তিকাল করেন। [মুসতাদরাক হাকিম: ৫৫৯১, ইমাম হাকিম এবং যাহাবি হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন]

১৬. 'আলী ইবনু আবী তালিব বলতেন: আমি আল্লাহর কাছে আশা রাখি যে আমি, উসমান, তালহা এবং যুবায়ের তাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন, যাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন, *"এবং আমি তাদের অন্তরের বিদ্বেষসমূহ উঠিয়ে নেব, ফলে তারা ভাই-ভাই হয়ে একে অপরের সামনা সামনি অবস্থান করবে। [আল হিজর: ৪৭]"* [মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা: ৩৭৮২১, *ফাজায়েলে সাহাবা* ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল: ১০২১ (৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৫), হাফেয যুবায়ের 'আলী যাঈ হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন]

১৭. 'ইকরিমা (রহঃ) থেকে বর্ণিত: ইব্নু 'আব্বাস (রাঃ) তাকে ও 'আলী ইব্নু 'আবদুল্লাহ্কে বলেছিলেন যে, তোমরা আবূ সা'ঈদ (রাঃ)-এর নিকট যাও এবং তার কিছু বর্ণনা শোন। অতঃপর আমরা তার নিকট গেলাম। সে সময় তিনি ও তার ভাই বাগানে পানি সেচের কাজে ছিলেন। আমাদের দেখে তিনি আসলেন এবং দু' হাঁটু বুকের সঙ্গে লাগিয়ে বসে বললেন, মসজিদে নববীর জন্য আমরা এক একটি করে ইট বহন করছিলাম। আর 'আম্মার (রাঃ) দু' দু'টি করে বহন করছিল। সে সময় নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার পাশ দিয়ে গেলেন এবং তার মাথা থেকে ধূলাবালি মুছলেন এবং বললেন, আম্মারের জন্য বড় দুঃখ হয়, বিদ্রোহী দল তাকে হত্যা করবে। সে ('আম্মার) (রাঃ) তাদেরকে আল্লাহ্র দিকে ডাকবে এবং তারা আম্মারকে জাহান্নামের দিকে ডাকবে। [সহিহ বুখারী: ২৮১২, ৪৪৭, সহীহ মুসলিম ৭৩২০]

১৮. কুলসুম বর্ণনা করেন যে আমরা ওয়াসিত শহরে 'আব্দুল আ'লার নিকট বসা ছিলাম। হঠাৎ আমি এক ব্যক্তি কে দেখলাম "আবুল গাযিয়াহ" নামে। তিনি পানি চাইলেন। অতপর, তার নিকট কারুকার্য খচিত রুপার পাত্রে পানি নিয়ে আসা হলে তিনি তা হতে পান করতে অসম্মতি জানান। অতঃপর তিনি আল্লাহর রসুল হতে বর্ণনা করেন, তিনি আমাদের বলেছেন: "আমার পর তোমরা কুফরের দিকে ফিরে যেও না একে অপরের

গর্দানে আঘাত করে।” আবুল গাদিয়া আরও বলেন: আমি একদা এক ব্যক্তিকে দেখলাম অমুকের নিন্দা করছে। আমি তাকে বললাম: আল্লাহর কসম! যদি আল্লাহ তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য আমার সৈন্যবাহিনীকে ক্ষমতা দিতেন! সিফফীনের যুদ্ধে ঘটনাক্রমে আমি তার সামনা সামনি চলে আসলাম। সে একটি বর্ম পরিহিত ছিল। তবে, তার বর্মের একস্থানে আমি একটি ফাঁকা জায়গা দেখতে পেলাম। কাজেই, আমি সেই স্থানে তাকে আঘাত করলাম এবং তাকে মেরে ফেললাম। কিন্তু, পরে আমি জানতে পারলাম যে তিনি ছিলেন ‘আম্মার বিন ইয়াসির। অতঃপর, আবুল গাদিয়াহ নিজেকে বললেন: আমার এক হাত রুপার পাত্র থেকে পানি পান করতে অপছন্দ করে, যার অপর হাত ‘আম্মার বিন ইয়াসিরকে হত্যা করেছে। মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায়: মুহাম্মাদ বিন আমর বর্ণনা করেন: যখন ‘আম্মার বিন ইয়াসির কে হত্যা করা হয়, আমর বিন হাযম সোজা চলে যান আমর বিন আসের নিকট এবং তাকে অবহিত করেন যে, ‘আম্মার কতল হয়েছেন এবং আল্লাহর রসুল বলেছেন: “একটি বিদ্রোহী দল তাঁকে হত্যা করবে”। একথা শুনে আমর বিন ‘আস আতঙ্কিত হয়ে গেলেন এবং দ্রুত মু’আবিয়াহ র নিকট চলে আসলেন এবং বারবার বলতে লাগলেন, ‘নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহরই এবং তারই নিকট আমাদের ফিরে যেতে হবে'। মু'আবিয়াহ জিজ্ঞাসা করলেন, “কী হয়েছে?”। আমর বিন 'আস উত্তরে বললেন: 'আম্মার বিন ইয়াসির কে হত্যা করা হয়েছে। মু'আবিয়াহ জিজ্ঞাসা করলেন: “ ‘আম্মার হত্যা হয়েছে তো তুমি এমন কেন করছ?” একথা শুনে আমর বিন ‘আস জানান: আমি আল্লাহর রসুলকে বলতে শুনেছি: “ ‘আম্মারকে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে”। মু’আবিয়াহ বললেন: “তোমরা নিজেদের প্রশাবে নিজেরাই পিছলে পড়। আমরা কি ‘আম্মারকে হত্যা করেছি? তাকে তো ‘আলী ইবনু আবী তালিব ও তার সঙ্গীরা আমাদের সামনে নিয়ে এসেছে”। মুসনাদ আহমাদের অপর বর্ণনায় এবং মুসতাদরাক লিল হাকিম এর বর্ণনায়: যখন আমর বিন ‘আসকে ‘আম্মার বিন ইয়াসিরের হত্যার খবর সম্পর্কে অবহিত করা হল, তিনি বললেন, আমি আল্লাহর রসুলকে বলতে শুনেছি: “তাঁর হত্যাকারী এবং তার বন্টনের হকদার জাহান্নামে যাবে”। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল: “আপনিও তো ওই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাই না?”। তখন আমর বিন ‘আস উত্তর দিলেন: “আল্লাহর রসুল কেবলমাত্র হত্যাকারী এবং গনীমত ভক্ষণকারীর কথা বলেছেন”। [মুসনাদ আহমাদ ১৬৭৪৪ (৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ৭৬) শায়খ যুবায়ের ও শু’আইব সনদটিকে সহীহ বলেছেন। মুসনাদ আহমাদ ১৭৮১৩ (৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৯৯) এবং ১৭৮১১ (৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৯৮) শু’আইব আরনাউত সনদটিকে সহীহ বলেছেন। মুসতাদরাক লিল হাকিম ৫৬৬১, ইমাম হাকিম ও যাহাবী বলেছেন: সনদটি বুখারী মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ। সিলসিলা সহীহাহ ২০০৮]

১৯. ইবনু শামাসাহ্ আল মাহ্রী (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ আমরা ‘আমর ইবনু ‘আস (রাঃ)-কে মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে দেখতে উপস্থিত হলাম। তখন তিনি দেয়ালের দিকে মুখ করে অনেকক্ষণ কাঁদছিলেন। তাঁর পুত্র তাঁকে তাঁর সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রদত্ত বিভিন্ন সুসংবাদের উল্লেখ পূর্বক সান্ত্বনা দিচ্ছে যে, আব্বা! রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি আপনাকে অমুক সুসংবাদ দেননি? রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি আপনাকে অমুক সুসংবাদ দেননি? রাবী বলেন, তখন তিনি পুত্রের দিকে মুখ ফিরালেন এবং বললেন, আমার সর্বোৎকৃষ্ট পাথেয় হচ্ছে “লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু মুহাম্মাদুর রসূলুল্ল-হ” এ

কালিমার সাক্ষ্য দেয়া। আর আমি অতিক্রম করেছি আমার জীবনের তিনটি পর্যায়। এক সময় তো আমি এমন ছিলাম যে, রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–এর বিরুদ্ধাচরণে আমার চেয়ে কঠোরতর আর কেউই ছিল না। সে সময়ে রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে কব্জায় পেয়ে হত্যা করা ছিল আমার সবচাইতে প্রিয় ভাবনা। যদি সে অবস্থায় আমার মৃত্যু হত তবে নিশ্চিত আমাকে জাহান্নামে যেতে হত। এরপর আল্লাহ যখন আমার অন্তরে ইসলামের অনুরাগ সৃষ্টি করে দিলেন, তখন আমি রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে অনুরোধ জানালাম যে, আপনার ডান হাত বাড়িয়ে দিন, আমি বাই’আত করতে চাই। রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন, তখন আমি আমার হাত টেনে নিলাম। রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ‘আমর, কী ব্যাপার? বললাম, পূর্বে আমি শর্ত করে নিতে চাই। রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, কী শর্ত করবে? আমি উত্তর করলাম, আল্লাহ যেন আমার সব গুনাহ মাফ করে দেন। রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ‘আম্‌র! তুমি কি জান না যে, ইসলাম পূর্ববর্তী সকল অন্যায় মিটিয়ে দেয়। আর হিজরত পূর্ববর্তী সকল অন্যায় মিটিয়ে দেয়? আর হাজ্জ পূর্ববর্তী সকল অন্যায় মিটিয়ে দেয়? ‘আমর বলেন, এ পর্যায়ে আমার অন্তরে রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অপেক্ষা বেশি প্রিয় আর কেউ ছিল না। আমার চোখে তিনি অপেক্ষা মহান আর কেউ নেই। অপরিসীম শ্রদ্ধার কারণে আমি তাঁর প্রতি চোখভরে তাকাতেও পারতাম না। আজ যদি আমাকে তাঁর দৈহিক আকৃতির বর্ণনা করতে বলা হয় তবে আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। কারণ চোখ ভরে আমি কখনই তাঁর প্রতি তাকাতে পারিনি। ঐ অবস্থায় যদি আমার মৃত্যু হত তবে অবশ্যই আমি জান্নাতী হওয়ার আশাবাদী থাকতাম। পরবর্তীকালে আমরা নানা বিষয়ের সাথে জড়িয়ে পড়েছি, তাই জানি না, এতে আমার অবস্থান কোথায়? সুতরাং আমি যখন মারা যাব, তখন যেন কোন বিলাপকারিণী অথবা আগুন সে জানাযার সাথে না থাকে। আমাকে যখন দাফন করবে তখন আমার উপর আস্তে আস্তে মাটি ফেলবে এবং দাফন সেরে একটি উট যাবাহ করে তার গোশ্‌ত বণ্টন করতে যে সময় লাগে ততক্ষণ আমার ক্বরের পাশে অবস্থান করবে। যেন তোমাদের উপস্থিতির কারণে আমি আতঙ্ক মুক্ত অবস্থায় থাকি ও চিন্তা করতে পারি যে, আমার প্রতিপালকের দূতের কি জবাব দিব। মুসনাদ আহমাদের বর্ণনায়: যখন আমর বিন 'আস মৃত্যুমুখে পতিত, তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। তার পুত্র আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন 'আস জিজ্ঞাসা করেন: “আপনি কি মৃত্যুর ভয়ে কাঁদছেন?”। তিনি উত্তর করলেন: “না। বরং, আমি তার পরের চিন্তা করছি”। তার পুত্র বললেন: আপনি তো হক্কের ওপর বিদ্যমান ছিলেন এবং আপনি তো আল্লাহর রসুলের সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন এবং আপনি তো শামের বিজয়েরও ভাগীদার। আমর বিন 'আস বলেন: তুমি তো এগুলোর চেয়ে বড় আমলের কথাই বর্ণনা করলে না। আর সেটি হল: মহান আল্লাহ ছাড়া কোনও সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রসুল - এর সাক্ষ দেয়া। আমি জীবনে তিনটি বড় ধাপ অতিক্রম করেছি এবং আমি আমার প্রত্যেক ধাপের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত। শুরুতে আমি একজন কাফের ছিলাম এবং আল্লাহর রসুলের সবচেয়ে বড় শত্রু ছিলাম। এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে আমি অবশ্যই জাহান্নামে যেতাম। অতঃপর আমি যখন তার নিকট ইসলামের ওপর বায়আত করলাম, আমি তাকে সবচাইতে বেশি সম্মান করতে লাগলাম। তাকে আমি এত বেশি সম্মান করতাম যে, আমি তার দিকে কখনও চোখ তুলেও তাকাই নি,

এমনকি তার দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার আগ পর্যন্ত কোনও বিষয়ে আলোচনাও করিনি। এমতাবস্থায় আমার মৃত্যু হলে লোকে বলত: সুসংবাদ আমরের জন্য, যে ইসলাম কবুল করেছে, তার ওপর অটল থেকে মৃত্যুবরণ করেছে। কাজেই আমরা আশা রাখি, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অতঃপর, এল রাজতন্ত্র এবং এ অবস্থায় আমি এমন সব কাজ সম্পাদন করেছি যে আমি নিজেও জানি না যে সেগুলো ঠিক না ভুল। আজ আমি মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে, কোনও আহাজারীকারী অথবা আগুন সে জানাযার সাথে না থাকে। আমার কাফন শক্ত করে বাঁধবে, কেননা আমার সাথে তর্ক করা হবে আর আমাকে ধীরে ধীরে মাটিতে রাখবে, কেননা আমার ডানপাশ, বামপাশের চেয়ে জমিনের বেশি হক্বদার নয়। আমার ক্বরে কোনও কাঠ অথবা পাথর রাখবে না। দাফন সেরে একটি উট যাবাহ করে তার গোশ্ত বণ্টন করতে যে সময় লাগে ততক্ষণ আমার ক্বরের পাশে অবস্থান করবে, যেন তোমাদের উপস্থিতির কারণে আমি খানিকটা স্বস্তি পাই। ... [সহীহ মুসলিম ৩২১, মুসনাদ আহমাদ ১৭৮১৫, ১৭৮১৬ (৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৯৯), ৬৯২৯ (২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ২০৬)। শায়খ শু'আইব আরনাউত সনদকে সহীহ বলেছেন]

২০. 'আবদুর রহমান (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি 'আলী ইবনু আবী তালিব এর সাথে ফজরের সলাত আদায় করছিলাম এবং তিনি *কুনুতে নাযেলা*তে পড়লেন: "হে আল্লাহ, আপনি নিজেই মু'আবিয়া ও তার সঙ্গীদের, আমর বিন 'আস ও তার সঙ্গীদের এবং আবু সালমা ও তার সঙ্গীদের ব্যাপারে ব্যবস্থা নিন"। মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বার অপর বর্ণনায়: ইয়াযীদ বিন আসসাম বর্ণনা করেন যে, যখন 'আলী ইবনু আবী তালিবকে সিফফীনের নিহতদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হল, তিনি বললেন: আমার ও তার নিহতরা জান্নাতে যাবে এবং মু'আবিয়া ও আমার মধ্যে সেদিন ফয়সালা হবে। [মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা ৭০৫০, শায়খ যুবায়ের তার মাকালাত-৬ এ সনদটিকে সহীহ বলেছেন। মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা ৩৭৮৮০, শায়খ ইরশাদুল হক্ব আছারী সনদটিকে সহীহ বলেছেন]

২১. আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আমার উম্মাত দু'দলে বিভক্ত হয়ে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এর মধ্যে যে দলটি হাক্কের অধিকতর নিকটবর্তী হবে সেটিই ঐ সম্প্রদায়কে হত্যা করবে। [সহিহ মুসলিম: ২৩৫৯]

২২. আবূ সা'ঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, নবী (সাল্লালাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন কিছু বণ্টন করছিলেন। ঘটনাক্রমে 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু যুলখুওয়ায়সিরা তামীমী এল এবং বলল, হে আল্লাহ্র রসূল! ইনসাফ করুন। তিনি বললেনঃ আফসোস তোমার জন্য! আমি যদি ইনসাফ না করি তা হলে আর কে ইনসাফ করবে? 'উমর ইব্নু খাত্তাব (রাঃ) বললেন, আমাকে অনুমতি দিন, তার গর্দান উড়িয়ে দেই। তিনি বললেনঃ তাকে ছেড়ে দাও। তার জন্য সাথীরা আছে। যাদের সালাতের তুলনায় তোমরা তোমাদের সালাতকে তুচ্ছ মনে করবে। যাদের সিয়ামের তুলনায় তোমরা তোমাদের সিয়ামকে তুচ্ছ মনে করবে। তারা দ্বীন থেকে এমনিভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়। তীরের প্রতি লক্ষ্য করলে তাতে কিছু পাওয়া যায় না। তীরের মুখের বেষ্টনীর প্রতি লক্ষ্য করলেও কিছু পাওয়া যায় না। তীরের কাঠের অংশের দিকে দেখলেও

তাতে কিছু পাওয়া যায় না। বরং তীর তীব্র গতিতে বেরিয়ে যাবার সময় তাতে মল ও রক্তের দাগ পর্যন্ত লাগে না। তাদের পরিচয় এই যে, তাদের একটি লোকের একটি হাত অথবা বলেছেন, একটি স্তন হবে মহিলাদের স্তনের ন্যায়। অথবা বলেছেন, অতিরিক্ত গোশতের টুকরার ন্যায়। লোকদের মধ্যে বিরোধের সময় তাদের আবির্ভাব ঘটবে। আবূ সা'ঈদ (রাঃ) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি তা নবী (সাল্লালাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে শুনেছি। এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, 'আলী (রাঃ) তাদেরকে হত্যা করেছেন। আমি তখন তাঁর সঙ্গে ছিলাম। তখন নবী (সাল্লালাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দেয়া বর্ণনার সংগে মিলে এমন ব্যক্তিকে আনা হয়েছিল। তিনি বলেন, ওর সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছেঃ "*ওদের মধ্যে এমন লোক আছে যে সদকা সম্পর্কে তোমাকে দোষারোপ করে"– (সূরা আত্-তওবা ৯/৫৮)* [সহিহ বুখারী: ৬৯৩৩, সহীহ মুসলিম ২৪৫৬]

২৩. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন: "যখন আল-হারুরিয়া বেরিয়ে এলো, তারা একটি ঘরে অবসর নিয়েছিল এবং তারা সংখ্যায় ছয় হাজার ছিল সুতরাং আমি 'আলীকে বলেছিলাম: হে আমীরুল মুমিনীন, তাপমাত্রা কমে যাওয়া পর্যন্ত সলাত বিলম্বিত কর, যাতে আমি তাদের সাথে কথা বলতে পারি। 'আলী ইবনু আবী তালিব বললেনঃ আমি আশঙ্কা করছি যে তারা আপনার ক্ষতি করে দিতে পারে। আমি বললামঃ কখনো না! কোনও সম্ভাবনাই নেই। কাজেই, আমি একটি সুন্দর জামা পরিধান করলাম, চুল আঁচড়ালাম, এবং মধ্যাহ্নে তাদের কাছে উপস্থিত হলাম যখন তারা খাচ্ছিল। তারা বলল, "স্বাগতম! হে ইবনে আব্বাস! কি মনে করে এখানে এলেন?" আমি তাদের বলেছি: "আমি তোমাদের কাছে নবীর সাহাবীদের পক্ষ থেকে এসেছি, (সলাত ও শান্তি তাঁর উপর, অভিবাসীদের, সমর্থকদের) এবং নবীর চাচাত ভাইয়ের কাছ থেকে ও তাঁর জামাইয়ের পক্ষ থেকে। তাদের উপর কুরআন নাজিল হয়েছিল। কাজেই, তোমাদের ভেতর এমন কেউ নেই যে তাঁদের চেয়ে ক্বুরআনের ব্যাখ্যা বিষয়ে অধিক জ্ঞান রাখে। আমি তোমাদের কাছে তা-ই বলব, যা তাঁরা বলেছেন, আর তাঁদের কাছে তা-ই বলব, যা তোমরা বল।" এরপর তাদের অনেকে এসে আমার পাশে বসল। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলাম: আপনারা আল্লাহ্‌র রসূলের সাহাবী ও তাঁর চাচাত ভাইয়ের বিরুদ্ধে যে বিদ্বেষ পোষণ করছেন, তা কোন দলীলের ভিত্তিতে? তারা বলল: "তিনটি দলীলের ভিত্তিতে"। আমি বললাম: এগুলি কি? তাদের একজন বলেছিলেন: "প্রথম কারণ হল, 'আলী বিচারকের ভূমিকায় নিয়েছেন, অথচ বিচারের মালিক আল্লাহ্ নিজে, কেননা আল্লাহ্ বলেনঃ "*বিচারের হক্ব তো কেবল আল্লাহ্‌রই [আন'আম ৬:৫৭]*"। মানুষের আবার বিচারের সাথে লেন-দেন কিসের?" আমি বললামঃ এটি তাহলে একটি অভিযোগ। তারা বললঃ দ্বিতীয় কারণ হল, সে লড়াই করেছে, কিন্তু সে বন্দী করেনি এবং গনীমতও ভোগ করতে পারেনি। যদি তারা কাফের হয়, তবে তাদের বন্দী করা তো বৈধ আর যদি তারা ঈমানদার হয় তবে তাদের সাথে লড়াই করা তো প্রথমেই জায়েয ছিল না। আমি বললামঃ দু'টি অভিযোগ গেল, তৃতীয়টি কী? তারা বললঃ তিনি 'ঈমানদারদের সেনাপতি' শব্দটি থেকে নিজের নাম থেকে মুছে ফেলে দিয়েছিলেন। যদি সে ঈমানদারদের সেনাপতি না হয় তবে সে কি অবিশ্বাসীদের সর্বাধিনায়ক? "আমি বললামঃ এর বাইরেও আপনার কি কিছু আছে? তারা বলল: "না! এই তিনটিই যথেষ্ট"। আমি বললামঃ আমি যদি আল্লাহ্‌র কিতাব, আল্লাহ্‌র রসূলের সুন্নাহ থেকে পড়ে শোনাই এবং তোমাদের অভিযোগসমূহের খন্ডন করি, তোমরা কি মেনে নেবে? তারা বলেছিল: "হ্যাঁ! অবশ্যই"।

আমি বললাম: তোমরা অভিযোগ করছ 'আলীর বিরুদ্ধে যে তিনি মানুষ হয়েও বিচারকার্য করছেন, অথচ তা আল্লাহ্‌র কাজ। আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র কিতাব থেকে দেখাব, যেখানে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা মানুষের ওপর ১/৪ দিরহামের মূল্যের ব্যাপারে সিদ্ধান্তের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। তোমরা কি আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার এই আয়াত দেখনি? : "*হে ইমানদারগণ! তোমরা ইহরাম বাধা অবস্থায় শিকার কর না। তোমাদের ভেতর যারা এই কাজ জেনে-শুনে করবে, তার বিনিময় হবে ঐ জন্তুর অনুরূপ, যা সে বধ করেছে। দু'জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি তার বিচার করবে [মাইদা ৫:৯৫]*"। লক্ষ্য করে দেখো, মহান আল্লাহ্ এই সামান্য ও ছোট্ট একটি বিচারের যথাযথ সমাধানের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তার বান্দাদের ওপর বিচারের দায়িত্ব অর্পণ করলেন। আমি আল্লাহ্‌র নামে তোমাদের জিজ্ঞাসা করছিঃ মুসলিমদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দের মীমাংসা, শান্তির উদ্দেশ্যে রক্তপাত বন্ধ করা কি বেশি গুরুত্বপূর্ণ নাকি খরগোশ হত্যার মামলা অধিক গুরুত্বপূর্ণ? তারা জবাব দিলঃ "কেন নয়! এটিই অধিক গুরুত্বপূর্ণ"। "মহান আল্লাহ্ স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারে বলেনঃ *যদি তোমরা দুইয়ের মাঝে ফাটলের আশংকা কর, তাহলে তাঁর(স্বামী) পক্ষ থেকে একজন বিচারক ও তার(স্ত্রী) পক্ষ থেকে একজন বিচারক নিযুক্ত কর। [নিসা ৪:৩৫]*"। আমি আল্লাহ্‌র নামে তোমাদের জিজ্ঞাসা করছিঃ মুসলিমদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দের মীমাংসা, শান্তির উদ্দেশ্যে রক্তপাত বন্ধ করা কি বেশি গুরুত্বপূর্ণ নাকি স্বামী-স্ত্রীর বৈবাহিক মামলা অধিক গুরুত্বপূর্ণ?" তারা জবাব দিলঃ "ঠিক আছে"। অতঃপর, আমি বললামঃ তোমরা অভিযোগ করছ তিনি যুদ্ধ করেছেন অথচ বন্দী এবং গণিমতের মাল গ্রহণ করেন নি। তোমরাই বল, তোমরা কি তোমাদের মা, মুমিন জাতির মা 'আইশাহ্ কে যুদ্ধবন্দী হিসেবে নেবে? যদি তোমাদের জবাব হ্যাঁ হয়, তাহলে তোমরা অন্য নারীদের মতই তাঁকে হালাল করে নিলে। সেক্ষেত্রে তোমরা কুফর করে ফেললে। আর, যদি তোমরা বল যে তিনি তোমাদের মা নন, তাহলেও তোমরা কুফর করলে, কেননা মহান আল্লাহ্ বলেনঃ "*নবী মুমিনদের নিকট তাঁদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক অন্তরঙ্গ এবং নবীদের স্ত্রীগণ তাঁদের মা [আহযাব ৩৩:৬]*" সুতরাং, তোমরা দুইটি বিভ্রান্তি গ্রহণ করেছ। এই বিভ্রান্তি থেকে বের হয়ে আসো। তোমরা কি দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব পেয়েছো? তারা জবাব দিলঃ হ্যাঁ। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ তোমরা অভিযোগ করছ তিনি 'আমীরুল মুমিনীন' শব্দটি মুছে দিয়েছেন। সেক্ষেত্রে আমই তোমাদের জবাব দেব, যা তোমাদের মন শান্ত করবে। খেয়াল কর! আল্লাহর রসূল (সাল্লালাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হুদাইবিয়ার সন্ধিতে 'মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্' লিখান। কাফেররা প্রশ্ন তোলে যে আমাদের যুদ্ধের কারণই হল যে আমরা আপনাকে রসূল মানি না। তাই তিনি 'আলীকে বললেন, হে 'আলী! লেখঃ 'মুহাম্মাদ বিন 'আব্দিল্লাহ্'... (৪৫)। আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লালাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'আলীর চেয়ে অনেক উত্তম এবং তিনি তাঁর নাম থেকে 'আল্লাহ্‌র রসূল' মুছিয়ে দিয়েছিলেন। এই মুছে দেয়ার কারণে তাঁর রিসালাত মুছে যায় নি। তোমরা কি তৃতীয় প্রশ্নের জবাব পেয়েছ? তারা জবাব দিলঃ হ্যাঁ। এরপর, তাদের ভেতর ২০০০ জন তৎক্ষণাৎ প্রত্যাবর্তন করে, আর বাকি ৪০০০ খারিজী তাদের পথভ্রষ্টতার কারণে মুহাজিরীন ও আনসারদের দ্বারা হত্যা হয়েছিল [সুনানুন নাসাঈ আল কুবরাঃ ৮৫৭৫ (৮৫২২), শায়খ গোলাম মোস্তফা জহীর *খাছায়েছে আলী* তে হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন]

২৪. তারিক বিন শিহাব বর্ণনা করেনঃ আমি ‘আলীর সাথে ছিলাম। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলঃ নাহ্‌রওয়ানের মানুষ কি মুশরিক? তিনি জবাব দিলেনঃ তারা তো শির্ক থেকে দৌড়ে পালিয়েছে। অতঃপর তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলঃ “তারা কি মুনাফিক?” তিনি জবাব দিলেনঃ না! মুনাফিকরা আল্লাহকে সামান্যই স্মরণ করে। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলঃ তাহলে তারা কারা? তিনি জবাব দিলেনঃ তারা কেবল আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকীর বর্ণনায়ঃ নাফে’ বর্ণনা করেনঃ ‘আব্দুল্লাহ বিন ‘উমার খাশবিয়্যাহ্‌ ও খারেজীদেরকেও সালাম করতেন, যারা কিনা যুদ্ধ করত। তিনি বলতেনঃ “যে বলবে, সলাতের দিকে আসো, আমি তার আহ্বানে সাড়া দেব। যে বলবে, কল্যাণের দিকে এসো, আমি তার আহ্বানেও সাড়া দেব। কিন্তু, কেউ যদি মুসলিম ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও তাদের সম্পদ লুণ্ঠনের আহ্বান করে, আমি তার আহ্বানে সাড়া দেব না”। [মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাঃ ৩৭৯৪২, সহীহ, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকীঃ ৫০৮৮, শায়খ যুবায়ের ‘আলী যাঈ *মাক্কালাত*-১ এ সনদটিকে সহীহ বলেছেন]

২৫. ‘আম্মার বিন ইয়াসির (রা) বর্ণনা করেনঃ আমি যিল ‘আশীরাহ্‌র যুদ্ধে ‘আলী (রা) বিন আবী তালিবের সঙ্গী ছিলাম। আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেখানে এসে অবস্থান করলেন। এমতাবস্থায় আমরা বানী মাদলিজের কিছু লোককে দেখতে পেলাম, যারা খেজুর বাগানে কাজ করছিলেন। কাজেই, ‘আলী এবং আমি সেখানে গেলাম এবং কিছুক্ষণ তাদেরকে কাজ করতে দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। তারপর, আমাদের ঘুম পেয়ে গেল এবং আমরা ছোট খেজুরের গাছের নিচে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। আমাদেরকে জাগিয়ে তুললেন স্বয়ং আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার পায়ের আওয়াজ দিয়ে আর আমরা ধুলামলিন হয়ে উঠলাম। আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ হে আবু তুরাব! ঘুম থেকে ওঠো! অতঃপর তিনি প্রশ্ন করলেনঃ “আমি কি তোমাদের দুইজনকে সর্বাধিক অভিশপ্ত দুই ব্যক্তির ব্যাপারে জানিয়ে দেব না?” আমরা বললামঃ অবশ্যই! হে আল্লাহ্‌র রসূল। তিনি বললেনঃ “ক্বওমে ছামুদের আহমীর নামক ব্যক্তি, যে উটনী হত্যা করেছিল, আর হে ‘আলী! যে ব্যক্তি তোমার মাথায় তরবারি দ্বারা আঘাত করবে এবং তোমার দাড়ি সেই রক্তে রঙ্গিন করবে”। [আল মুসতাদরাক লিক হাকিমঃ ৪৬৭৯, ইমাম হাকিম ও যাহাবী বলেনঃ সনদটি মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ, আস সিলসিলাতুস সহীহাহঃ ১৭৪৩, সুনানুন নাসাঈ আল কুবরাঃ ৮৫৩৮, শায়খ গোলাম মোস্তফা জহীর *খাছায়েছে আলী* তে হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন]

আল্লাহর রসুল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার ইন্তিকালের এক মাস পূর্বে ভবিষ্যতের শাসকদের জুলমের ব্যাপারে গায়েবী সংবাদ দিয়েছেন।

২৬. উকবাহ ইবনু ‘আমির (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আট বছর পর নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উহূদের শহীদদের জন্য (কবরস্থানে) এমনভাবে দু’আ করলেন যেমন কোন বিদায় গ্রহণকারী জীবিত ও মৃতদের জন্য দু’আ করেন। তারপর তিনি (ফিরে এসে) মিম্বারে উঠে বললেন, আমি তোমাদের অগ্রে

প্রেরিত এবং আমি তোমাদের সাক্ষীদাতা। এরপর (কাউসার) হাউযের ধারে তোমাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটবে। আমার এ স্থান থেকেই আমি হাউয দেখতে পাচ্ছি। তোমরা শিরকে জড়িয়ে যাবে আমি এ ভয় করি না। তবে আমার আশঙ্কা হয় যে, তোমরা দুনিয়ায় সুখ-শান্তি লাভে প্রতিযোগিতা করবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমর এ দর্শনই ছিল রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে শেষবারের মতো দর্শন। মুসলিমের বর্ণনায়: উকবাহ্ ইবনু 'আমির (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, (একদিন) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উহুদের শহীদগণের জন্য সলাত আদায় করলেন তারপর মিম্বারে চড়ে জীবিতদের ও মৃতদের বিদায় দানকারীর মতো বলেনঃ আমি হাওযের দিকে তোমাদের অগ্রগামী। আর জেনে রাখো! তার প্রস্থ যেমন 'আয়লা' হতে 'জুহ্ফা'র ব্যবধান। আমি তোমাদের সম্বন্ধে ভয় করি না যে, তোমরা আমার পরে শির্কে লিপ্ত হবে। তবে, আমি তোমাদের সম্বন্ধে দুনিয়াকে ভয় করি যে, তা অর্জনের প্রতিযোগিতায় তোমরা জড়িয়ে পড়বে এবং হানাহানি করবে; ফলে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। যেমন, তোমাদের পূর্ববর্তীরা ধ্বংস হয়েছে। 'উক্বাহ্ (রাঃ) বলেন, এ ছিল মিম্বারের উপরে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আমার সর্বশেষ দেখা। [সহিহ বুখারী: ৪০৪২, সহিহ মুসলিম: ৫৯৭৭]

২৭. ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ মুসলিমরা আবূ সুফইয়ানের প্রতি দুষ্টি দিতেন না এবং তাঁর সাথে উঠা-বসা করতেন না। তখন তিনি রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বললেন, হে আল্লাহর নাবী! তিনটি জিনিস আমাকে দিন। তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি (আবূ সুফইয়ান) বললেন আমার নিকট আরবের সবচেয়ে উত্তম ও সুন্দরী উম্মু হাবীবাহ বিনতু আবূ সুফইয়ান(রাঃ) আছে তাকে আমি আপনার সাথে বিবাহ দিব। রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন হ্যাঁ। আবূ সুফইয়ান (রাঃ)পুনরায় বললেন, আমার পুত্র মু'আবিয়াহকে আপনি ওয়াহী লেখক নিযুক্ত করুন। রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন হ্যাঁ। আবূ সূফইয়ান (রাঃ) বললেন আমাকে কাফিরদের বিপক্ষে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিন, যেমন আমি (ইসলাম গ্রহণের পূর্বে) মুসলিমদের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করেছিলাম। তিনি বললেন আচ্ছা। আবূ যুমায়ল (রাঃ) বলেন, যদি তিনি এসব ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট আবেদন না করতেন তাহলে তিনি তা দিতেন না। কারণ, তাঁর নিকট চাওয়া হলে তিনি হ্যাঁ বলতেন। সহীহ মুসলিমের অপর বর্ণনায়: 'আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস বর্ণনা করেন, আমি বাচ্চাদের সাথে খেলছিলাম। যখন আল্লাহর নবী আসলেন, আমি দরজার আড়ালে লুকিয়ে পড়লাম। তিনি আসলেন এবং আমার পিঠে টোকা দিয়ে বললেন, "যাও, মু'আবিয়াহ কে আমার কাছে নিয়ে এসো।" 'আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস বলেন, আমি গেলাম এবং (ফিরে এসে) বললাম যে তিনি খাচ্ছেন। তিনি আবার বললেন, "যাও এবং মু'আবিয়াহ কে আমার কাছে নিয়ে এসো।" আমি আবার গেলাম এবং ফিরে এসে বললাম যে তিনি খাচ্ছেন। তখন তিনি বললেন, "আল্লাহ যেন কখনও তার পেট না ভরেন।" দালাইলুন নুবুওয়্যাহ এর বর্ণনায়: 'আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস বর্ণনা করেন, আমি বাচ্চাদের সাথে খেলছিলাম। এমতাবস্থায় আল্লাহর নবী আসলেন এবং আমি ভাবলাম তিনি আমার কাছে এসেছেন, কাজেই আমি লুকিয়ে পড়লাম। কিন্তু, তিনি আমাকে হালকা ভাবে টোকা দিলেন এবং বললেন: "যাও এবং মু'আবিয়াহ কে আমার কাছে নিয়ে এসো" এবং তিনি ওহী লিখতেন। আমি তার কাছে গেলাম এবং একথা তাকে বললাম।

আমাকে বলা হল যে তিনি খাচ্ছেন। আমি ফিরে আসলাম এবং তাকে খবরটা জানালাম। তিনি আবার বললেন: "যাও এবং মু'আবিয়াহ কে আমার নিকত নিয়ে এসো।" আমি আবার গেলাম এবং একই উত্তর পেলাম যে তিনি খাচ্ছেন। আমি আবার তাকে একই কথাগুলো বললাম। তিনি তৃতীয়বারের মত বললেন: "মহান আল্লাহ কখনও তার পেট না ভরান"। হাদিসের বর্ণনাকারী আবু হামযা বর্ণনা করেন: "তার পেট কখনও ভরে নি"। অতঃপর ইমাম বায়হাকী লিখেছেন: "বর্ণনাকারীর কথাগুলো প্রমাণ করে যে আল্লাহর নবী র দু'আ কবুল হয়েছিল" [সহিহ মুসলিম: ৬৪০৯, ৬৬২৮, দালাইলুন নুবুওয়্যাহ বায়হাকি: ২৫০৬, শায়খ যুবায়ের আলী যাঈ তার তাওযীহুল আহকাম ২য় খন্ড এবং গোলাম মোস্তফা জহির তার সুন্নাহ-৪৯ এ হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন]

নোট: ...

২৮. 'আবদুর রহমান ইবনু 'আবদ রাব্বিল কা'বা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আমি একদা মসজিদে প্রবেশ করলাম। তখন আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনু 'আস (রাঃ) কা'বার ছায়ায় বসেছিলেন। লোকজন তাকে চারপাশ থেকে ঘিরেছিল। আমি তাদের নিকট গেলাম এবং তাঁর পাশেই বসে পড়লাম। তখন তিনি বললেন, কোন সফরে আমরা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে ছিলাম। আমরা একটি অবস্থান গ্রহণ করলাম। আমাদের মধ্যেকার কেউ তখন তার তাঁবু ঠিকঠাক করছিল, কেউ তীর ছুঁড়ছিল, কেউ তার পশুপাল দেখাশুনা করছিল। এমন সময় রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নকীব হাঁক দিল নামাযের ব্যবস্থা প্রস্তুত! তখন আমরা গিয়ে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পাশে মিলিত হলাম। তিনি বললেন, আমার পূর্বে এমন কোন নবী অতিবাহিত হননি যাঁর উপর এ দায়িত্ব বর্তায়নি যে, তিনি তাদের জন্য যে মঙ্গলজনক ব্যাপার জানতে পেরেছেন তা উম্মাতদেরকে নির্দেশনা দেননি এবং তিনি তার জন্য যে অনিষ্টকর ব্যাপার জানতে পেরেছেন, সে বিষয়ে তাদেরকে সাবধান করেননি। আর তোমাদের এ উম্মাত (উম্মাতে মুহাম্মাদ)-এর প্রথম অংশে তার কল্যাণ নিহিত এবং এর শেষ অংশ অচিরেই নানাবিধ পরীক্ষা ও বিপর্যয়ের এবং এমন সব ব্যাপারের সম্মুখীন হবে, যা তোমাদের নিকট অপছন্দনীয় হবে। এমন সব বিপর্যয় একাদিক্রমে আসতে থাকবে যে , একটি অপরটিকে ছোট প্রতিপন্ন করবে। একটি বিপর্যয় আসবে তখন মু'মিন ব্যক্তি বলবে – এটা আমার জন্য ধ্বংসাত্মক, তারপর যখন তা দূর হয়ে অপর বিপর্যয়টি আসবে তখন মুমিন ব্যক্তি বলবে, আমি তো শেষ হয়ে যাচ্ছি ইত্যাদি। সুতরাং যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে দূরে থাকতে চায় এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে চায় –তার মৃত্যু যেন এমন অবস্থায় আসে যে, সে আল্লাহ্ ও আখিরাতের দিবসের প্রতি ঈমান রাখে এবং সে যেন মানুষের সাথে এমনি আচরণ করে যে আচরণ সে নিজের জন্য পছন্দ করে। আর যে ব্যক্তি কোন ইমাম (বা নেতার) হাতে বাই'আত হয় –আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে তার হাতে হাত দিয়ে এবং অন্তরে সে ইচ্ছা পোষণ করে, তবে সে যেন সাধ্যনুসারে তার অনুগত্য করে যায়। তারপর যদি অপর কেউ তার সাথে (নেতৃত্ব লাভের অভিলাষে) ঝগড়ায় প্রবৃত্ত হয় তবে ঐ পরবর্তী জনের গর্দান উড়িয়ে দেবে। (রাবী বলেন) তখন আমি তাঁর নিকটে ঘেঁষলাম এবং তাঁকে বললাম, আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বলছি সত্যিই আপনি (নিজ কানে) কি তা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট থেকে শুনেছেন? তখন তিনি তাঁর দু'কান ও অন্তঃকরণের দিকে দু'হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন, আমার দু'কান তা

শুনেছে এবং আমার অন্তঃকরণ তা সংরক্ষণ করেছে। তখন আমি তাঁকে লক্ষ্য করে বললাম, ঐ যে আপনার চাচাতো ভাই মু'আবিয়্যাহ (আল্লাহ্ তার প্রতি সন্তুষ্ট হন) তিনি আমাদেরকে আদেশ দেন যেন আমরা আমাদের পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করি আর নিজেদের মধ্যে পরস্পরে হানাহানি করি অথচ আল্লাহ্ বলেছেন, *"হে মুমিনগণ ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না, ব্যবসার মাধ্যমে পারস্পরিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে ব্যতীত এবং তোমরা পরস্পরে হানাহানি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান" –(সূরা আন নিসা ৪: ২৯)*। রাবী বলেন, তখন তিনি কিছুক্ষণের জন্য চুপ থাকলেন। তারপর বললেন, আল্লাহ্র অনুগত্যের ব্যাপারসমূহে তুমি তার আনুগত্য করবে এবং আল্লাহ্র অবাধ্যতার বিষয়গুলোতে তার অবাধ্যতা করবে। [সহিহ মুসলিম: ৪৭৭৬]

২৯. 'আব্দুল্লাহ বিন বুরাইদাহ হতে বর্ণিত, আমি একদা মুয়াবিয়ার দরবারে আমার বাব বুরাইদাহ্র সাথে প্রবেশ করলাম, তখন মুয়াবিয়াহ আমাদেরকে একটি গালিচায় বসালেন। অতঃপর, আমাদের নিকট খাদ্য পরিবেশন করা হল এবং আমরা তা গ্রহণ করলাম। এরপর, আমাদের সামনে এক পানীয় পরিবেশন করা হল, যা মুয়াবিয়াহ নিজে পান করলেন এবং আমার বাবাকে দিলেন। এমতাবস্থায় তিনি বললেনঃ "আমি আল্লাহ্র রসূল(সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিষেধাজ্ঞার পর এই পানীয় পান করি নি।" অতঃপর, মু'য়াবিয়াহ্ বললেনঃ আমি ক্বুরাইশদের ভেতর সবচেয়ে সুন্দর দাঁতবিশিষ্ট মানুষ ছিলাম আর আমি আমার যৌবনে দুধ ও গল্প বর্ণনাকারীর চেয়ে অন্য কিছুকে বেশি উপভোগ করিনি [মুসনাদ আহমাদঃ ২২৯৯১ (৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৪৭), শায়খ যুবায়ের 'আলী যাঈ এবং শু'আইব আরনাউত সনদটিকে সহীহ বলেছেন]

৩০. আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় আমরা ছোট, বড়, স্বাধীন, ক্রীতদাস- প্রত্যেকের পক্ষ থেকে এক সা' খাদ্য (অর্থাৎ গম) বা এক সা' পনির, বা এক সা' যব বা এক সা' খেজুর বা এক সা' শুষ্ক আঙ্গুর ফিত্রা হিসেবে বের করতাম। আমরা এভাবেই ফিত্রা আদায় করে আসছিলাম। শেষ পর্যন্ত যখন মু'আবিয়াহ্ (রাঃ) হাজ্জ বা 'উমরার উদ্দেশে আমাদের মাঝে গমন করলেন, তিনি লোকদের উদ্দেশে ওয়ায করলেন এবং বললেনঃ আমি জানি যে, সিরিয়ার দু' মুদ্দ লাল গম এক সা' খেজুরের সমান। সুতরাং লোকেরা তার এ অভিমত গ্রহণ করল। আবূ সা'ঈদ বলেন, কিন্তু আমি যতদিন জীবিত থাকব ততদিন পূর্বের ন্যায় যে পরিমাণে ও যে নিয়মে দিচ্ছিলাম সেভাবেই দিতে থাকব। [সহিহ মুসলিম: ২২৮৪]

৩১. আবু কিলাবাহ্ (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আমি সিরিয়ায় এক মাজলিসে উপস্থিত ছিলাম। তথায় মুসলিম ইবনু ইয়াসারও ছিলেন। এমন সময় আবুল আশ'আসের আগমন হলো। তাঁরা বলল, আবুল আশ'আস, আমিও বললাম, আবুল আশ'আস (এসেছেন)। অতঃপর তিনি বসলেন। আমি তাঁকে বললাম, আমাদের ভাইদের কাছে 'উবাদাহ্ ইবনু সামিত (রাঃ)-এর হাদীসটি শোনান। তিনি বললেন, আচ্ছা আমরা একবার এক যুদ্ধে অবতীর্ণ হই। মু'আবিয়াহ্ (রাঃ) ছিলেন সেনাপতি। প্রচুর পরিমাণ গনীমাত আমাদের হাতে। আমাদের এ গনীমাতের মধ্যে রুপার একটা পাত্রও ছিল। মু'আবিয়াহ্ (রাঃ) সেটা লোকদের বেতন-ভাতার বিনিময়ে বিক্রি

করার জন্যে একজনকে আদেশ দান করেন। লোকেরা সবাই এ ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করল। ‘উবাদাহ্ ইবনু সামিত (রাঃ)-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি দণ্ডায়মান হন এবং বলেন আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে নিষেধ করতে শুনেছি- স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিমিয়ে খেজুর ও লবণের বিনিময়ে লবণ বিক্রি করতে, পরিমাণে সমান সমান ও নগদ নগদ ছাড়া। যে অতিরিক্ত দিবে বা অতিরিক্ত গ্রহণ করবে সে সুদের কাজ-কারবার করল। এরপর লোকজন যা কিছু নিয়েছিল তা ফেরত দিলো এবং মু’আবিয়াহ্ (রাঃ)-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছে দিলো। তিনি ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, মানুষের একী অবস্থা হল, তাঁরা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে এমন বহু হাদীস বর্ণনা করেন যা আমরা তাঁর থেকে শুনিনি অথচ আমরা তাঁর নিকট উপস্থিত থাকতাম এবং তাঁরই নৈকট্য পেতাম। এরপর ‘উবাদাহ (রাঃ) দাঁড়ালেন এবং বর্ণনার পুনরাবৃত্তি করে বললেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে যা কিছু শুনেছি তা অবশ্যই বর্ণনা করব, যদিও মু’আবিয়াহ্ (রাঃ) তা অপছন্দ করেন অথবা বলেছেন যে, যদিও মু’আবিয়াহ্ তাতে দুঃখিত হন। এতে আমার কিছু আসে যায় না, তাঁর বাহিনীতে এক কালো রাত্র না থাকি।হাম্মাদ (রহঃ) বলেন, তিনি এ কথাই বলেছেন কিংবা এর অনুরূপ কিছু। [সহিহ মুসলিম: ৪০৬১]

চার খলিফার গুণসমূহের বর্ণনা, ‘আলীর (আ) ওপর কখন ও কার দ্বারা লা’নতের ধারা জারি হয়

৩২. যাইদ ইবনু আরক্বাম (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, সর্বপ্রথম ‘আলী (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেছেন। সুনানুন নাসাঈর বর্ণনায়ঃ “আল্লাহ্‌র রসূলের(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে প্রথম সালাত আদায়কারী ব্যক্তি হলেন ‘আলী ইবনু আবী তালিব(আ)”। সুনানুন নাসাঈর অপর বর্ণনায়ঃ “আল্লাহ্‌র রসূলের(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে প্রথম ইসলাম কবুলকারী ব্যক্তি হলেন ‘আলী ইবনু আবী তালিব(আ)”। মুসতাদরাক লিল হাকিমের বর্ণনায়ঃ “নিশ্চয়ই প্রথম ইসলাম কবুলকারী ব্যক্তি হলেন ‘আলী ইবনু আবী তালিব(আ)”। মুসতাদরাক লিল হাকিমের অপর বর্ণনায়ঃ ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল বলতেনঃ “আল্লাহ্‌র রসূলের(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীদের ভেতর ‘আলী(আ)-এর মত ফযিলত আর কারও নেই” [জামে’ আত-তিরমিজি: ৩৭৩৫, শায়খ যুবায়ের এবং আলবানী হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন। সুনানুন নাসাঈ আল কুবরাঃ ৮৩৯, ৮৩৯২, শায়খ গোলাম মোস্তফা যহীর *খাছায়েছে ‘আলী* তে হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন। মুস্তাদরাক লিল হাকিমঃ ৪৬৬৩, ইমাম হাকিম ও যাহাবী হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন, ৪৫৭২, শায়খ যুবায়ের ‘আলী যাঈ *ফাযায়েলে সাহাবায়* হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।]

৩৩. ইয়াযীদ ইবনু হাইয়্যান (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আমি, হুসায়ন ইবনু সাবরাহ্ এবং ‘উমার ইবনু মুসলিম- আমরা যায়দ ইবনু আকরাম (রাঃ)-এর কাছে গেলাম। যখন আমরা তাঁর নিকট বসি তখন হুসায়ন (রাঃ) তাকে বললেন, হে যায়দ! আপনি তো অনেক কল্যাণ লক্ষ্য করেছেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দেখেছেন, তাঁর হাদীস শ্রবণ করেছেন, তাঁর সাথে থেকে যুদ্ধ করেছেন এবং তাঁর পেছনে সলাত আদায় করেছেন। আপনি অনেক কল্যাণ অর্জন করেছেন, যে যায়দ! আপনি রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে যা শ্রবণ করেছেন তা আমাদের বলূন। যায়দ (রাঃ) বললেন, ভাতুষ্পুত্র আমার বয়স বেড়েছে, আমি পুরনো যুগের মানুষ। অতএব রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট হতে যা আমি সংরক্ষণ করেছিলাম এর কিয়দংশ ভুলে গেছি। তাই আমি যা বলি তা গ্রহণ করো আর আমি যা না বলি সে সম্বন্ধে আমাকে কষ্ট দিও না। এরপর তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন মাক্কাহ্ ও মাদীনার মাঝামাঝি ‘খুম্ম’ নামক স্থানে দাঁড়িয়ে আমাদের সামনে বক্তৃতা দিলেন। আল্লাহর প্রশংসা ও সানা বর্ণনা শেষে ওয়ায-নাসীহাত করলেন। অতঃপর বললেন, হুঁশিয়ার, হে লোক সকল! আমি একজন মানুষ, অতি সত্ত্বরই আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ফেরেশ্তা আসবে, আর আমিও তাঁর আহ্বানে সাড়া দিব। আমি তোমাদের নিকট ভারী দু’টো জিনিস রেখে যাচ্ছি। এর প্রথমটি হলো আল্লাহর কিতাব। এতে হিদায়াত এবং আলোকবর্তিকা আছে। অতএব তোমরা আল্লাহর কিতাবকে অনুসরণ করো, একে শক্ত করে আঁকড়ে রাখো। তারপর তিনি কুরআনের প্রতি উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিলেন। এরপর বলেন, আর দ্বিতীয়টি হলো আমার আহলে বায়ত। আর আমি আহলে বায়তের বিষয়ে তোমাদের আল্লাহর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি। আহলে বায়তের ব্যাপারে তোমাদের আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আহলে বায়াতের বিষয়ে তোমাদের আল্লাহর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি। হুসায়ন (রাঃ) বললেন, রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আহলে বায়ত কারা, হে যায়দ? রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিবিগণ কি আহলে বায়তের অধিভূক্ত নন? যায়দ (রাঃ) বললেন, বিবিগণও আহলে বায়তের অন্তর্ভূক্ত; কিন্তু আহলে বায়ত তাঁরাই তাঁর (মৃত্যুর) পর যাঁদের উপর যাকাত নেয়া নিষিদ্ধ। হুসায়ন (রাঃ) বললেন, এসব লোক কারা? যায়দ (রাঃ) বললেন, এরা আলী, আকীল, জা’ফার ও আব্বাস (রাঃ)-এর পরিবার-পরিজনেরা। হুসায়ন (রাঃ) বললেন, এদের সবা জন্য যাকাত গ্রহণ নাজায়িয? যায়দ (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ। অপর বর্ণনায়ঃ যায়দ ইবনু আরকাম (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আমরা তাঁর নিকট গিয়ে বললাম, আপনি তো অনেক কল্যাণ লক্ষ্য করেছেন, আপনি রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পাশে ছিলেন, তাঁর পেছনে সালাত আদায় করেছেন। তারপর আবূ হাইয়্যানের হাদীসের অবিকল হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু এ হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: সাবধান! আমি তোমাদের মাঝে দু’টো ভারী জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি। তন্মধ্য থেকে একটি আল্লাহর কিতাব এটি আল্লাহর রশি, যে এর অনুসরণ করবে হিদায়াতের উপর থাকবে আর যে একে ছেড়ে দেবে সে পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত হবে। এ বর্ণনায় আরো আছে যে, আমরা বললাম, রসূলের আহলে বায়তের মাঝে কি তাঁর বিবিরা সংযুক্ত রয়েছেন? যায়দ (রাঃ) বললেন, আল্লাহর কসম! স্ত্রীরা একটা সময় পুরুষদের সাথে থাকে, তারপর তাঁকে স্বামী তালাক দিলে সে তার পিতা এবং গোষ্ঠীর নিকট ফিরে যায়। আহলে বায়ত হলো রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মূল বংশ এবং তাঁর স্বগোত্রীয়রা, যাঁদের

জন্য নবীর ইন্তিকালের পর যাকাত গ্রহণ নিষিদ্ধ। তিরমিজীর বর্ণনায়ঃ আবু সারীহাহ্ অথবা যাইদ ইবনু আরক্বাম (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আমি যার মাওলা (বন্ধু), 'আলীও তার মাওলা। ইবনু আবী আসেমের 'আস সুন্নাহ'-এর বর্ণনায়ঃ 'আলী ইবনু আবী তালিব(আ) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) *গাদিরে খুমে* 'আলী ইবনু আবী তালিব(আ)-এর হাত ধরে তুলে দাঁড়িয়ে একটি খুৎবা দান করলেনঃ "হে লোকসকল! তোমরা কি সাক্ষ্য দাও যে আল্লাহ্ তোমাদের পালনকর্তা?" সকলে বলল, "কেন নয়!"। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কি সাক্ষ্য দাও যে তোমাদের ওপর আল্লাহ্ ও রাসূলের হক্ব তোমাদের জীবনের চেয়ে বেশি?" সকলে বলল, "কেন নয়!"। অতঃপর তিনি বললেন, "তাহলে, আমি যার মাওলা (বন্ধু), 'আলীও তার মাওলা"। সুনানুন নাসাঈ আল কুবরার বর্ণনায়ঃ আবূ তুফাইল আমির বিন ওয়াসলা বর্ণনা করেন যে 'আলী ইবনু আবী তালিব(আ) লোকজনকে এক প্রান্তরে সমবেত করে বলেন, "আমি আল্লাহর ওয়াস্তে প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করছি, কে কে রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে *গাদিরে খুমের* হাদিস বর্ণনা করতে শুনেছে?" অনেক সাহাবী দাড়িয়ে গিয়ে সাক্ষ্য দিলেন যে আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) *গাদিরে খুমের* দিন বলেছেনঃ "তোমরা জান যে, মুমিনদের ওপর আমি তাদের নিজেরদের চেয়ে বেশি অধিকার রাখি"। একথা বলার সময় তিনি 'আলী ইবনু আবী তালিবের হাত ধরেন এবং আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ "আমি যার মাওলা, 'আলীও তার মাওলা। হে আল্লাহ্, আপনি তাঁকে ভালবাসুন যারা তাঁকে ভালোবাসে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ রাখুন যারা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ রাখে।" আবূ তুফাইল আমির বিন ওয়াসলা বলেনঃ আমি সেখান থেকে চলে গেলাম, অতঃপর যাইদ বিন আরক্বামের সাথে সাক্ষাত করলাম এবং তাঁকে সব কিছু বললাম। তিনি বললেনঃ "তোমার কি এই ব্যাপারে সন্দেহ আছে? আমি স্বয়ং আল্লাহ্‌র রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এগুলো বলতে শুনেছি"। মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায়ঃ আবূ তুফাইল আমির বিন ওয়াসলা *(১১০ হিজরি – শেষ সাহাবী)* বর্ণনা করেন যে 'আলী ইবনু আবী তালিব(আ) লোকজনকে এক প্রান্তরে সমবেত করে বলেন, "আমি আল্লাহর ওয়াস্তে প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করছি, কে কে রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে *গাদিরে খুমের* হাদিস বর্ণনা করতে শুনেছে? তারা যেন তা বর্ণনা করে"। ৩০ জন দাড়িয়ে গিয়ে সাক্ষ্য দিলেন যে আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) *গাদিরে খুমের* দিন বলেছেনঃ "তোমরা জান যে, মুমিনদের ওপর আমি তাদের নিজেরদের চেয়ে বেশি অধিকার রাখি"। একথা বলার সময় তিনি 'আলী ইবনু আবী তালিবের হাত ধরেন এবং আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ "আমি যার মাওলা, 'আলীও তার মাওলা। হে আল্লাহ্, আপনি তাঁকে ভালবাসুন যারা তাঁকে ভালোবাসে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ রাখুন যারা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ রাখে।" আবূ তুফাইল আমির বিন ওয়াসলা বলেনঃ আমি সেখান থেকে চলে গেলাম, অতঃপর যাইদ বিন আরক্বামের সাথে সাক্ষাত করলাম এবং তাঁকে সব কিছু বললাম। তিনি বললেনঃ "তোমার কি এই ব্যাপারে সন্দেহ আছে? আমি স্বয়ং আল্লাহ্‌র রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এগুলো বলতে শুনেছি"। মুসতাদরাক লিল হাকিমের বর্ণনায়ঃ যাইদ বিন আরক্বাম আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেনঃ "আমি তোমাদের কাছে দুটি ভারী বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি, আল্লাহ্‌র কিতাব ও আমার পরিবার। নিশ্চয়ই, দুইটি বস্তু একে অপরের থেকে

পৃথক হবে না, যতক্ষণ না তাঁরা আমার সাথে হাউযে কাওসারে সাক্ষাৎ করে"। অপর বর্ণনায়ঃ আবূ ছাবিত, আবু যার গিফারীর দাস বর্ণনা করেন, "আমি জামালের যুদ্ধে 'আলীর (রা) সাথে ছিলাম। পরে, যখন আম্মা 'আঈশা কে দেখলাম, আমার অন্তরে কিছু ঢুকে পড়ল, যা কিছু মানুষের অন্তরেও ঢুকের পড়েছিল *যুহরের* সলাতের সময়। সুতরাং, আমি আমীরুল মুমিনীনের পক্ষে যুদ্ধ চালিয়ে গেলাম। যখন আমি একটু অবসর পেলাম, আমি আম্মা উম্মু সালামার (রা) কাছে গিয়ে বল্লামঃ আমি খাবারে জন্য আসি নি, বরং আমার পরিচয় হল, আমি আবু যার গিফারীর দাস"। তিনি বললেনঃ "স্বাগতম"। অতঃপর, আমি তাঁকে আমার ঘটনা শুনালাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ "কখন তোমার হৃদয় ওড়া শুরু করল?" আমি বললামঃ "আল্লাহ্ আমার অন্তরকে সুর্যাস্তের সময় স্বস্তি দিয়েছেন, কাজেই তা খাপ খাইয়ে নীল"। উম্ম সালামা বলেনঃ "চমৎকার! আমি আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে স্বয়ং বলতে শুনেছিঃ *'আলী আছে ক্বুরআনের সাথে, ক্বুরআন আছে 'আলীর সাথে। নিশ্চয়ই, দুইটি বস্তু একে অপরের থেকে পৃথক হবে না, যতক্ষণ না তারা আমার সাথে হাউযে কাওসারে সাক্ষাৎ করে'*। [সহিহ মুসলিম: ৬২২৫ ও ৬২২৮, জামি' তিরমিজীঃ ৩৭১৩, আস সুন্নাহ ইবনু আবী আসেমঃ ১১৫৮, সুনানুন নাসাঈ আল কুবরাঃ ৮৪৭৮, মুসনাদ আহমাদঃ ১৯৩২১ (৪র্থ খন্ড, ৩৭০ পৃষ্ঠা), যুবাইর 'আলী যাঈ, আলবানী, শু'আইব আরনাউৎ সনদটিকে সহীহ বলেছেন, মুসতাদরাক লিল হাকিমঃ ৪৭১১, ৪৬২৮, ইমাম হাকিম ও যাহাবী বলেনঃ সনদটি বুখারী মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ]

৩৪. সাহল ইব্নু সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আমি আগামীকাল এমন এক ব্যক্তিকে পতাকা দিব যাঁর হাতে আল্লাহ্ বিজয় দান করবেন। রাবী বলেন, তারা এই আগ্রহ ভরে রাত্রি যাপন করলেন যে, কাকে এ পতাকা দেয়া হবে। যখন ভোর হল তখন সকলেই আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) –এর নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাদেরর প্রত্যেকেই এ আশা করছিলেন যে পতাকা তাকে দেয়া হবে। অতঃপর তিনি বললেন, 'আলী ইব্নু আবু তালিব কোথায়? তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! তিনি চক্ষু রোগে আক্রান্ত। তিনি বললেন, কাউকে পাঠিয়ে তাকে আমার নিকট নিয়ে এস। যখন তিনি এলেন, তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর দু'চোখে থুথু লাগিয়ে দিলেন এবং তাঁর জন্য দু'আও করলেন। এতে তিনি এমন সুস্থ হয়ে গেলেন যেন তাঁর চোখে কোন রোগই ছিল না। রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে পতাকাটি দিলেন। 'আলী (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! তারা যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মত না হয়ে যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি কি তাদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাব। তিনি বললেন, তুমি সোজা এগিয়ে যেতে থাক এবং তাদের আঙ্গিণায় পৌঁছে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের দা'ওয়াত দাও। তাদের উপর আল্লাহ্র যে দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে তাও তাদেরকে জানিয়ে দাও। আল্লাহর কসম, তোমার দ্বারা যদি একটি মানুষও হিদায়াত লাভ করে, তা হবে তোমার জন্য লাল রং এর উট পাওয়ার চেয়েও উত্তম। মুসলিমের বর্ণনায়ঃ আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খাইবারের দিন বললেনঃনিশ্চয়ই আমি ঐ লোকের হাতে পতাকা তুলে দিবো, যে লোক আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসে। তাঁর হাতেই আল্লাহ তা'আলা বিজয় দেবেন। 'উমার (রাঃ) বলেন, শুধু ঐ দিনটি ব্যতীত আমি কখনো নেতৃত্ব লাভে আশা করিনি। এ প্রত্যাশা নিয়ে আমি রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু

‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট গেলাম, হয়ত এ কাজের জন্য আমাকে ডাকা হতে পারে। রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আলী ইবনু আবূ তালিবকে ডেকে তাঁর হাতে পতাকা দিলেন এবং বললেনঃঅগ্রসহ হও, এদিক-ওদিক দৃষ্টি দিও না যতক্ষণ আল্লাহ তোমাকে বিজয় দেন। অতঃপর আলী (রাঃ) সামান্য অগ্রসর হয়ে থামলেন, এদিক-সেদিন দেখেনটি। এরপর চিৎকার করে বললেনঃহে আল্লাহর রসূল! কোন্ কথার উপর আমি লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করব। রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃতাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাও যে পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে আর কোন ইলাহ্ নেই, আর নিঃসন্দেহে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রসূল। যখনই তারা এ সাক্ষ্য প্রদান করবে তখনই তারা তাদের প্রাণ ও ধন-মাল তোমার হাত হতে মুক্ত করে ফেলবে। তবে কোন প্রাপ্য অধিকারের প্রশ্নে মুক্ত হবে না। আর তাদের হিসাব আল্লাহর নিকট। [সহিহ বুখারী: ৩৭০১, সহীহ মুসলিম: ৬২২২, ৬২২৩]

৩৫. মুস’আব ইবনু সা’দ তাঁর পিতা (আবূ ওয়াক্কাস) (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাবূক যুদ্ধাভিযানে রওয়ানা হন। আর ‘আলী (রাঃ)-কে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত করেন। ‘আলী (রাঃ) বলেন, আপনি কি আমাকে শিশু ও মহিলাদের মধ্যে ছেড়ে যাচ্ছেন। নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তুমি কি এ কথায় রাযী নও যে, তুমি আমার কাছে সে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হারূন যে মর্যাদায় মূসার কাছে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে [হারূন (আঃ) নবী ছিলেন আর] আমার পরে কোন নবী নেই। মুসলিমের বর্ণনায়ঃ সা’দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ‘আলী (রাঃ)-কে বলেছেন: তুমি আমার কাছে তেমন যেমন মূসা (আঃ)-এর কাছে হারূন। তবে আমার পর আর কোন নবী আসবেন না। সা’ঈদ (রহঃ) বলেন, আমি মনে করলাম যে, হাদীসটি প্রত্যক্ষভাবে সা’দ (রাঃ) হতে শ্রবণ করি। অতএব আমি সা’দের সঙ্গে একত্রিত হলাম এবং ‘আমির আমাকে যা বলেছে আমি তাকে বললাম। তিনি বলেলেন, আমি একথা শুনেছি। আমি বললাম, আপনি কি এ কথা শুনেছেন? তিনি দু’কানে দু’টো আঙ্গুল ঢুকিয়ে বললেন, হ্যাঁ শুনেছি, না শুনে থাকলে এ কান দু’টো বধির হয়ে যাবে। [সহিহ বুখারী: ৪৪১৬, সহিহ মুসলিম: ৬২১৭ ও ৬২১৮]

৩৬. ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সকালে বের হলেন। তাঁর পরনে ছিল কালো নক্শী দ্বারা আবৃত একটি পশমী চাদর। হাসান ইবনু ‘আলী (রাঃ) এলেন, তিনি তাঁকে চাদরের ভেতর প্রবেশ করিয়ে নিলেন। হুসায়ন ইবনু ‘আলী (রাঃ) এলেন, তিনিও চাদরের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়লেন। ফাতিমা (রাঃ) এলেন, তাঁকেও ভেতরে ঢুকিয়ে ফেললেন। তারপর ‘আলী (রাঃ) এলেন তাঁকেও ভেতরে ঢুকিয়ে নিলেন। তারপরে বললেনঃহে আহলে বায়ত! *আল্লাহ তা’আলা তোমাদের হতে অপবিত্রতাকে দূরীভূত করে তোমাদের পবিত্র করতে চান- (আল আহযাব ৩৩:৩০)।* [সহীহ মুসলিম: ৬২৬১]

৩৭. আবূ সা’ঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আল্লাহ্র রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা আমার সাহাবীগণকে গালমন্দ কর না। তোমাদের কেউ যদি উহুদ পর্বত পরিমান সোনা

আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় কর, তবুও তাদের এক মুদ বা অর্ধ মুদ-এর সমপরিমাণ সওয়াব হবে না। জারীর আবদুল্লাহ ইবনু দাউদ, আবূ মু'আবিয়াহ ও মুহাযির (রহঃ) আ'মাশ (রহঃ) হতে হাদীস বর্ণনায় শুবা (রহঃ)-এর অনুসরণ করেছেন। মুসলিমের বর্ণনায়ঃ আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, একবার খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ ও 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ (রাঃ)-এর মাঝে (অপ্রীতিকর) একটা কিছু ঘটেছিল। তখন খালিদ (রাঃ) তাঁকে গাল-মন্দ করেন। তখন রসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বল্লেনঃ তোমরা আমার সহাবীদের কাউকে গাল-মন্দ করবে না। কারণ, তোমাদের কেউ যদি উহুদ পর্বতের সমতুল্য স্বর্ণ খরচ করে তবুও তাঁদের এক মুদ অথবা অর্ধ মুদের ন্যায় হবে না। [সহীহ বুখারী: ৩৬৭৩, মুসলিম: ৬৪৮৮]

৩৮. 'আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: তোমরা মৃতদের গালি দিও না। কারণ, তারা স্বীয় কর্মফল পর্যন্ত পৌছে গেছে। [সহিহ বুখারী: ১৩৯৩]

নোটঃ আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ মাখযুমী গোত্রের এক মহিলার ব্যাপারে কুরাইশ বংশের লোকদের খুব দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল যে চুরি করেছিল। সাহাবাগণ বললেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) - এর সঙ্গে কে কথা বলতে পারবে? আর রসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) - এর প্রিয় জন উসামাহ (রাঃ) ছাড়া এটা কেউ করতে পারবে না। তখন উসামাহ (রাঃ) রসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) - এর সঙ্গে কথা বললেন। এতে তিনি বললেনঃ তুমি আল্লাহ্‌র শাস্তির বিধানের ব্যাপারে সুপারিশ করছ? এরপর তিনি দাঁড়িয়ে খুৎবাহ দিলেন এবং বললেনঃ হে মানবমন্ডলী! নিশ্চয়ই তোমাদের আগের লোকেরা গুমরাহ হয়ে গিয়েছে। কারণ, কোন সম্মানী ব্যক্তি যখন চুরি করত তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন কোন দুর্বল লোক চুরি করত তখন তার উপর শরীয়াতের শাস্তি কায়েম করত। আল্লাহ্‌র কসম! মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) - এর কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করে তবে অবশ্যই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর হাত কেটে দেবে। তিরমিজীর বর্ণনায়ঃ সালিম ইবনু আবদুল্লাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজ্জের সঙ্গে একত্র করে *তামাত্তু* করা সম্পর্কে তিনি জনৈক সিরিয়াবাসী ব্যক্তিকে আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) এর কাছে প্রশ্ন করতে শুনেছেন। তখন আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) বললেন, তা করা বৈধ। সিরিয়াবাসী ব্যক্তিটি বলল, আপনার পিতা তো তা করতে নিষেধ করতেন। আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) বললেন, তুমি কি মনে কর, কোন বিষয় যদি আমার পিতা নিষেধ করেন আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা করে থাকেন তবে সেক্ষেত্রে কি আমার পিতার অনুসরণ করা হবে, না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ করা হবে? লোকটি বলল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাজেরই তো (অনুসরণ করা হবে)। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা *(তামাত্তু)* করেছেন। [সহিহ বুখারী: ৬৭৮৮, সহিহ মুসলিমঃ ৪৪১০, জামি' তিরমিজীঃ ৮২৪, শায়খ যুবায়ের 'আলী যাই ও আলবানী হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন]

৩৯. আবূ হাযিম (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, এক লোক সাহ্‌ল ইব্‌নু সা'দ (রাঃ)-এর নিকট হাযির হয়ে বললেন, মদীনার অমুক আমীর মিম্বরের নিকটে বসে 'আলী (রাঃ) সম্পর্কে অপ্রিয় কথা বলছে। তিনি বললেন,

সে কী বলছে? সে বলল, সে তাকে আবূ তুরাব (রাঃ) বলে উল্লেখ করছে। সাহ্‌ল (রাঃ) হেসে দিলেন এবং বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, তাঁর এ নাম নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রেখেছিলেন। এ নাম অপেক্ষা তাঁর নিকট বেশি প্রিয় আর কোন নাম ছিল না। আমি ঘটনাটি জানার জন্য সাহ্‌ল (রাঃ) –এর নিকট ইচ্ছে প্রকাশ করলাম এবং তাকে বললাম, হে আবূ ‘আব্বাস! এটা কিভাবে হয়েছিল। তিনি বললেন, ‘আলী (রাঃ) ফাতিমা (রাঃ) –এর নিকট গেলেন এবং কিছুক্ষণ পর ফিরে মাসজিদে শুয়ে রইলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এসে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার চাচাত ভাই কোথায়? তিনি বললেন, মাসজিদে। রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। পরে তিনি তাঁকে এমন অবস্থায় পেলেন যে তাঁর চাদর পিঠ হতে সরে গিয়েছে। তাঁর পিঠে ধূলা-বালি লেগে গেছে। রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর পিঠ হতে ধূলা-বালি ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, উঠে বস হে আবূ তুরাব! কথাটি দু’বার বলেছিলেন। মুসলিমের বর্ণনায়ঃ সাহ্‌ল ইবনু সা’দ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ মারওয়ানের বংশের এক লোক মাদীনার শাসনকর্তা নিয়োগপ্রাপ্ত হলো, সে সাহ্‌লকে ডেকে এনে আলী (রাঃ)-কে গালি দিতে বলল। সাহ্‌ল (রাঃ) অস্বীকৃতি জানালেন। শাসক লোকটি বলল, তুমি যদি গালি নাই দাও তবে অন্তত এটুকু বলো যে, আবূ তুরাবের উপর আল্লাহর লা’নত। সাহ্‌ল (রাঃ) বললেন, আলী (রাঃ)-এর নিকট কোন নামই এর চেয়ে বেশি পছন্দনীয় ছিল না। এ নামে ডাকলে তিনি আনন্দিত হতেন। সে লোক বলল, তাহলে আবূ তুরাব নাম হওয়ার কাহিনী বর্ণনা করো। তিনি বললেন যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফাতিমা (রাঃ)-এর গৃহে আসলেন; কেন্তু আলী (রাঃ)-কে গৃহে পেলেন না। ফাতিমা (রাঃ)-কে প্রশ্ন করলেন, তোমার চাচাত ভাই কোথায়? ফাতিমা (রাঃ) বললেন, তাঁর আর আমার মধ্যে একটা কিছু ঘটেছিল যার ফলে তিনি রাগ করে বের হয়ে গেছেন, আর তিনি আমার নিকট ঘুমাননি। তখন রসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক লোককে বললেন, দেখ তো, আলী কোথায়? লোকটি এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! তিনি মাসজিদে ঘুমিয়ে আছে। রসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর নিকট আসলেন। আলী (রাঃ) শুয়েছিলেন। তাঁর এক পাশের চাদর সরে গিয়েছিল, ফালে গায়ে মাটি স্পর্শ করেছিল। রসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাটি ঝাড়তে শুরু করলেন এবং বললেন, হে আবূ তুরাব! উঠো, হে আবূ তুরাব! উঠো। [সহীহ বুখারী: ৩৭০৩, মুসলিম: ৬২২৯]

৪০. সা’দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ মু’আবিয়াহ্‌ ইবনু আবূ সুফ্‌ইয়ান (রাঃ) সা’দ (রাঃ)-কে ‘আমির (প্রতিনিধি) নিযুক্ত করলেন এবং বললেন, আপনি ‘আলী (রাঃ)-কে কেন মন্দ বলেন না? সা’দ বললেন, রসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সম্বন্ধে যে তিনটি কথা বলেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তা আমি মনে রাখবো ততক্ষণ পর্যন্ত কখনও তাঁকে খারাপ বলব না। সেসব কথার মধ্য হতে একটিও যদি আমি লাভ করতে পারতাম তাহলে তা আমার জন্য লাল উটের চেয়েও অধিক কল্যাণকর হত। রসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ‘আলী (রাঃ)-এর উদ্দেশে বলতে শুনেছি- আলী (রাঃ)-কে কোন যুদ্ধের সময় প্রতিনিধি বানিয়ে রেখে গেলে তিনি বললেন, মহিলা ও শিশুদের মধ্যে আমাকে রেখে যাচ্ছেন, হে আল্লাহর রসূল? তখন রসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃতুমি কি এতে আনন্দবোধ করো না যে, আমার নিকট তোমার সম্মান মূসা (আঃ)-এর নিকট হারূন (আঃ)-এর মতো। এ কথা ভিন্ন যে, আমার পর আর কোন নবী

নেই। খাইবারের যুদ্ধের দিন রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আমি বলতে শুনেছি, আমি এমন এক লোককে পতাকা (ইসলামের ঝাণ্ডা) দেব যে আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ভালবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলও তাঁকে ভালবাসেন। এ কথা শুনে আমরা (অধির আগ্রহে) অপেক্ষা করতে থাকলাম। তখন তিনি বললেন, আলীকে ডাকো। আলী আসলেন, তাঁর চোখ (অসুখ হয়েছিল) উঠেছিল। রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর চোখে থুথু লাগিয়ে দিলেন এবং তাঁর হাতে পতাকা সবে দিলেন। অবশেষে আল্লাহ তাঁর হাতেই বিজয়মালা (পতাকা) তুলে দিলেন। আর যখন আয়াত: ‘চলো আমরা আমাদের এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততিকে ডাকি’- (সূরাহ্ আ-লি ‘ইমরান ৩: ৬১) অবতীর্ণ হলো, তখন রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ‘আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসায়ন (রাঃ)-কে ডাকলেন। তারপর বললেন, হে আল্লাহ! এরাই আমার পরিবার-পরিজন। সুনানুন নাসাঈ আল কুবরার বর্ণনায়ঃ মু’আবিয়াহ বিন আবী সুফিয়ান জিজ্ঞাসা করলেন সা’দ বিন আবী ওয়াক্কাস কেঃ আপনে আবূ তুরাবকে লা’নত করতে কিসে বাধা দিল? সা’দ উত্তর করলেনঃ “যতক্ষণ আমার স্মরণে তিনটি বিষয় আছে, যা আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহ ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ‘আলী বিন আবী তালিবের ব্যাপারে বলেছেন, আমি ‘আলীর ওপর কখনও লা’নত করব না। এমনকি তার ভেতর একটি বিষয় পাওয়াও আমার জন্য লাল উটের চেয়ে উত্তম”। অতঃপর, সা’দ বিন আবী ওয়াক্কাস বললেনঃ “আল্লাহ্‌র কসম! এই কথা শোনার পর মু’আবিয়াহ বিন আবী সুফিয়ান যতদিন মদিনায় ছিলেন, একবারের জন্যও এ ব্যাপারে কথা তোলেননি”। ইবনু মাজাহ্‌র বর্ণনায়ঃ সা’দ বিন আবী ওয়াক্কাস হতে বর্ণিত, মু’আবিয়াহ বিন আবী সুফিয়ান একবার হজ্জে আসেন। তখন, সা’দ বিন আবী ওয়াক্কাস মু’আবিয়াহ বিন আবী সুফিয়ানের সাথে দেখা করতে আসেন। মু’আবিয়াহ বিন আবী সুফিয়ান তাঁর সামনে ‘আলীর কথা তুলেন এবং গালমন্দ করেন। সা’দ প্রচণ্ড রেগে যান এবং বলেনঃ আপনি এমন এক ব্যক্তির ব্যাপারে এমন কথা বলছেন, যার ব্যাপারে আমি আল্লাহ্‌র রসূল(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছিঃ “আমি যার মাওলা(বন্ধু), ‘আলীও তার মাওলা”। সাথে সাথে আমি আল্লাহ্‌র রসূল(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে এও বলতে শুনেছিঃ “হে ‘আলী! তুমি আমার নিকট ওইরকমই, যেমন মুসার নিকটে হারূন। কেবলমাত্র, আমার পরে আর নবুওয়াত নেই”। অতঃপর, আমি আল্লাহ্‌র রসূল(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছিঃ “আজ আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে ঝাণ্ডা তুলে দেব, যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলও তাঁকে ভালবাসেন” [সহিহ মুসলিম: ৬২২০, সুনানুন নাসাঈ আল কুবরাঃ ৮৪৩৯, শায়খ গোলাম মোস্তফা জহীর *খাছায়েছে ‘আলী* তে হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন, সুনান ইবনু মাজাহঃ ১২১, শায়খ আলবানী হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন]

৪১. আবূ বাকার বিন খালিদ বর্ণনা করেনঃ আমি সা’দ বিন মালিকের সাথে দেখা করার জন্য মদিনায় গেলাম এবং তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ “আমি শুনলাম যে তোমরা নাকি ‘আলী ইবনু আবী তালিবের ওপর লা’নত কর?” আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ “আপনি কি সত্যই আমাদের ব্যাপারে এমন কিছু শুনেছেন?” অতঃপর তিনি উত্তর করলেনঃ “হ্যাঁ, হয়ত তোমরা তাঁর ওপর লা’নত করেছো?” আমি বললামঃ “আল্লাহ্ রক্ষা করেন!” সা’দ বিন আবী ওয়াক্কাস বললেনঃ “কখনও ‘আলী ইবনু আবী তালিবের ওপর লা’নত কর না। নিশ্চয়ই, যদি আমার

মাথায় করাতও রেখে 'আলীর ওপর লা'নত করতে বলা হয়, তবুও আমি তাঁর ওপর লা'নত করব না, কেননা আমি আল্লাহ্‌র রসূল(সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে অনেক কিছু শুনেছি"। মুসতাদরাক লিল হাকিমের বর্ণনায়ঃ ক্বায়েস বিন আবু হাযিম বর্ণনা করেনঃ আমি মদিনার বাজারে ঘুরছিলাম। যখন আমি *আহযারে যাইত* এর নিকট পৌঁছালাম, দেখলাম কিছু মানুষ এক অশ্বারোহীর চারপাশে জড়ো হয়েছে, যে কিনা 'আলী ইবনু আবী তালিবের ওপর লা'নত করছিল। হঠাৎ, সেখানে সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেনঃ "কি সমস্যা?" লোকে বললঃ "এই ব্যক্তি 'আলী ইবনু আবী তালিবের ওপর লা'নত করছে"। অতঃপর, সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস সামনে আগালেন এবং মানুষ তার পথ ছেড়ে দিল। তিনি ওই ব্যক্তির সামনে দাড়িয়ে বললেনঃ "ওহে! তুমি 'আলী ইবনু আবী তালিবের ওপর লা'নত কেন করছ? তিনি কি সর্বপ্রথম ইসলাম কবুলকারী ছিলেন না? তিনি কি আল্লাহ্‌র রসুলের(সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে প্রথম সালাত আদায়কারী ছিলেন না? তিনি কি দ্বীনের ব্যাপারে সবচেয়ে অনুরাগী ছিলেন না? তিনি কি সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন না?" সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস একের পর এক গুণাবলী বর্ণনা করতে করতে বললেনঃ "তিনি কি আল্লাহ্‌র রসুলের(সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মেয়ে জামাই ছিলেন না? তিনি কি প্রত্যেক যুদ্ধে আল্লাহ্‌র রসুলের(সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঝাণ্ডা বহনকারী ছিলেন না?" অতঃপর, সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস আকাশের দিকে হাত তুলে দু'আ করলেনঃ "হে আল্লাহ্‌! এই ব্যক্তি আপনার অলিদের মধ্যে একজনকে লা'নত করছে, এই গণজমায়েত ভেঙ্গে যাওয়ার পূর্বেই আপনার কুদরতের নমুনা দেখান"। ক্বায়েস বিন আবী হাযিম বলেনঃ "আমাদের জমায়েত ভঙ্গ হবার আগেই তার ঘোড়া তাকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে মাটিতে নুইয়ে পড়ল। সেই ব্যক্তির মাথা গিয়ে বাড়ি খেল এক পাথরের সাথে। ফলে, তার মাথা ফেটে সে সেখানেই মৃত্যুবরণ করল।" [সুনানুন নাসাঈ আল কুবরাঃ ৮৪৭৭, শায়খ গোলাম মোস্তফা জহীর *খাছায়েছে 'আলী* তে হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন, মুসতাদরাক লিল হাকিমঃ ৬১২১, ইমাম হাকিম ও যাহাবী সনদটিকে সহীহ বলেছেন]

৪২. আবদুল্লাহ ইবনু যালিম আল্‌-মাযিনী (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, সাঈদ ইবনু যায়িদ ইবনু 'আমর ইবনু নুফাইল (রাঃ) বলেছেন এবং আমি শুনেছি, অমুক লোক (মু'আবিয়াহ) যখন কুফায় এলেন তখন অমুকে (মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ) ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন [ভাষণে 'আলী (রাঃ) -এর মর্যাদার পরিপন্থী কথা থাকায়] সাঈদ ইবনু যায়িদ (রাঃ) আমার হাত ধরে বললেন, এ যালিম তার ভাষণে কি বলছে তুমি কি লক্ষ্য করছো না? তারপর তিনি নয় ব্যক্তির জান্নাতবাসী হওয়া সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিলেন এবং আরো বললেন, আমি যদি দশম ব্যক্তির নামও উল্লেখ করি তাতে আমি গুনাহগার হবো না। 'আবদুল্লাহ ইবনু যালিম (রহঃ) বলেন, আমি বললাম, এই নয়জন কে কে? তিনি (সাঈদ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হেরা পাহাড়ে দাঁড়িয়ে পাহাড়টিকে কাঁপতে দেখে বললেন, ওহে হেরা! স্থির হও। কেননা তোমার উপর একজন নাবী, একজন সিদ্দীক এবং একজন শহীদ অবস্থান করছেন। আমি পুনরায় বললাম, সেই নয়জন কে কে? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আবূ বাক্‌র, 'উমার, 'উসমান, 'আলী, ত্বালহা, যুবাইর, সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্‌কাস, ও আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ (রাঃ)। আমি বললাম, দশম ব্যক্তি কে? তখন তিনি খানিক

চুপ থেকে বললেন, আমি। সুনানুন নাসাঈ আল কুবরা ও মুসনাদ আহমাদের বর্ণনায়ঃ 'আব্দুল্লাহ্ বিন যালিম বর্ণনা করেনঃ মু'আবিয়াহ বিন আবী সুফিয়ান কুফায় আসেন। মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ কিছু বক্তা নিযুক্ত করেন, যারা 'আলী ইবনু আবী তালিবকে গালিগালাজ করছিল। তো সা'ইদ বিন যাইদ আমার হাত ধরলেন এবং বললেনঃ "তুমি কি এই গুনাহগার ব্যক্তিকে দেখছ না, যে একজন জান্নাতী ব্যক্তির অবমাননা করছে?" অতঃপর তিনি ৯ জন ব্যক্তির ব্যাপারে সাক্ষ্য দিলেন যারা জান্নাতে যাবে। আর বললেনঃ "আমি দশম ব্যক্তির কথা মাথায় রেখেই এই সাক্ষ্য দিচ্ছি"। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ সেই ৯ জন কারা? সা'ইদ বিন যাইদ বললেনঃ আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হেরা পাহাড়ে দাড়িয়ে বলেছিলেনঃ "হে হেরা পাহাড়! স্থির হও। কেননা, তোমার ওপর ওই ব্যক্তিবর্গই আছেন, যারা হয় রসূল, নয়তো সত্যবাদী নয়ত শহীদ"। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলামঃ সেই ৯জন কারা? সা'ঈদ বললেনঃ আবূ বাক্‌র, 'উমার, 'উসমান, 'আলী, ত্বালহা, যুবাইর, সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্‌কাস, ও আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ (রাঃ)। আমি বললাম, দশম ব্যক্তি কে? তখন তিনি খানিক চুপ থেকে বললেন, আমি। [সুনানে আবু দাউদ: ৪৬৪৮, সুনানুন নাসাঈ আল কুবরাঃ ৮২০৮, শায়খ যুবায়ের 'আলী যাঈ, আলবানী ও গোলাম মোস্তফা যহির *ফাযায়েলে সাহাবা* তে সনদটিকে সহীহ বলেছেন। সহীহ ইবনু হিব্বানঃ ৬৯৯৬, আস-সুন্নাহ ইবনু আবী আসেমঃ ১২২০, মুস্নাদ আহমাদঃ ১৬৪৪ (১ম খন্ড, ১৮৯ পৃষ্ঠা), শায়খ শু'আইব আরনাউৎ সনদটিকে সহীহ বলেছেন]

৪৩. রিয়াহ ইবনুল হারিস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, একদা আমি অমুক লোকের (মুগীরাহ ইবনু শু'বার) নিকট কুফার মাসজিদে বসা ছিলাম এবং তার নিকট কুফার লোকজনও উপস্থিত ছিল। এ সময় সাঈদ ইবনু যায়িদ 'আমর ইবনু নুফাইল (রাঃ) এলে তিনি তাকে সাদর সম্ভাষণ ও সালাম জানিয়ে খাটের উপর নিজের পায়ের কাছে বসালেন। অতঃপর ক্বাইস ইবনু 'আলক্বামাহ নামক জনৈক কুফাবাসী এলে তাকেও অভ্যর্থনা জানালেন। তারপর সে গালাগালি করতে লাগলো। সাঈদ (রাঃ) বললেন, এ ব্যক্তি কাকে গালি দিচ্ছে? তিনি বললেন, সে 'আলী (রাঃ) -কে গালি দিচ্ছে। তিনি বললেন, আমি দেখতে পাচ্ছি, সে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবীকে আপনার সম্মুখে গালি দিচ্ছে অথচ আপনি তাকে নিষেধ করছেন না আর থামাচ্ছেনও না! আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছিঃ আমি তাঁর সম্পর্কে এমন উক্তি করা হতে মুক্ত যা তিনি বলেননি। অতঃপর ক্বিয়ামাতের দিন যখন তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবে তখন এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। আবূ বকর (রাঃ) জান্নাতী, 'উমার (রাঃ) জান্নাতী। বর্ণনাকারী অতঃপর অনুরূপ অর্থের বর্ণনা করলেন এবং তিনি বললেন, তাদের কোন একজনের রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহচর্য লাভ, যে সাহচর্যে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না তাও তোমাদের কোন ব্যক্তির সারা জীবনের আমলের চেয়ে উত্তম, যদিও সে নূহ (আঃ)-এর মতো দীর্ঘ আয়ু পায়। মুসনাদ আহমাদের বর্ণনায়ঃ মুগীরাহ ইবনু শু'বা কুফার বড় মসজিদে ছিলেন, যার ডানে বায়ে লোকজন ছিল। এমতাবস্থায়, সা'ঈদ বিন যায়দ আসলেন তার নিকট। মুগীরাহ ইবনু শু'বা তাকে স্বাগতম জানিয়ে তার আসনের নিকট তার পায়ের সামনে বসালেন। অতঃপর, এক ব্যক্তি এসে মুগীরার দিকে ঘুরে গালি-গালাজ শুরু করল। সা'ঈদ বিন যাইদ জিজ্ঞাসাস করলেনঃ "হে মুগীরাহ! সে কার ব্যাপারে গালমন্দ করছে?" তিনি বললেনঃ "সে 'আলী বিন আবী

তালিবের গালমন্দ করছে”। সা’ঈদ বিন যাইদ বললেনঃ “ও মুগীরাহ বিন শু’বা! ও মুগীরাহ বিন শু’বা! ও মুগীরাহ বিন শু’বা! কেন আমি আল্লাহ্‌র রসলের (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীর সমালোচনা শুনছি আর তুমি তার বিরোধিতা বা থামানোর চেষ্টা করছ না? আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্‌র রসলের (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যাপারে যে, আমার কান শ্রবণ করেছে, অন্তর অনুধাবন করেছে এবং আমি তার ব্যাপারে কোনও মিথ্যা বলব না, যা আমাকে তার দর্শন লাভে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।” তিনি বললেনঃ “আবূ বকর (রাঃ) জান্নাতী, ‘উমার (রাঃ) জান্নাতী, ‘আলী (রাঃ) জান্নাতী, ‘উসমান (রাঃ) জান্নাতী, ত্বালহা (রাঃ) জান্নাতী, যুবাইর (রাঃ) জান্নাতী, সা’দ ইবনু আবূ ওয়াক্‌কাস (রাঃ) জান্নাতী, আবদুর রহমান ইবনু ‘আওফ (রাঃ), নবম আরেক ব্যক্তিও জান্নাতী। আমি চাইলে তার নাম বর্ণনা করতে পারি।” মসজিদের মানুষজন জোর করতে লাগলঃ “হে আল্লাহ্‌র রসুলের সাহাবি! নবম ব্যক্তি কে?” সা’ঈদ বলেনঃ “যেহেতু তোমরা আমাকে বাধ্য করলে, আল্লাহ্‌র কসম! আমিই সেই নবম ব্যক্তি আর আল্লাহ্‌র নবী(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে দশম। আল্লাহ্‌র কসম! যে ব্যক্তি তার মুখ আল্লাহ্‌র নবীর সাহচর্যে ধুলামলীন করেছেন, তার আমল তোমাদের কোন ব্যক্তির সারা জীবনের আমলের চেয়ে উত্তম, যদিও সে নূহ (আঃ)-এর মতো দীর্ঘ আয়ু পায়।” [সুনানে আবু দাউদ: ৪৬৫০, মুসনাদ আহমাদঃ ১৬২৯(১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৮৭), শায়খ যুবায়ের ‘আলী যাঈ, আলবানী ও শু’আইব সনদটিকে সহীহ বলেছেন]

৪৪. আবদুর রহমান ইবনুল আখনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি মাসজিদে থাকাবস্থায় এক ব্যক্তি ‘আলী (রাঃ) এর সমালোচনা করলে সাঈদ ইবনু যায়িদ (রাঃ) দাঁড়িয়ে বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহ ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ দশ ব্যক্তি জান্নাতীঃ নবী (সাল্লাল্লাহ ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জান্নাতী, আবূ বকর (রাঃ) জান্নাতী, ‘উমার (রাঃ) জান্নাতী, ‘উসমান (রাঃ) জান্নাতী, ‘আলী (রাঃ) জান্নাতী, ত্বালহা (রাঃ) জান্নাতী, যুবাইর ইবনুল ‘আওয়াম জান্নাতী, সা’দ ইবনু মালিক (রাঃ) জান্নাতী, ‘আবদুর রহমান ইবনু ‘আওফ জান্নাতী। আমি (সাঈদ ইবনু যায়িদ) ইচ্ছা করলে দশম ব্যক্তির নামও বলতে পারি। বর্ণনাকারী বলেন, তখন তারা বললেন, তিনি কে? তখন তিনি চুপ থাকলেন। বর্ণনাকারী বলেন, পুনরায় তারা বললেন, তিনি কে? বর্ণনাকারী বলেন, (আমি) সাঈদ ইবনু যায়িদ। [সুনানে আবু দাউদ: ৪৬৪৯, শায়খ গোলাম মোস্তফা যহির তার *ফাযায়েলে সাহাবায়* হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন] ...

৪৫. বারাআ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যিলকা'দা মাসে 'উমরাহ্‌ আদায়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। মক্কাবাসীরা তাঁকে মক্কায় প্রবেশের অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানাল। অবশেষে তাদের সঙ্গে চুক্তি হল যে, (আগামী বছর ‘উমরাহ্‌ পালন হেতু) তিনি তিনদিন মক্কায় অবস্থান করবেন। মুসলিমগণ সন্ধিপত্র লেখার সময় এভাবে লিখেছিলেন, আল্লাহ্‌র রসূল মুহাম্মদ আমাদের সঙ্গে এ চুক্তি সম্পাদন করেছেন। ফলে তারা (মক্কার কুরাইশরা) বলল, আমরা তো এ কথা স্বীকার করিনি। যদি আমরা আপনাকে আল্লাহ্‌র রসূল বলেই জানতাম তা হলে মাক্কাহ প্রবেশে মোটেই বাধা দিতাম না। বরং আপনি তো মুহাম্মদ ইবনু ‘আবদুল্লাহ। তখন তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্‌র রসূল এবং মুহাম্মদ ইবনু ‘আবদুল্লাহ। তারপর তিনি ‘আলী (রাঃ)-কে বললেন, রসূলুল্লাহ শব্দটি মুছে ফেল। ‘আলী (রাঃ) উত্তর করলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি

কখনো এ কথা মুছতে পারব না। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন চুক্তিপত্রটি হাতে নিলেন। তিনি লিখতে জানতেন না, তবুও তিনি লিখে দিলেন যে, মুহাম্মদ ইবনু ‘আবদুল্লাহ এ চুক্তিপত্র সম্পাদন করলেন যে, তিনি কোষবদ্ধ তরবারি ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্র নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করবেন না। মক্কাবাসীদের কেউ তাঁর সঙ্গে যেতে চাইলেও তিনি তাকে বের করে নিয়ে যাবেন না। তাঁর সাথীদের কেউ মক্কায় থেকে যেতে চাইলে তিনি তাকে বাধা দিবেন না। (পরবর্তী বছর) যখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হল তখন মুশরিকরা ‘আলীর কাছে এসে বলল, আপনার সাথী [রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)]-কে বলুন যে, নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেছে। তাই তিনি যেন আমাদের নিকট থেকে চলে যান। নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সে মতে বেরিয়ে আসলেন। এ সময় হামযাহ (রাঃ)-এর কন্যা চাচা চাচা বলে ডাকতে ডাকতে তাঁর পেছনে ছুটল। ‘আলী (রাঃ) তার হাত ধরে তুলে নিয়ে ফাতেমাহ (রাঃ)-কে দিয়ে বললেন, তোমার চাচার কন্যাকে নাও। ফাতেমাহ (রাঃ) বাচ্চাটিকে উঠিয়ে নিলেন। (মদিনায় পৌঁছলে) বাচ্চাটি নিয়ে ‘আলী, যায়দ (ইবনু হারিসাহ) ও জা’ফার [ইবনু আবূ ত্বলিব (রাঃ)]-এর মধ্যে ঝগড়া বেধে গেল। ‘আলী (রাঃ) বললেন, আমি তাকে তুলে নিয়েছি আর সে আমার চাচার মেয়ে! জা’ফর বললেন, সে আমার চাচার মেয়ে আর তার খালা হল আমার স্ত্রী। যায়দ [ইবনু হারিসা (রাঃ)] বললেন, সে আমার ভাইয়ের মেয়ে। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মেয়েটিকে তার খালার জন্য ফায়সালা দিয়ে বললেন খালা তো মায়ের মর্যাদার। এরপর তিনি ‘আলীকে বললেন, তুমি আমার এবং আমি তোমার। জা’ফর (রাঃ)-কে বললেন, তুমি আকৃতি-প্রকৃতিতে আমার মতো। আর যায়িদ (রাঃ)-কে বললেন, তুমি আমাদের ভাই ও আযাদকৃত গোলাম। ‘আলী (রাঃ) [নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে] বললেন, আপনি হামযাহ’র মেয়েটিকে বিয়ে করছেন না কেন? তিনি [নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)] বললেন, সে আমার দুধ ভাই-এর মেয়ে। তিরমিজীর বর্ণনায়ঃ ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক সামরিক বাহিনী পাঠানোর সময় ‘আলী ইবনু আবী ত্বালিব (রাঃ)-কে তাদের সেনাপতি নিযুক্ত করেন। তিনি সেনাদলের একটি খণ্ডাংশের (সারিয়্যা) পরিদর্শনে যান এবং এক যুদ্ধবন্দিনীর সঙ্গে মিলিত হন। কিন্তু তার সাথীরা তার এ কাজ পছন্দ করলেন না। অতএব রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চারজন সাহাবী শপথ করে বললেন, যখন আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দেখা পাব, তাঁকে তখন ‘আলীর কার্যকলাপ প্রসঙ্গে জানাব। মুসলিমদের নিয়ম ছিল যে, তারা কোন সফর বা অভিযান শেষে ফিরে এসে সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে সালাম করতেন, তারপর নিজ নিজ গৃহে ফিরে যেতেন। সুতরাং উক্ত সেনাদল ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সালাম জানায় এবং চার সাহাবীর একজন দাঁড়িয়ে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! লক্ষ্য করুন, ‘আলী ইবনু আবী ত্বালিব এই এই করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তি দাঁড়িয়ে পূর্বোক্ত ব্যক্তির মতো বক্তব্য পেশ করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার হতেও মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এবার তৃতীয়জন দাঁড়িয়ে পূর্বোক্তজনের একই রকম বক্তব্য পেশ করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার হতেও মুখ ফিরিয়ে নেন। অবশেষে চতুর্থজন দাঁড়িয়ে পূর্বোক্তদের একই রকম বক্তব্য পেশ

করেন। এবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার চেহারায় অসন্তুষ্টির ভাব নিয়ে তাদের দিকে মনোনিবেশ করে বললেনঃ ‘আলী প্রসঙ্গে তোমরা কি বলতে চাও? তোমরা ‘আলী প্রসঙ্গে কি বলতে চাও? ‘আলী প্রসঙ্গে কি বলতে চাও? (বংশ, বৈবাহিক সম্পর্ক, অগ্রগণ্যতা, ভালবাসা ইত্যাদি প্রসঙ্গে) ‘আলী আমার হতে এবং আমি ‘আলী (রাঃ) হতে। আমার পরে সে-ই হবে সমস্ত মু’মিনের সঙ্গী ও পৃষ্ঠপোষক। [সহিহ বুখারী: ৪২৫১, জামে’ আত-তিরমিজি: ৩৭১২] ...

নোট. বনূ উমাইয়্যাহ খুৎবায় ‘আলী ইবনু আবী তালিবের ওপর লা’নত করে আসছিল, যা ‘উমার ইবনু ‘আব্দিল ‘আযীয এসে বন্ধ করেন এবং সেই স্থানে পড়া শুরু করেনঃ *“নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ তোমাদের আদেশ দেন ‘আদল(ন্যায়পরায়ণতা) ও ইহসানের(সৎকর্মের) [নাহলঃ ৯০]”*, যা আজও অবধি আমরা খুৎবায় পাঠ করি। [তারিখুল খুলাফা সুয়ুতী “উমার ইবনু ‘আব্দিল ‘আযীয” অধ্যায়]

৪৬. আহমাদ ইবন উসমান ইবন হাকীম আউদী (রহঃ থেকে বর্ণিতঃ সাঈদ ইবন জুবায়র (রহঃ) বলেনঃ আমি ইবন আব্বাস (রাঃ)-এর সঙ্গে আরাফায় ছিলাম। তিনি বললেনঃ কী হলো লোকদেরকে তো তালবিয়া পাঠ করতে শুনছি না? আমি বললামঃ মুআবিয়া (রাঃ)-এর ভয়ে। এরপর ইবন আব্বাস (রাঃ) তাঁর তাঁবু হতে বের হলেন এবং বললেনঃ (আরবি) তারা তো আলী (রাঃ)-এর প্রতি বিদ্বেষবশত সুন্নত ছেড়ে দিয়েছে। [সুনান আন-নাসায়ী: ৩০০৯]

৪৭. ‘আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, সে মহান সত্তার কসম! যিনি বীজ থেকে অঙ্কুরোদগম করেন এবং জীবকুল সৃষ্টি করেন, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, মু’মিন ব্যক্তিই আমাকে ভালোবাসবে, আর মুনাফিক ব্যক্তি আমার সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করবে।’ [সহিহ মুসলিম: ২৪০]

৪৮. আবু মারিয়াম বর্ণনা করেনঃ আমি ‘আলী ইবনু আবী তালিব (রাঃ) কে বলতে শুনেছিঃ “দুইদল ব্যক্তি আমার কারণে ধ্বংস হবে। একদল আমাকে অধিক ভালবাসার কারণে এবং আরেকদল আমাকে অধিক ঘৃণা করার কারণে”। ফাযায়েলে সাহাবা ও আস সুন্নাহ্‌র (মাওকুফ) বর্ণনায়ঃ আবুস সাওয়ার বর্ণনা করেনঃ ‘আলী ইবনু আবী তালিব (রাঃ) বলেছেনঃ “কতিপয় ব্যক্তি আমাকে ভালবাসার কারণে জাহান্নামে যাবে আর কতিপয় আমার প্রতি ঘৃণার কারণে জাহান্নামে যাবে”। [ফাযায়েলে সাহাবা আহমাদ বিন হাম্বালঃ ৯৩২, ৯২০ (৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৪৫, ৪৪৩)। আস সুন্নাহ ইবনু আবী আসেমঃ ৮১৯, শায়খ যুবায়ের ‘আলী যাঈ সনদটিকে সহীহ বলেছেন]

কীভাবে উম্মাহর ওপর ধীরে ধীরে রাজতন্ত্র চাপিয়ে দেয়া হয় মু'আবিয়া(রা) র শাসনকালের পর এবং তার করুণ পরিণতি

৪৯. হাসান (বাসরী) (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ আল্লাহ্‌র কসম, হাসান ইব্‌নু 'আলী (রাঃ) পর্বত প্রমাণ সেনাদল নিয়ে মু'আবিয়াহ (রাঃ)-এর মুখোমুখী হলেন। আম্‌র ইব্‌নু 'আস (রাঃ) বললেন, আমি এমন সেনাদল দেখতে পাচ্ছি যারা প্রতিপক্ষকে হত্যা না করে ফিরে যাবে না। মু'আবিয়াহ (রাঃ) তখন বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আর (মু'আবিয়াহ ও 'আম্‌র ইব্‌নুল 'আস) (রাঃ) উভয়ের মধ্যে মু'আবিয়াহ (রাঃ) ছিলেন উত্তম ব্যক্তি– 'হে 'আমর! এরা ওদের এবং ওরা এদের হত্যা করলে, আমি কাকে দিয়ে লোকের সমস্যার সমাধান করব? তাদের নারীদের কে তত্ত্বাবধান করবে? তাদের দুর্বল ও শিশুদের কে রক্ষণাবেক্ষণ করবে? অতঃপর তিনি কুরায়শের বানূ আবদে শাম্‌স্‌ শাখার দু'ব্যক্তি 'আবদুর রহমান ইব্‌নু সামুরাহ ও 'আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌নু আম্‌র (রাঃ)-কে হাসান (রাঃ)-এর নিকট পাঠালেন। তিনি তাদের বললেন, 'তোমরা উভয়ে এ ব্যক্তিটির নিকট যাও এবং তাঁর নিকট (সন্ধির) প্রস্তাব পেশ করো, তাঁর সঙ্গে আলোচনা কর ও তাঁর বক্তব্য জানতে চেষ্টা কর।' তাঁরা তাঁর নিকট রয়ে গেলেন এবং তাঁর সঙ্গে কথা বললেন, আলাপ-আলোচনা করলেন এবং তাঁর বক্তব্য জানলেন। হাসান ইব্‌নু 'আলী (রাঃ) তাদের বললেন, "আমরা 'আবদুল মুত্তালিবের সন্তান, এই সম্পদ (বায়তুল মালের) আমরা পেয়েছি আর এরা রক্তপাতে লিপ্ত হয়েছে।" তারা উভয়ে বললেন, [মু'আবিয়াহ (রাঃ)] আপনার নিকট এরূপ বক্তব্য পেশ করেছেন। আর আপনার বক্তব্যও জানতে চেয়েছেন ও সন্ধি কামনা করেছেন। তিনি বললেন, 'এ দায়িত্ব কে নিবে?' তারা (তার জবাবে) বললেন, 'আমরা এ দায়িত্ব নিচ্ছি।' অতঃপর তিনি তাঁর সঙ্গে সন্ধি করলেন। হাসান (বসরী) (রহঃ) বলেন, আমি আবূ বাকরাহ (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি : 'রসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আমি মিম্বরের উপর দেখেছি, হাসান বিন 'আলী (রাঃ) তাঁর পাশে ছিলেন। তিনি একবার লোকদের দিকে আরেকবার তাঁর দিকে তাকাচ্ছিলেন আর বলছিলেন, আমার এ সন্তান একজন নেতা। সম্ভবত তার মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তা'আলা মুসলমানদের দু'টি বড় দলের মধ্যে মীমাংসা করাবেন।' [সহিহ বুখারী: ২৭০৪ ও ৭১০৯]

নোট. হাসান বিন 'আলী (আ) যে সকল শর্তের ভিত্তিতে মু'আবিয়াহ্‌ বিন আবী সুফিয়ানের কাছে বায়আত করেছিলেন, সেগুলো হাদিসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ও ইতিহাসগ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে। যেমনঃ ১ মু'আবিয়াহ আল্লাহ্‌র কিতাব, আল্লাহ্‌র রসূলের(সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাহ ও খুলাফায়ে রাশেদিনের আদর্শানুযায়ী শাসন করবেন। ২ মু'আবিয়াহ তার কোনও উত্তরসূরি নির্ধারণ না করে উম্মাহর শুরার হাতে ছেড়ে যাবেন। ৩ 'আলী ইবনু আবী তালিবের সৈন্যদের ভেতর আত্মসমর্পণকারীদের বিরুদ্ধে কোনও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নেয়া যাবে না। ৪ খুমুসের বণ্টন খুলাফায়ে রাশেদিনের আমলের মত বনু মুত্তালিবের নিকট প্রেরণ অব্যাহত থাকবে, যা আল্লাহ্‌র রসুল(সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পরিবারের ব্যাপারে ক্বুরআনে বর্ণিত হয়েছে। [ইবনু 'আবদিল বার্‌র-এর আল-ইস্তিয়াব, ইবনু হাজার আসকালানীর আল-ইসাবাহ, ইবনু কাসিরের আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ইবনু হাজারের ফাতহুল বারী, বুখারীর হাদিস ৭১০৯ এর ব্যাখ্যা]

৫০. উমাইর বিন ইসহাক বর্ণনা করেনঃ আমি এবং অপর এক ব্যক্তি হাসান বিন 'আলীর কাছে যাই, যখন তিনি খুব একটা সুস্থ বোধ করছিলেন না। হাসান বিন 'আলী বারংবার তাকে বলছিলেনঃ "আমাকে যা জিজ্ঞাসা করার, তা করে নাও ওই সময় আসার পূর্বেই, যখন আর আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারবে না"। তিনি

বললেনঃ আমি আপনাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করতে চাই না, মহান আল্লাহ্ আপনাকে সুস্থতা দান করুন। অতঃপর তিনি দাঁড়ালেন এবং পায়খানার দিকে আগালেন। এরপর ফিরে এসে বললেনঃ "এই কেবলমাত্র আমার পেটের একটি অংশ কেটে বের হয়ে আসল, যা আমি এই কাঠের সাহায্যে উল্টিয়ে পালটিয়ে দেখছিলাম। আমাকে বারংবার কয়েক দফা বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে। এই বারে প্রচণ্ড তীব্র বিষ দেয়া হয়েছে"। উমাইর বিন ইসহাক বলেন, আমরা আবার পরের দিন সকালে হাসান বিন 'আলীকে দেখতে গেলাম। তিনি বাজারে ছিলেন এবং ইতোমধ্যে হুসাইন বিন 'আলী এসে তাঁর মাথার পাশে বসে জিজ্ঞাসা করলেনঃ "হে আমার ভাই! কে আপনাকে বিষ প্রয়োগ করেছে?" হাসান বিন 'আলী বললেনঃ "তুমি কি তাকে হত্যা করতে চাও?" তিনি বললেনঃ "হ্যাঁ"। হাসান বিন 'আলী বললেনঃ "যদি আমি সত্যিকার অর্থেই খুনিকে শনাক্ত করতে সক্ষম হই, তাহলে মহান আল্লাহ্ তার কঠোর বদলা নিবেন। আর, যদি সেই ব্যক্তি নির্দোষ হয়, তবে আমি চাই না যে কোনও নির্দোষ ব্যক্তি খুন হোক"। [আল মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাঃ ৩৭৩৫৯, শায়খ গোলাম মোস্তফা জহীর সুন্নাহ-২৬ এ সনদটিকে সহীহ বলেছেন]

৫১. খালিদ (রহ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, একদা আল-মিক্বদাম ইবনু মা'দীকারিব (রাঃ), 'আমর ইবনুল আসওয়াদ ও কিন্নাসিরীনবাসী বনী আসাদের এক লোক মু'আবিয়াহ ইবনু আবূ সুফিয়ান (রাঃ)-এর নিকট গেলেন। মু'আবিয়াহ (রাঃ) মিক্বদাম (রাঃ)-কে বললেন, জানতে পারলাম, হাসান ইবনু 'আলী মারা গেছেন। একথা শুনে মিক্বদাম (রাঃ) "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" পড়লেন। অমুক ব্যক্তি মু'আবিয়াহকে বললেন, এর মৃত্যুকে আপনি কি বিপদ মনে করেন? তিনি বললেন, আমি এটাকে কেন বিপদ মনে করবো না, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাকে নিজের কোলে নিয়ে বলতেনঃ হাসান আমার এবং হুসাইন 'আলীর। আমাদী বললো, তিনি ছিলেন এক জ্বলন্ত কয়লা যাকে আল্লাহ নিভিয়ে দিয়েছেন। বর্ণনাকারী, অতঃপর মিক্বদাম (রাঃ) বলেন, আজ আমি আপনাকে অসন্তুষ্ট না করে ছাড়বোনা। তিনি বললেন, হে মু'আবিয়াহ! আমি যদি সত্য বলি তবে আমাকে সমর্থন করবেন আর মিথ্যা বললে আমাকে মিথ্যাবাদী বলাবেন। তিনি বললেন, ঠিক আছে। তিনি বলেন, আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আপনি কি শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বর্ণ (পুরুষদের) ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন? তিনি বললেন, হাঁ। তিনি আবার বললেন, আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আপিন কি জানেন যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রেশমী পোশাক (পুরুষদের) ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন? তিনি বললেন, হাঁ। তিনি আবারও বললেন, আল্লাহর কসম দিয়ে আপনাকে প্রশ্ন করছি, আপনি কি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হিংস্র জন্তুর চামড়া ব্যবহার করতে এবং এর চামড়ার তৈরী আসনে আরোহী হতে নিষেধ করেছেন? তিনি বললেন, হাঁ। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি আপনার প্রাসাদে এসবের কিছুই দেখছি না। মু'আবিয়াহ (রাঃ) বলেন, হে মিক্বদাম! আমি জানতাম যে, তোমার কাছ থেকে রক্ষা পাবো না। খালিদ (রহ) বলেন, অতঃপর মু'আবিয়াহ (রাঃ) তার জন্য এত পরিমাণ সম্পদ দেয়ার আদেশ দেন, যা অপর দু'জন সাথীর জন্য দেননি। আর তার ছেলের জন্য দুইশো দীনার প্রদান করেন। মিক্বদাম (রাঃ) এগুলো তার সাথীদের মাঝে বন্টন করে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আসাদী এখানে যা পেয়েছে তা থেকে কাউকে কিছু দেয়নি। এ সংবাদ

মু'আবিয়াহ্‌র নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন, মিক্বদাম হলো লম্বা হাতের দানশীল লোক, আর আসাদী নিজের জন্য আটকিয়ে রাখার লোক। মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায়ঃ খালিদ বিন মিদান হতে বর্ণিত, মিক্বদাম বিন মাদীকারব এবং আমর বিন আসওয়াদ আসলেন মু'আবিয়াহ বিন আবী সুফিয়ানের সাথে দেখা করার জন্য। মু'আবিয়াহ বিন আবী সুফিয়ান জিজ্ঞাসা করলেন মিক্বদাম বিন মাদীকারব কেঃ "আপনি কি জানেন যে হাসান বিন 'আলী ইন্তিকাল করেছেন?" মিক্বদাম তৎক্ষণাৎ তিলাওয়াত করলেনঃ "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'ঊন (নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্‌রই জন্য এবং তাঁর কাছেই আমাদের ফিরে যেতে হবে)"। মু'আবিয়াহ বিন আবী সুফিয়ান জিজ্ঞাসা করলেন মিক্বদাম বিন মাদীকারব কেঃ "আপনি কি এটিকে কোনও বিপদ মনে করেন?" তিনি উত্তর করলেনঃ "কেন আমি এটিকে বিপর্যয় মনে করব না, যখন আমি আল্লাহ্‌র রসূলকে হাসান বিন 'আলীকে কোলে নিয়ে বলতে শুয়েছিঃ সে আমার আর হুসাইন 'আলীর" [সুনানে আবু দাউদ: ৪১৩১, মুসনাদ আহমাদঃ ১৭২২৮ (৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা-১৩২), শায়খ যুবায়ের ও আলবানী হাদিসটিকে সহীহ্‌ বলেছেন]

৫২. 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আমার পূর্বে আল্লাহ তা'আলা যে নবীকেই কোন উম্মাতের মধ্যে পাঠিয়েছেন, তাদের মধ্যে তাঁর জন্য একদল অনুসারী ও সহাবা ছিল। তারা তাঁর সুন্নাতকে সমুন্নত রাখত এবং তাঁর নির্দেশের অনুসরণ করত। অতঃপর তাদের অবর্তমানে কতগুলো মন্দ লোক স্থলাভিষিক্ত হয়। তারা মুখে যা বলে নিজেরা তা করে না। আর যা করে তার জন্য তাদেরকে নির্দেশ করা হয়নি। অতএব যে ব্যক্তি তাদের হাত (শক্তি) দ্বারা মুকাবিলা করবে, সে মু'মিন। এরপর আর সরিষার দানা পরিমাণও ঈমানের স্তর নেই। আবূ নাফি' বলেন, আমি এ হাদীসটি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ)-কে বললাম। তিনি আমার সামনে এটা অস্বীকার করলেন। পরে এক সময় ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) 'কানাত' (মাদীনার কাছাকাছি একটি) নামক স্থানে আসলেন। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) অসুস্থ 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদকে দেখার জন্য আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। আমি তাঁর সাথে গেলাম। যখন আমরা বসে পড়লাম, তখন আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদকে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাকে অবিকল সেরূপ-ই বর্ণনা করলেন, যেরূপ আমি ইবনু 'উমার (রাঃ)-কে বর্ণনা করেছিলাম। অপর বর্ণনায়ঃ তারিক ইবনু শিহাব (আবূ বাক্‌র ইবনু আবী শাইবার হাদীসে) থেকে বর্ণিতঃ মারওয়ান ঈদের দিন সলাতের পূর্বে খুত্‌বাহ্‌ দেয়ার (বিদ'আতী) প্রথা প্রচলন করে। এ সময় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, "খুতবার আগে সলাত (সম্পন্ন করুন)। মারওয়ান বললেন, এখন থেকে সে নিয়ম পরিত্যাগ করা হলো। সাথে সাথে আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাঃ) উঠে বললেন, ঐ ব্যক্তি তার কর্তব্য পালন করেছে। আমি রসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ গর্হিত কাজ হতে দেখলে সে যেন স্বহস্তে (শক্তি প্রয়োগে) পরিবর্তন করে দেয়, যদি তার সে ক্ষমতা না থাকে, তবে মুখ (বাক্য) দ্বারা এর পরিবর্তন করবে। আর যদি সে সাধ্যও না থাকে, তখন অন্তর দ্বারা করবে, তবে এটা ঈমানের দুর্বলতম পরিচায়ক। বুখারীর বর্ণনায়ঃ আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'ঈদুল ফিত্‌র ও 'ঈদুল আযহার দিন 'ঈদমাঠে যেতেন এবং সেখানে তিনি প্রথম যে কাজ শুরু করতেন তা হল সালাত। আর সালাত শেষ করে তিনি লোকদের দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন এবং তাঁরা তাঁদের কাতারে বসে

থাকতেন। তিনি তাঁদের নসীহত করতেন, উপদেশ দিতেন এবং নির্দেশ দান করতেন। যদি তিনি কোন সেনাদল পাঠাবার ইচ্ছা করতেন, তবে তাদের আলাদা করে নিতেন। অথবা যদি কোন বিষয়ে নির্দেশ জারী করার ইচ্ছা করতেন তবে তা জারি করতেন। অতঃপর তিনি ফিরে যেতেন। আবূ সা'ঈদ (রাঃ) বলেন, লোকেরা বরাবর এ নিয়মই অনুসরণ করে আসছিল। অবশেষে যখন মারওয়ান মদীনার 'আমীর হলেন, তখন 'ঈদুল আযহা বা 'ঈদুল ফিত্‌রের উদ্দেশে আমি তাঁর সঙ্গে বের হলাম। আমরা যখন 'ঈদমাঠে পৌঁছলাম তখন সেখানে একটি মিম্বর দেখতে পেলাম, সেটি কাসীর ইব্‌নু সাল্‌ত (রাঃ) তৈরী করেছিলেন। মারওয়ান সালাত আদায়ের পূর্বেই এর উপর আরোহণ করতে উদ্যত হলেন। আমি তাঁর কাপড় টেনে ধরলাম। কিন্তু তিনি কাপড় ছাড়িয়ে খুত্‌বা দিলেন। আমি তাকে বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা (রসূলের সুন্নাত) পরিবর্তন করে ফেলেছ। সে বলল, হে আবূ সা'ঈদ! তোমরা যা জানতে, তা গত হয়ে গেছে। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি যা জানি, তা তার চেয়ে ভাল, যা আমি জানি না। সে তখন বলল, লোকজন সালাতের পর আমাদের জন্য বসে থাকে না, তাই ওটা সালাতের আগেই করেছি। [সহিহ মুসলিম: ১৭৯ ও ১৭৭, সহিহ বুখারী: ৯৫৬]

৫৩. ইউসুফ ইব্‌নু মাহাক থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, মারওয়ান ছিলেন হিজাযের গভর্নর। তাকে নিয়োগ করেছিলেন মু'আবিয়াহ (রাঃ)। তিনি একদা খুতবা দিলেন এবং তাতে ইয়াযীদ ইব্‌নু মু'আবিয়ার কথা বারবার বলতে লাগলেন, যেন তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তার বায়'আত গ্রহণ করা হয়। এ সময় তাকে 'আবদুর রহমান ইব্‌নু আবূ বাক্র কিছু কথা বললেন। মারওয়ান বললেন, তাঁকে পাকড়াও কর। তৎক্ষণাৎ তিনি 'আয়িশাহ (রাঃ)-এর ঘরে চলে গেলেন। তারা তাঁকে ধরতে পারল না। তারপর মারওয়ান বললেন, এ তো সেই লোক যার সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ অবতীর্ণ করেছেন, "আর এমন লোক আছে যে, মাতাপিতাকে বলে, তোমাদের জন্য আফসোস! তোমরা কি আমাকে এ ভয় দেখাতে চাও যে, আমি পুনরুত্থিত হব যদিও আমার পূর্বে বহু পুরুষ গত হয়েছে, তখন তার মাতাপিতা আল্লাহ্‌র নিকট ফরিয়াদ করে বলে, দুর্ভোগ তোমার জন্য। বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য। কিন্তু সে বলে এ তো অতীতকালের উপকথা ব্যতীত কিছুই নয়।" (একথা শুনে উম্মুল মুমিনীন 'আইশাহ পর্দার আড়াল থেকে বললেনঃ "আল্লাহ্‌ আমাদের ব্যাপারে ক্বুরআনে কিছুই নাযিল করেন নি, কেবলমাত্র আমার নির্দোষিতা ছাড়া")। সুনানুন নাসাই আল কুবরা ও মুসতাদরাক লিল হাকিমের বর্ণনায়ঃ মুহাম্মাদ বিন যায়দ বর্ণনা করেন যে যখন মু'আবিয়াহ তার ছেলের জন্য *বায়আত* নিচ্ছিলেন, মারওয়ান বললঃ "এটি আবু বাকার ও 'উমারের সুন্নাহ"। 'আব্দুর রহমান জবাব দিলেনঃ "এটি হারক্বাল ও কায়সারের সুন্নাহ্‌"। তখন মারওয়ান বললঃ "এই সেই ব্যক্তি, যার ব্যাপারে ক্বুরআনে অবতীর্ণ হয়েছে, *আর এমন লোক আছে যে, মাতাপিতাকে বলে, তোমাদের জন্য আফসোস! তোমরা কি আমাকে এ ভয় দেখাতে চাও যে, আমি পুনরুত্থিত হব যদিও আমার পূর্বে বহু পুরুষ গত হয়েছে, তখন তার মাতাপিতা আল্লাহ্‌র নিকট ফরিয়াদ করে বলে, দুর্ভোগ তোমার জন্য। বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য। কিন্তু সে বলে এ তো অতীতকালের উপকথা ব্যতীত কিছুই নয়। [সুরা আহক্বাফ ৪৬:১৭]*"। একথা শুনে 'আইশাহ্‌ বললেনঃ "আল্লাহ্‌র কসম! সে মিথ্যা বলেছে, আল্লাহ্‌ এই আয়াত আমাদের ব্যাপারে অবতীর্ণ করেননি। আর আমি যদি চাই, তাহলে বলতে পারি এই আয়াত কার সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আমি আল্লাহ্‌র রসুল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

ওয়া সাল্লাম) কে মারওয়ান ও তার পিতার ওপর লা'নত করতে শুনেছি, যখনও মারওয়ান জন্ম নেয়নি। কাজেই, মারওয়ান আল্লাহ্‌র লা'নতের ভাগীদার"। [সহিহ বুখারী: ৪৮২৭, সুনানুন নাসাই আল কুবরাঃ ১১৪৯১, মুস্তাদরাক লিল হাকিমঃ ৮৪৮৩, ইমাম হাকিম বলেনঃ হাদিসটি বুখারী মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ]

৫৪. আবূ যর গিফারী বর্ণনা করেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "সর্বপ্রথম আমার সুন্নাহ পরিবর্তনকারী ব্যক্তি বনু উমাইয়্যা থেকে হবে"। শায়খ আলবানী তার মাজমু'আহ তে এই হাদিসের ব্যাপারে বলেনঃ "এই হাদিসে পরিবর্তনের অর্থ হল খিলাফাহ্‌কে রাজতন্ত্রে পরিবর্তন করে দেয়া"। মুসনাদ আবী ইয়া'লা, বাযযার ও মাজমা'উয যাওয়ায়েদের বর্ণনায়ঃ 'আব্দুল্লাহ বিন সাই বর্ণনা করেন, 'আলী ইবনু আবী তালিব এক বক্তৃতায় আমাদের বললেনঃ "সেই আল্লাহ্‌র কসম, যিনি দানা থেকে তার সৃষ্টি উদগত করেন, এমন এক সময় আসবে যখন আমার দাড়ি রঙিন হবে আমার মাথার রক্তে"। এক ব্যক্তি দাড়িয়ে বললঃ আল্লাহ্‌র কসম! যে ব্যক্তি এই কাজ করবে, আমরা তাকে পরিবার সহ ধ্বংস করে দেব। তিনি বললেনঃ "আমি তোমাদেরকে এই ব্যাপারে আল্লাহর ভয় প্রদর্শন করছি, এ কাজ কর না। কেবলমাত্র আমার হত্যাকারী ব্যতীত কাউকে হত্যা কর না"। সেই ব্যক্তি বললওঃ হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি আপনার খলীফা নিযুক্ত করে যান। তিনি উত্তর করলেনঃ "না, বরং আমি তোমাদেরকে ওই অবস্থায়ই রেখে যাব, যেই অবস্থায় আল্লাহ্‌র রসূল(সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের রেখে গিয়েছিলেন"। লোকজন বলা শুরু করলঃ আপনি যদি আপনার খলীফা নিযুক্ত করে না রেখে যান, তাহলে আপনি আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত কীভাবে করবেন? 'আলী বললেনঃ "আমি বলব, হে আল্লাহ্‌! আমি তাদের মাঝে ছিলাম যতদিন আপনি আমাকে তাদের মাঝে রেখেছিলেন আর যখন আপনি আমাকে মৃত্যু দান করলেন, আমি আপনাকে তাদের দেখভালের জন্য রেখে দিলাম। এখন, এটি আপনার ওপর যে, আপনি তাদেরকে একত্রিত করবেন নাকি ধ্বংস করবেন" [আল আওয়ায়েল ইবনু আবী 'আসিমঃ ৬১, সিলসিলা সহীহাহঃ ১৭৪৯, মুসনাদ আবী ইয়া'লাঃ ৫৯০, মাজমা'উয যাওয়ায়েদঃ ১৪৭৮২, ইমাম হায়ছামী ও শায়খ হুসাইন সালীম হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন]

৫৫. জারীর (রা.) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আমি ইয়ামানে ছিলাম। এ সময়ে একদা যুকালা ও যু'আমর নামে ইয়ামানের দু'ব্যক্তির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হল। আমি তাদেরকে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- এর হাদীস শোনাতে লাগলাম। (বর্ণনাকারী বলেন) এমন সময়ে যু'আমর জারীর (রাঃ)- কে বললেন, তুমি যা বর্ণনা করছ তা যদি তোমার সাথীরই [নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- এর] কথা হয়ে থাকে তা হলে জেনে নাও যে, তিনদিন আগে তিনি ইন্তিকাল করে গেছেন। (জারীর বলেন, এ কথা শুনে আমি মদীনার দিকে ছুটলাম) তারা দু'জনেও আমার সঙ্গে সম্মুখের দিকে চললেন। অতঃপর আমরা একটি রাস্তার ধারে পৌঁছলে মদীনার দিক থেকে আসা একদল সওয়ারীর সাক্ষাৎ পেলাম। আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে তারা বলল, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- এর ওফাত হয়ে গেছে। মুসলিমদের পরামর্শক্রমে আবূ বাক্‌র (রাঃ) খলীফা নির্বাচিত হয়েছেন। তারপর তারা দু'জন (আমাকে) বলল, (মদিনায়) তোমার সাথী [আবূ বাক্‌র (রাঃ)]- কে বলবে যে, আমরা কিছুদূর পর্যন্ত এসেছিলাম। সম্ভবত আবার আসব ইনশাআল্লাহ, এ কথা বলে তারা দু'জনে ইয়ামানের দিকে ফিরে গেল। এরপর আমি আবূ বাক্‌র (রাঃ)- কে তাদের কথা

জানালাম। তিনি বললেন, তাদেরকে তুমি নিয়ে আসলে না কেন? পরে আরেক সময় যু'আমর আমাকে বললেন, হে জারীর! তুমি আমার চেয়ে অধিক সম্মানী। তবুও আমি তোমাকে একটা কথা জানিয়ে দিচ্ছি যে, তোমরা আরব জাতি ততক্ষণ পর্যন্ত কল্যাণের মধ্যে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা একজন আমীর মারা গেলে অপরজনকে (পরামর্শের ভিত্তিতে) আমীর বানিয়ে নেবে। আর তা যদি তরবারির জোরে ফায়সালা হয় তা হলে তোমাদের আমীরগণ রাজা বাদশাহর মতোই হয়ে যাবে। তারা রাজাদের রাগ করার মতই রাগ করবে। রাজাদের খুশি হওয়ার মতই খুশি হবে। অপর বর্ণনায়ঃ ইব্নু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আমি মুহাজিরদের কতক লোককে পড়াতাম। তাঁদের মধ্যে 'আবদুর রহমান ইব্নু 'আওফ (রাঃ) অন্যতম ছিলেন। একবার আমি তাঁর মিনার বাড়িতে ছিলাম। তখন তিনি 'উমার ইব্নু খাত্তাব (রাঃ) - এর সঙ্গে তাঁর সর্বশেষ হাজ্জে রয়েছেন। এমন সময় 'আবদুর রহমান (রাঃ) আমার কাছে ফিরে এসে বললেন, যদি আপনি ঐ লোকটিকে দেখতেন, যে লোকটি আজ আমীরুল মু'মিনীন-এর কাছে এসেছিল এবং বলেছিল, হে আমীরুল মু'মিনীন! অমুক ব্যক্তির ব্যাপারে আপনার কিছু করার আছে কি যে লোকটি বলে থাকে যে, যদি 'উমার মারা যান তাহলে অবশ্যই অমুকের হাতে বায়'আত করব। আল্লাহ্র কসম! আবূ বাক্রের বায়'আত আকস্মিক ব্যাপার-ই ছিল। ফলে তা হয়ে যায়। এ কথা শুনে তিনি ভীষণভবে রাগান্বিত হলেন। তারপর বললেন, ইনশা আল্লাহ্ সন্ধ্যায় আমি অবশ্যই লোকদের মধ্যে দাঁড়াব আর তাদেরকে ঐসব লোক থোকে সতর্ক করে দিব, যারা তাদের বিষয়াদি আত্মসাৎ করতে চায়। 'আবদুর রহমান (রাঃ) বলেন, তখন আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি এমনটা করবেন না। কারণ, হাজ্জের মওসুম নিম্নস্তরের ও নির্বোধ লোকদেরকে একত্রিত করে। আর এরাই আপনার নৈকট্যের সুযোগে প্রাধান্য বিস্তার করে ফেলবে, যখন আপনি লোকদের মধ্যে দাঁড়াবেন। আমার ভয় হচ্ছে, আপনি যখন দাঁড়িয়ে কোন কথা বলবেন তখন তা সব জায়গায় তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়বে। আর তারা তা ঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারবে না। আর সঠিক রাখতেও পারবে না। সুতরাং মাদীনাহ পৌঁছা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। আর তা হল হিজরাত ও সুন্নাতের কেন্দ্রস্থল। ফলে সেখানে জ্ঞানী ও সুধীবর্গের সঙ্গে মিলিত হবেন। আর যা বলার তা দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারবেন। জ্ঞানী ব্যক্তিরা আপনার কথাকে সঠিকভাবে বুঝতে পারবে ও সঠিক ব্যবহার করবে। তখন 'উমার (রাঃ) বললেন, জেনে রেখো! আল্লাহ্র কসম! ইনশাআল্লাহ্ আমি মাদীনাহ্ পৌঁছার পর সর্বপ্রথম এ কাজটি নিয়ে ভাষণের জন্য দাঁড়াব। ইব্নু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমরা যিলহাজ্জ মাসের শেষ দিকে মদিনায় ফিরলাম। যখন জুমু'আহ্র দিন এল সূর্য অস্ত যাওয়ার উপক্রমের সঙ্গে সঙ্গে আমি মাসজিদে গেলাম। পৌঁছে দেখি, সা'ঈদ ইব্নু যায়দ ইব্নু 'আম্র ইব্নু নুফাইল (রাঃ) মিম্বরের গোড়ায় বসে আছেন, আমিও তার পাশে এমনভাবে বসলাম যেন আমার হাঁটু তার হাঁটু স্পর্শ করছে। অল্পক্ষণের মধ্যে 'উমার ইব্নু খাত্তাব (রাঃ) বেরিয়ে আসলেন। আমি যখন তাঁকে সামনের দিকে আসতে দেখলাম তখন সা'ঈদ ইব্নু যায়দ ইব্নু 'আম্র ইব্নু নুফায়লকে বললাম, আজ সন্ধ্যায় অবশ্যই তিনি এমন কিছু কথা বলবেন যা তিনি খলীফা হওয়া থেকে আজ পর্যন্ত বলেননি। কিন্তু তিনি আমার কথাটি উড়িয়ে দিলেন এবং বললেন, আমার মনে হয় না যে, তিনি এমন কোন কথা বলবেন, যা এর আগে বলেননি। এরপর উমর (রাঃ) মিম্বরের উপরে বসলেন। যখন মুয়ায্যিনগণ আযান থেকে ফারিগ হয়ে গেলেন তখন তিনি দাঁড়ালেন। আর আল্লাহ্র যথোপযুক্ত প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন, আম্মবা'দ! আজ আমি তোমাদেরকে

এমন কথা বলতে চাই, যা আমারই বলা কর্তব্য। হয়তবা কথাটি আমার মৃত্যুর সন্নিকট সময়ে হচ্ছে। তাই যে ব্যক্তি কথাগুলো ঠিকভাবে বুঝে সংরক্ষণ করবে সে যেন কথাগুলো ঐসব স্থানে পৌঁছে দেয় যেখানে তার সওয়ারী পৌঁছবে। আর যে ব্যক্তি কথাগুলো ঠিকভাবে বুঝতে আশংকাবোধ করছে আমি তার জন্য আমার ওপর মিথ্যা আরোপ করা ঠিক মনে করছি না। নিশ্চয় আল্লাহ্ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) - কে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন। আর তাঁর উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। এবং আল্লাহ্র অবতীর্ণ বিষয়াদির একটি ছিল রজমের আয়াত। আমরা সে আয়াত পড়েছি, বুঝেছি, আয়ত্ত করেছি। আল্লাহ্র রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাথর মেরে হত্যা করেছেন। আমরাও তাঁর পরে পাথর মেরে হত্যা করেছি। আমি আশংকা করছি যে, দীর্ঘকাল অতিবাহিত হবার পর কোন লোক এ কথা বলে ফেলতে পারে যে, আল্লাহ্র কসম! আমরা আল্লাহ্র কিতাবে পাথর মেরে হত্যার আয়াত পাচ্ছি না। ফলে তারা এমন একটি ফরয ত্যাগের কারণে পথভ্রষ্ট হবে, যা আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী ঐ ব্যক্তির উপর পাথর মেরে হত্যা অবধারিত, যে বিবাহিত হবার পর যিনা করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী। যখন সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে অথবা গর্ভ বা স্বীকারোক্তি পাওয়া যাবে। তেমনি আমরা আল্লাহ্র কিতাবে এও পড়তাম যে, তোমরা তোমাদের বাপ-দাদা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না। এটি তোমাদের জন্য কুফরী যে, তোমরা স্বীয় বাপ-দাদা থেকে বিমুখ হবে। অথবা বলেছেন, এটি তোমাদের জন্য কুফরী যে, স্বীয় বাবা-দাদা থেকে বিমুখ হবে। জেনে রেখো! রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা সীমা ছাড়িয়ে আমার প্রশংসা করো না, যেভাবে ঈসা ইব্নু মরিয়ামের সীমা ছাড়িয়ে প্রশংসা করা হয়েছে। তোমরা বল, আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রসূল। এরপর আমার কাছে এ কথা পৌছেঁছে যে, তোমাদের কেউ এ কথা বলছে যে, আল্লাহ্র কসম! যদি ‘উমার মারা যায় তাহলে আমি অমুকের হাতে বাই’আত করব। কেউ যেন এ কথা বলে ধোঁকায় না পড়ে যে আবূ বকর - এর বায়’আত ছিল আকস্মিক ঘটনা। ফলে তা সংঘটিত হয়ে যায়। জেনে রেখো! তা অবশ্যই এমন ছিল। তবে আল্লাহ আকস্মিক বায়আতের ক্ষতি প্রতিহত করেছেন। সফর করে সওয়ারীগুলোর ঘাড় ভেঙ্গে যায় — এমন স্থান পর্যন্ত মানুষের মাঝে আবূ বাকরের মত কে আছে? যে কেউ মুসলিমদের পরামর্শ ছাড়া কোন লোকের হাতে বায়’আত করবে, তার অনুসরণ করা যাবে না এবং ঐ লোকেরও না, যে তার অনুসরণ করবে। কেননা, উভয়েরই হত্যার শিকার হবার আশংকা রয়েছে। যখন আল্লাহ্ তাঁর নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) - কে ওফাত দিলেন, তখন আবূ বকর (রাঃ) ছিলেন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। অবশ্য আনসারগণ আমাদের বিরোধিতা করেছেন। তারা সকলে বানী সা’ঈদার চত্বরে মিলিত হয়েছেন। আমাদের থেকে বিমুখ হয়ে ‘আলী, যুবায়ব ও তাদেঁর সাথীরাও বিরোধিতা করেছেন। অপরদিকে মুহাজিরগণ আবূ বকরের কাছে সমবেত হলেন। তখন আমি আবূ বকরকে বললাম, হে আবূ বকর! আমাদেরকে নিয়ে আমাদের ঐ আনসার ভাইদের কাছে চলুন। আমরা তাদের উদ্দেশে রওনা হলাম। যখন আমরা তাদের নিকটবর্তী হলাম তখন আমাদের সঙ্গে তাদের দু’জন পূণ্যবান ব্যক্তির সাক্ষাৎ হল। তারা উভয়েই এ বিষয়ে আলোচনা করলেন, যে বিষয়ে লোকেরা ঐকমত্য করছিল। এরপর তারা বললেন, হে মুহাজির দল! আপনারা কোথায় যাচ্ছেন? তখন আমরা বললাম, আমরা আমাদের ঐ আনসার ভাইদের উদ্দেশে রওনা হয়েছি। তারা বললেন, না, আপনাদের তাদের নিকট না যাওয়াই উচিত। আপনারা আপনাদের বিষয় সমাপ্ত করে নিন। তখন আমি

বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা অবশ্যই তাদের কাছে যাব। আমরা চললাম। অবশেষে বানী সা'ঈদার চত্বরে তাদের কাছে এলাম। আমরা দেখতে পেলাম তাদের মাঝখানে এক লোক বস্ত্রাবৃত অবস্থায় রয়েছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ঐ লোক কে? তারা জবাব দিল ইনি সা'দ ইব্‌নু 'উবাদাহ। আমি জিজ্ঞেস করলা, তার কী হয়েছে? তারা বলল, তিনি জ্বরে আক্রান্ত। আমরা কিছুক্ষণ বসার পরই তাদের খতীব উঠে দাঁড়িয়ে কালিমায়ে শাহাদাত পড়লেন এবং আল্লাহ্‌র যথোপযুক্ত প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন, আম্মবা'দ। আমরা আল্লাহ্‌র (দ্বীনের) সাহায্যকারী ও ইসলামের সেনাদল এবং তোমরা হে মুহাজির দল! একটি ছোট দল মাত্র, যে দলটি তোমাদের গোত্র থেকে আলাদা হয়ে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। অথচ এরা এখন আমাদেরকে মূল থেকে সরিয়ে দিতে এবং খিলাফত থেকে বঞ্চিত করে দিতে চাচ্ছে। যখন তিনি নিশ্চুপ হলেন তখন আমি কিছু বলার ইচ্ছে করলাম। আর আমি আগে থেকেই কিছু কথা সাজিয়ে রেখেছিলাম, যা আমার কাছে ভাল লাগছিল। আমি ইচ্ছে করলাম যে, আবূ বকর (রাঃ) - এর সামনে কথাটি পেশ করব। আমি তার ভাষণ থেকে সৃষ্ট রাগকে কিছুটা ঠাণ্ডা করতে চাইলাম। আমি যখন কথা বলতে চাইলাম তখন আবূ বকর (রাঃ) বললেন, তুমি থাম। আমি তাকেঁ রাগান্বিত করাটা পছন্দ করলাম না। তাই আবূ বকর (রাঃ) কথা বললেন, আর তিনি ছিলেন আমার চেয়ে সহনশীল ও গম্ভীর। আল্লাহ্‌র কসম! তিনি এমন কোন কথা বাদ দেননি যা আমি সাজিয়ে রেখেছিলাম। অথচ তিনি তাৎক্ষণিকভাবে ঐরকম বরং তার থেকেও উত্তম কথা বললেন। অবশেষে তিনি কথা বন্ধ করে দিলেন। এরপর আবার বললেন, তোমরা তোমাদের ব্যাপারে যেসব উত্তম কাজের কথা বলেছ আসলে তোমরা এর উপযুক্ত। তবে খিলাফাতের ব্যাপারটি কেবল এই কুরাইশ বংশের জন্য নির্দিষ্ট। তারা হচ্ছে বংশ ও আবাসভূমির দিক দিয়ে সর্বোত্তম আরব। আর আমি এ দু'জন হতে যে - কোন একজনকে তোমাদের জন্য নির্ধারিত করলাম। তোমরা যে-কোন একজনের হাতে ইচ্ছা বায়'আত করে নাও। এরপর তিনি আমার ও আবূ 'উবাইহাদ ইব্‌নু জাররাহ্‌ (রাঃ) - এর হাত ধরলেন। তিনি আমাদের মাঝখানেই বসা ছিলেন। আমি তাঁর এ কথা ব্যতীত যত কথা বলেছেন কোনটাকে অপছন্দ করিনি। আল্লাহ্‌র কসম! আবূ বাক্‌র যে জাতির মধ্যে বর্তমান আছেন সে জাতির উপর আমি শাসক নিযুক্ত হবার চেয়ে এটাই শ্রেয় যে, আমাকে পেশ করে আমার ঘাড় ভেঙ্গে দেয়া হবে, ফলে তা আমাকে কোন গুনাহের কাছে আর নিয়ে যেতে পারবে না। হে আল্লাহ্‌! হয়ত আমার আত্মা আমার মৃত্যুর সময় এমন কিছু আকাঙ্খা করতে পারে, যা এখন আমি পাচ্ছি না। তখন আনসারদের এক ব্যক্তি বলে উঠল, আমি এ জাতির অভিজ্ঞ ও বংশগত সম্ভ্রান্ত। হে কুরাইশগণ! আমাদের হতে হবে এক আমীর আর তোমাদের হতে হবে এক আমীর। এ সময় অনেক কথা ও হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। আমি এ মতবিরোধের দরুন শংকিত হয়ে পড়লাম। তাই আমি বললাম, হে আবূ বকর! আপনি হাত বাড়ান। তিনি হাত বাড়ালেন। আমি তাঁর হাতে বায়'আত করলাম। মুহাজিরগণও তাঁর হাতে বায়'আত করলেন। অতঃপর আনসারগণও তাঁর হাতে বায়'আত করলেন। আর আমরা সা'দ ইব্‌নু 'উবাদাহ (রাঃ) - এর দিকে এগোলাম। তখন তাদের এক লোক বলে উঠল, তোমরা সা'দ ইব্‌নু 'উবাদাকে জানে মেরে ফেলেছ। তখন আমি বললাম, আল্লাহ্‌ সা'দ ইব্‌নু ওবাদাকে হত্যা করেছেন। 'উমার (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা সে সময়ের জরুরী বিষয়ের মধ্যে আবূ বকরের বায়আতের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন কিছুকে মনে করিনি। আমাদের ভয় ছিলে যে, যদি বায়আতের কাজ অসম্পন্ন থাকে, আর এ জাতি থেকে আলাদা হয়ে যাই তাহলে

তারা আমাদের পরে তাদের কারো হাতে বায়আত করে নিতে পারে। তারপর হয়ত আমাদেরকে নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের অনুসরণ করতে হত, না হয় তাদের বিরোধিতা করতে হত, ফলে তা মারাত্মক বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াত। অতএব যে ব্যক্তি মুসলিমদের পরামর্শ ছাড়া কোন ব্যক্তির হাতে বায়'আত করবে তার অনুসরণ করা যাবে না। আর ঐ লোকেরও না, যে তার অনুসরণ করবে। কেননা উভয়েরই নিহত হওয়ার আশংকা আছে। [সহিহ বুখারী: ৪৩৫৯ ও ৬৮৩০]

৫৬. আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেনঃ আমি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে দু'পাত্র 'ইলম আয়ত্ত করে রেখেছিলাম। তার একটি পাত্র আমি বিতরণ করে দিয়েছি। আর অপরটি এমন যে, প্রকাশ করলে আমার কণ্ঠনালী কেটে দেয়া হবে। 'আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন, হাদীসে উল্লিখিত بُلْعُومُ। শব্দের অর্থ খাদ্যনালী। বুখারির অপর বর্ণনায়ঃ আম্‌র ইব্‌নু ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌নু সা'ঈদ ইব্‌নু 'আম্‌র ইব্‌নু সা'ঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আমার দাদা আমাকে জানিয়েছেন যে, আমি আবূ হুরায়রা্ (রাঃ)-এর সঙ্গে মদিনায় নবী (সাল্লালাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাসজিদে উপবিষ্ট ছিলাম। আমাদের সঙ্গে মারওয়ানও ছিল। এ সময় আবূ হুরায়রা (রাঃ) বললেন, আমি 'আস্‌-সাদিকুল মাস্‌দুক' (সত্যবাদী ও সত্যবাদী হিসাবে স্বীকৃত) - কে বলতে শুনেছি আমার উম্মাতের ধ্বংস কুরাইশের কতক বালকের হাতে হবে। তখন মারওয়ান বলল, এ সব বালকের প্রতি আল্লাহ্‌র 'লা'নত' বর্ষিত হোক। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বললেন, আমি যদি বলার ইচ্ছা করি যে তারা অমুক অমুক গোত্রের লোক তাহলে বলতে সক্ষম। 'আম্‌র ইব্‌নু ইয়াহ্‌ইয়া বলেন, মারওয়ান যখন সিরিয়ায় ক্ষমতায় আসীন হল, তখন আমি আমার দাদার সাথে তাদের সেখানে গেলাম। তিনি যখন তাদের কম বয়সের বালক দেখতে পেলেন, তখন তিনি আমাদের বললেন, সম্ভবত এরা ঐ দলেরই লোক। আমরা বললাম, এ ব্যাপারে আপনিই ভাল জানেন। মুসলিমের বর্ণনায়ঃ আবূ হুরাইরাহ্‌ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিতঃ নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, কুরায়শের এ সম্প্রদায়টি আমার উম্মাতকে ধ্বংস করবে। এ কথা শুনে সহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আমাদেরকে কি আদেশ করবেন? উত্তরে তিনি বললেন, লোকেরা যদি তাদের থেকে পৃথক হয়ে যেত। [সহিহ বুখারী: ১২০ ও ৭০৫৮, সহিহ মুসলিম: ৭৩২৫]

৫৭. আবূ হুরায়রা বর্ণনা করেন, আমি আল্লাহর রসূলকে বলতে শুনেছি: "তোমরা আল্লাহর কাছে ৭ম হিজরী দশকের শুরু এবং যুবকদের শাসন হতে পানাহ চাও"। বায়হাকির দালাইলুন নুবুওয়্যাহর বর্ণনায়: আবূ হুরায়রা মদীনার বাজারে চলাকালীন দু'আ করতেন: "হে আল্লাহ! আমাকে ৬০ হিজরী পর্যন্ত জীবিত না রাখুন। (হে মানবসকল) সাবধান! মু'আবিয়াকে ধরে রাখ! হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যুবকদের শাসনকাল পর্যন্ত জীবিত না রাখুন" [মুসনাদ আহমাদ: ৮৩০২ (২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩২৬), মিশকাতুল মাসাবীহ: ৩৭১৬, দালাইলুন নুবুওয়্যাহ বায়হাকী: ২৮০১, শায়খ যুবায়ের 'আলী যাঈ (মাক্কালাত, ৬ষ্ট খন্ড) সনদটিকে সহীহ বলেছেন]

৫৮. আবূ হুরায়রা বর্ণনা করেন যে আল্লাহর রসূল স্বপ্নে দেখেন যে, বনু হাকাম তাঁর মিম্বারের ওপর লাফালাফি করছে। তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন এবং বললেন: "আমি হাকামের সন্তানদেরকে আমি কেন আমার মিম্বারের ওপর বানরের মত লাফাতে দেখছি!" আবূ হুরায়রা বলেন: "এটি পাওয়ার পর তাঁকে মৃত্যু পর্যন্ত

হাসতে দেখা যায় নি”। [মুসনাদ আবী ইয়ালা: ৬৪৬১, শায়খ হুসাইন সালীম আসাদ, ইরশাদুল হক্ব আছারী, যুবায়ের 'আলী যাঈ (মাক্কালাত-৬) হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন]

৫৯. হাসান (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জনৈক সাহাবী আয়েয ইবনু ‘আম্‌র (রাঃ) একদা ‘উবাইদুল্লাহ ইবনু যিয়াদ (রহঃ)-এর নিকট গেলেন। তখন তিনি তাকে লক্ষ্য করে বললেন, বৎস! আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি “নিকৃষ্টতম রাখাল হচ্ছে অত্যাচারী শাসক।” তুমি তাদের অন্তর্ভূক্ত হওয়া থেকে সাবধান থাকবে। তখন সে বললো, বসে পড়! তুমি হচ্ছো নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাহাবীগণের উচ্ছিষ্টের ন্যায়। জবাবে তিনি বললেন, তাঁদের মধ্যেও কি উচ্ছিষ্ট রয়েছে? উচ্ছিষ্ট তো তাদের পরবর্তীদের এবং অন্যান্যদের মধ্যে। আবু দা’উদের বর্ণনায়ঃ ‘আবদুস সালাম ইবনু আবূ হাযিম আবূ তালূত (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ আমি আবূ বারযাহ (রাঃ) -কে দেখেছি, তিনি ‘উবাইদুল্লাহ ইবনু যিয়াদের সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। সেখানে লোকজনের সাথে উপস্থিত মুসলিম নামীয় এক ব্যক্তি আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করে বলেন, ‘উবাইদুল্লাহ তাঁকে দেখে বললো, তোমাদের এই বেঁটে ও মাংসল মুহাম্মাদী। শায়খ (আবূ বারযাহ) কথাটি বুঝতে পারলেন। তিনি বললেন, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহ ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহচর্য লাভকারী আমার মতো ব্যক্তি এসব লোকের মাঝে অবস্থান করা উচিৎ নয় যারা আমাকে (তাঁর সাহাবী হওয়ায়) দোষারোপ করে। ‘উবাইদুল্লাহ তাকে বললো, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহ ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহচর্য লাভ তো আপনার জন্য গৌরবের বিষয়, দোষের বিষয় নয়। পুনরায় সে বললো, আমি আপনার নিকট হাওয কাওসার সম্পর্কে প্রশ্ন করার জন্য আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি। আপনি কি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহ ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এ বিষয়ে কিছু বলতে শুনেছেন? আবূ বারযাহ (রাঃ) বলেন, হাঁ, একবার নয়, দু’বার নয়, তিনবার নয়, চারবার নয়, পাঁচবার নয় (অনেকবার শুনেছি)। যে ব্যক্তি তা মিথ্যা জানবে তাকে আল্লাহ তা হতে পান কারাবেন না। অতঃপর তিনি রাগান্বিত অবস্থায় চলে গেলেন। [সহিহ মুসলিম: ৪৭৩৩, সুনানে আবু দাউদ: ৪৭৪৯, শায়খ যুবায়ের আলী যাঈ এবং আলবানী হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন]

৬০. আবদুল্লাহ ইবনু যায়দ ইবনু ‘আসিম (রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, হুনাইনের দিবসে আল্লাহ যখন রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)- কে গানীমাতের সম্পদ দান করলেন তখন তিনি ঐগুলো সেসব মানুষের মধ্যে বন্টন করে দিলেন যাদের হৃদয়কে ঈমানের উপর সুদৃঢ় করার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেছিলেন। আর আনসারগণকে কিছুই দিলেন না। ফলে তাঁরা যেন নাখোশ হয়ে গেলেন। কেননা অন্যেরা যা পেয়েছে তাঁরা তা পাননি। অথবা তিনি বলেছেনঃ তাঁরা যেন দুঃখিত হয়ে গেলেন। কেননা অন্যোরা যা পেয়েছে তারা তা পাননি। কাজেই নবী (সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, হে আনসারগণ! আমি কি তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট পাইনি, অতঃপর আল্লাহ আমার দ্বারা তোমাদের হিদায়াত দান করেছেন? তোমরা ছিলে পরস্পর বিচ্ছিন্ন, অতঃপর আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে পরস্পরকে জুড়ে দিয়েছেন। তোমারা ছিলে দরিদ্র, অতঃপর আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে অভাবমুক্ত করেছেন। এভাবে যখনই তিনি কোন কথা বলেছেন তখন আনসারগণ জবাবে বলেছেন, আল্লাহ এবং তাঁর

রসূলই আমাদের উপর অধিক ইহ্সানকারী। তিনি বললেনঃ আল্লাহ্র রসূলের জবাব দিতে তোমাদেরকে বাধা দিচ্ছে কিসে? তাঁরা তখনও তিনি যা কিছু বলেছেন তার উত্তরে বলে যাচ্ছেন, আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই আমাদের উপর অধিক ইহ্সানকারী। তিনি বললেন, তোমরা ইচ্ছা করলে বলতে পার যে, আপনি আমাদের কাছে এমন এমন (সংকটময়) সময়ে এসেছিলেন কিন্তু তোমরা কি কথায় সন্তুষ্ট নও যে, অন্যান্য লোক বক্রী ও উট নিয়ে ফিরে যাবে আর তোমরা তোমাদের বাড়ি ফিরে যাবে আল্লাহ্র নাবীকে সঙ্গে নিয়ে। যদি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আমাকে হিজরাত করানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত না থাকত তা হলে আমি আনসারদের মধ্যকারই একজন থাকতাম। যদি লোকজন উপত্যকা ও গিরিপথ দিয়ে চলে তা হলে আমি আনসারদের উপত্যকা ও গিরিপথ দিয়েই চলব। আনসারগণ হল (নাববী) ভিতরের পোশাক আর অন্যান্য লোক হল উপরের পোশাক। আমার বিদায়ের পর অচিরেই তোমরা দেখতে পাবে অন্যদের অগ্রাধিকার। তখন ধৈর্য ধারণ করবে (দ্বীনের উপর টিকে থাকবে) যে পর্যন্ত না তোমরা হাউজে কাউসারে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর। [সহিহ বুখারী: ৪৩৩০]

সায়্যিদুনা হুসাইন (‘আলাইহিস সালাম)-এর গুণসমূহ এবং ইয়াযীদ বিন মু'আওইয়াহ্র গভর্ণরের দ্বারা শাহাদাতের মর্মান্তিক বর্ণনা

৬১. হুযাইফাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আমার মা আমাকে প্রশ্ন করেন, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট তুমি কখন যাবে? আমি বললাম, আমি এতদিন হতে তাঁর নিকট উপস্থিত পরিত্যাগ করেছি। এতে তিনি আমার উপর নারাজ হন। আমি তাকে বললাম, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে আমাকে মাগরিবের নামায আদায় করতে ছেড়ে দিন। তাহলে আমি তাঁর কাছে আমার ও আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার আবেদন করব। অতএব নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আমি হাযির হয়ে তাঁর সাথে মাগরিবের নামায আদায় করলাম। তারপর তিনি নফল নামায আদায় করতে থাকলেন, অবশেষে তিনি এশার নামায আদায় করলেন। তারপর তিনি বাড়ির দিকে যাত্রা করলেন এবং আমি তাঁর পিছু পিছু গেলাম। তিনি আমার আওয়াজ শুনতে পেলেন এবং প্রশ্ন করলেন, তুমি কে, হুযাইফাহ্? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ তোমার কি দরকার, আল্লাহ্ তা’আলা তোমাকে এবং তোমার মাকে ক্ষমা করুন। তিনি বললেনঃ একজন ফেরেশতা যিনি আজকের এ রাতের আগে কখনও পৃথিবীতে অবতরণ করেননি। তিনি আমাকে সালাম করার জন্য এবং আমার জন্য এ সুখবর বয়ে আনার জন্য আল্লাহ্ তা’আলার কাছে অনুমতি চেয়েছেনঃ ফাতিমাহ্ জান্নাতের নারীদের নেত্রী এবং হাসান ও হুসাইন জান্নাতের যুবকদের নেতা। মুসতাদরাক লিল হাকিমের বর্ণনায়: ‘আব্দুল্লাহ বিন মাস’ঊদ বর্ণনা করেন যে আল্লাহর রসূল বলেছেন: “হাসান এবং হুসাইন জান্নাতি পুরুষদের সর্দার হবে এবং তাদের বাবা এর চেয়েও ওপরে থাকবে” [জামি’ তিরমিজী: ৩৭৮১, শায়খ

যুবায়ের ‘আলী যাঈ এবং আলবানী হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন। মুসতাদরাক লিল হাকিম: ৪৭৭৯, সিলসিলা সহীহাহ: ৭৯৬, ইমাম হাকিম, যাহাবী হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন]

৬২. ‘আবদুল্লাহ ইব্নু ‘উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তাকে ইরাকের এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইহরামের অবস্থায় মশা-মাছি মারা যাবে কি? তিনি বললেন, ইরাকবাসী মশা-মাছি মারা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে অথচ তারা আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নাতিকে হত্যা করেছে। নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতেন, হাসান ও হুসাইন (রাঃ) আমার নিকট দুনিয়ার দুটি ফুল। তিরমিজীর বর্ণনায়: উসামাহ্ ইবনু যাইদ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ এক রাতে আমার কোন দরকারে নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে গেলাম। অতএব নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন অবস্থায় বাইরে এলেন যে, একটা কিছু তাঁর পিঠে জড়ানো ছিল যা আমি অবগত ছিলাম না। আমি আমার দরকার সেরে অবসর হয়ে প্রশ্ন করলাম, আপনার দেহের সঙ্গে জড়ানো এটা কি? তিনি পরিধেয় বস্ত্র উন্মুক্ত করলে দেখা গেলো তাঁর দুই কোলে হাসান ও হুসাইন (রাঃ)। তিনি বললেন, এরা দু’জন আমার পুত্র এবং আমার কন্যার পুত্র। হে আল্লাহ্! আমি এদের দু’জনকে মুহাব্বাত করি। সুতরাং তুমি তাদেরকে মুহাব্বাত কর এবং যে ব্যক্তি এদেরকে মুহাব্বাত করবে, তুমি তাদেরকেও মুহাব্বাত কর। তিরমিজীর অপর এক বর্ণনায়: ইয়া‘লা ইবনু মুর্‌রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রাসুল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ হুসাইন আমার হতে এবং আমি হুসাইন হতে। যে লোক হুসাইনকে মহাব্বত করে, আল্লাহ্ তাকে মুহাব্বাত করেন। নাতিগণের মাঝে একজন হল হুসাইন। [সহিহ বুখারী: ৩৭৫৩, জামি’ তিরমিজী: ৩৭৬৯ ও ৩৭৭৫, যুবায়ের আলী যাই ও আলবানী হাদিসের সনদকে গ্রহণযোগ্য বলেছেন]

৬৩. ‘আব্দুল্লাহ বিন নুযাই, তার পিতা আবূ ‘আব্দুল্লাহ হতে বর্ণনা করেন, যিনি ‘আলী বিন আবী তালিবের ‘উযুর পাত্র বহন করতেন। তিনি বলেন যে তিনি ‘আলী বিন আবী তালিবের সাথে সফর করছিলেন, এমন সময় তিনি সিফফীনের প্রান্তরে পৌঁছলেন এবং বললেন: “হে আবূ ‘আব্দুল্লাহ! ফুরাতের সীমানায় ধৈর্য রেখ।” আমি বললাম: “কী হয়েছে, হে আমীরুল মুমিনীন?” ‘আলী বিন আবী তালিব বললেন: “আমি একদিন আল্লাহর নবীর কাছে উপস্থিত হলাম এবং তাঁর চোখ থেকে পানি ঝরছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কেউ কি আপনাকে কষ্ট দিয়েছ? আপনার চোখ কেন অশ্রুসিক্ত? আল্লাহর রসুল বললেন: না। বরং জিবরীল কিছুক্ষণ আগেই আমার কাছে এসেছিলেন এবং তিনি আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে হুসাইন কে ফুরাতের তীরে হত্যা করা হবে।” অতপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: “তুমি কি দেখতে চাও কোন স্থানে হুসাইন এর দেহ পতিত হবে?” আমি বললাম: “জি, আমাকে দেখতে দিন।” তিনি একমুঠো ধুলো উঠিয়ে নিলেন আর আমি আমার কান্না ধরে রাখতে পারলাম না। [মুসনাদ আহমাদ: ৬৪৮ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৮৫) শায়খ যুবায়ের ‘আলী যাঈ তার *ফাজায়েলে সাহাবা* গ্রন্থে হাদিসটিকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন]

৬৪. ‘আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস বর্ণনা করেন: আমি (স্বপ্নে) দেখলাম আল্লাহর রসুলকে এক দ্বিপ্রহরে, ধুলামলিন অবস্থায়, আর দেখলাম তাঁর সাথে একটি বোতল, যা ছিল রক্তে পূর্ণ। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: “হে আল্লাহর

রসূল! এটি কী?" আল্লাহর রসূল বললেন: "এটি হুসাইন ও তাঁর সঙ্গীগণের রক্ত, যা আমি আজ সকালে সংগ্রহ করেছি।" 'আম্মার বর্ণনা করেন: "আমাদের মনে আছে সেই দিনের কথা এবং পরবর্তীতে আমরা অবলোকন করলাম যে এটিই সেই দিন, যেদিন তিনি কতল হয়েছিলেন। [মুসনাদ আহমাদ: ২১৬৫ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৪২), শু'আইব আরনাউৎ এবং যুবায়ের 'আলী যাই এই সনদকে বিশুদ্ধ বলেছেন]

৬৫. শাহর বিন হাউশাব বর্ণনা করেন: আমি আল্লাহর নবীর স্ত্রী, মুসলিম জাতির মা উম্মে সালামার ব্যাপারে শুনেছি, যখন হুসাইন বিন 'আলীর শাহাদাতের সংবাদ পৌঁছালো, তিনি ইরাকীদেরকে লা'নত করলেন এবং বললেন: "তারা তাঁকে হত্যা করেছে, মহান আল্লাহ যেন তাদের হত্যা করেন। প্রথমত, তারা তাঁকে ধোকা দিয়েছে এবং অপমানিত করেছে, মহান আল্লাহ তাদের ওপর লা'নত করেন। আমি নিজেই আল্লাহর রসুলকে দেখেছি, এক প্রভাতে ফাতিমা নিজে রান্না করে একটি আসিদা(এক প্রকার মিষ্টি)-র পাত্র নিয়ে আসলেন। তিনি একটি পাত্রে করে তা তাঁর সামনে রাখলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: "তোমার চাচার ছেলে কোথায়?" তিনি জবাব দিলেন: "সে বাসায়"। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: "যাও এবং তাকে আর তার দুই সন্তানকেও ডেকে নিয়ে এসো"। উম্মুল মুমিনীন, উম্মে সালামাহ বর্ণনা করেন যে, তিনি(ফাতিমা) তাঁদের দুইজনকে হাত ধরে নিয়ে আসেন এবং 'আলী বিন আবী তালিব তাঁদের পেছন পেছন আসেন। যখন তাঁরা সবাই চলে আসলেন, তিনি তাঁদের দুইজনকে নিজের কোলের ওপর বসালেন। 'আলী ইবনু আবী তালিব বসলেন ডান পাশে এবং ফাতিমা বসলেন বাম পাশে। উম্মুল মুমিনীন উম্মু সালামা বর্ণনা করেন, আল্লাহর রসূল আমার থেকে খায়বারী চাদরটি নিলেন, যাতে আমরা ঘুমাতাম। তিনি সেই চাদরে সবাইকে জড়িয়ে নিলেন, চাদরের এক মাথা তাঁর বাম হাতে ধরলেন এবং তাঁর ডান হাত মহান প্রতিপালকের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন: "হে আল্লাহ! এরা আমার আহলে বাইত(পরিবারের সদস্য), আপনি তাদেরকে অপরিচ্ছন্নতা থেকে মুক্ত করুন এবং তাদেরকে যথাযথভাবে পবিত্রতা দান করুন।" তিনি একই শব্দে এই দু'আ তিনবার করলেন। উম্মু সালামা বর্ণনা করেন: আমি জিজ্ঞাসা করলাম: "হে আল্লাহর রসুল! আমি কি আপনার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নই?" তিনি উত্তর করলেন: "কেন নয়? তুমিও চাদরের ভেতর চলে এসো"। উম্মু সালামা বর্ণনা করেন: "আমিও চাদরের ভেতর প্রবেশ করলাম, কিন্তু তিনি ততক্ষণে তাঁর চাচাত ভাই 'আলী, তাঁর নাতিবর্গ, তাঁর কন্য ফাতিমার জন্য দু'আ করেই ফেলে দিয়েছেন" [মুসনাদ আহমাদ: ২৬৫৯২ (৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা ২৯৮), শায়খ যুবায়ের 'আলী ফাজায়েলে সাহাবা তে হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন]

৬৬. 'আম্মার বর্ণনা করেন যে, উম্মে সালামা (রা) তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন: "আমি জ্বীনদেরকে হুসাইনের জন্য কাঁদতে শুনেছি" [আল মু'জামুল কাবীর লিত তাবারানী: ২৮৬৭, শায়খ যুবায়ের 'আলী যাঈ ফাজায়েলে সাহাবা তে সনদটিকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন]

৬৭. আনাস ইব্নু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, 'উবাইদুল্লাহ ইব্নু যিয়াদের সামনে হুসাইন (রাঃ)-এর মস্তক আনা হল এবং একটি বড় পাত্রে তা রাখা হল। তখন ইব্নু যিয়াদ তা খুঁচাতে লাগল এবং তাঁর রূপ লাবণ্য সম্পর্কে কটূক্তি করল। আনাস (রাঃ) বললেন, হুসাইন (রাঃ) গঠন ও আকৃতিতে নবী (সাল্লাল্লাহু

‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অবয়বের সবচেয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন। তাঁর চুল ও দাড়িতে ওয়াসমা দ্বারা কলপ লাগানো ছিল। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ আমি ইবনু যিয়াদের নিকট হাজির ছিলাম। সে সময় আল-হুসাইন (রাঃ)-এর শির (কারবালা হতে) এনে হাজির করা হল। সে তাঁর নাকে ছড়ি মারতে মারতে (ব্যঙ্গোক্তি করে) বলতে লাগলো, এর ন্যায় সুশ্রী আমি কাউকে তো দেখিনি! বর্ণনাকারী বলেন, সে সময় আমি বললাম, সতর্ক হও! লোকদের মাঝে (দৈহিক কাঠামোয়) রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে আল-হুসাইন ইবনু ‘আলীর তুলনায় বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ আর কেউ ছিল না। [সহীহ বুখারী: ৩৭৪৮, জামে’ আত-তিরমিজি: ৩৭৭৮, শায়খ যুবায়ের ‘আলী যাঈ এবং আলবানী বলেন, এর সনদ সহীহ]

৬৮. উমারাহ ইবনু ‘উমাইর (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, ‘উবাইদুল্লাহ ইবনু যিয়াদ ও তার সাথীদের ছিন্ন মস্তক এনে কূফার আর-রাহ্‌বা নামক জায়গায় মাসজিদে স্তূপীকৃত করা হলে আমি সেখানে গেলাম। সে সময় লোকেরা এসে গেছে, এসে গেছে বলে চেঁচামিচি করতে লাগলো। দেখা গেলো একটি সাপ এসে ঐসব মাথাসমূহের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ছিল। এমনকি সাপটি ‘উবায়দুল্লাহ ইবনু যিয়াদের নাকের ছিদ্রে প্রবেশ করে কিচ্ছুক্ষণ সেখানে অবস্থান করল, তারপর বের হয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো। লোকেরা আবারও চিৎকার করে বলতে লাগলো, এসে গেছে, এসে গেছে। এরুপে সাপটি দু’বার অথবা তিনবার এসে তার নাকের ছিদ্রে ঢুকে কিছুক্ষণ অবস্থান করার পর বের হয়ে যায়। [জামে’ আত-তিরমিজি: ৩৭৮০, ইমাম তিরমিজি ও শায়খ আলবানী হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন]

৬৯. ইব্‌নু ‘উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আবূ বকর (রাঃ) বললেন, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সন্তুষ্টি তাঁর পরিবারবর্গের (প্রতি সদাচরণের) মাধ্যমে অর্জন কর। জামি’ তিরমিযি ও মুসতাদরাক লিল হাকিমের বর্ণনায়: ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা আল্লাহ্‌ তা‘আলাকে মহব্বত কর। কেননা তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিয়ামাতরাজি খাবার খাওয়াচ্ছেন। আর আল্লাহ্‌ তা‘আলার মহব্বতে তোমরা আমাকেও মহব্বত এবং আমার মহব্বতে আমার আহ্‌লে বাইতকেও মহব্বত কর। [সহীহ বুখারী: ৩৭৫১, জামে’ আত-তিরমিজি: ৩৭৮৯, শায়খ যুবায়ের আলী যাঈ হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন, মুসতাদরাক লিল হাকিম: ৪৭১৬, ইমাম হাকিম ও যাহাবী বলেন: এর সনদ সহীহ]

৭০. আবূ হুরায়রা বর্ণনা করেন যে আল্লাহর নবী হাসান এবং হুসাইনকে কাঁধে নিয়ে আমাদের সাথে বের হয়ে আসলেন, তাদের দুইজনকে একটু পর পর চুমু দিতে লাগলেন। একসময় তিনি আমাদের কাছে আসলেন এবং একজন বলে উঠল: “হে আল্লাহর রসুল! আপনি কি তাদের ভালবাসেন?” তিনি জবাব দিলেন: “হ্যাঁ! যে ব্যক্তি তাদের ভালবাসে সে আমাকেই ভালবাসল, যে তাদের ঘৃণা করে সে আমাকেই ঘৃণা করল” [আল মুসতাদরাক লিল হাকিম: ৪৭৭৭, ইমাম হাকিম, যাহাবী, যুবায়ের ‘আলী যাঈ হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন]

৭১. আবূ সা’ঈদ খুদরী বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর নবী বলেছেন: সেই সত্ত্বার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, যে ব্যক্তিই আমার আহলে বাইতের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ রাখবে, সেই জাহান্নামে যাবে। মুসতাদরাক লিল

হাকিমের বর্ণনায়: 'আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস বর্ণনা করেন যে, রসুলুল্লাহ বলেছেন: হে 'আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানেরা! আমি মহান আল্লাহর কাছে তোমাদের ব্যাপারে ৩টি জিনিস চেয়েছি। তিনি যেন তোমাদের অন্তরকে অটল রাখেন, তোমাদের ভেতর পথভ্রষ্টদের পথ প্রদর্শন করেন এবং তোমাদের অজ্ঞদেরকে জ্ঞান দান করেন। সাথে সাথে আমি এই দু'আও করেছি যেন তিনি তোমাদেরলে দানশীল, সাহসী ও দয়ালু করেন। কোনও ব্যক্তি যদি কালো পাথর এবং মাকামে ইবরাহীমের মাঝে দাড়িয়েও সলাত আদায় করে, সিয়াম পালন করে, অথচ তার অন্তরে যদি আল্লাহর নবীর পরিবারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ থাকে, তবে সে অবশ্যই জাহান্নামে যাবে। [মুসতাদরাক লিল হাকিম: ৪৭১৭, ৪৭১২, সিলসিলা সহীহাহ: ২৪৮৮, ইমাম হাকিম, যাহাবী, আলবানী, যুবায়ের 'আলী যাঈ ফাযায়েলে সাহাবা তে হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন]

৭২. ইবরাহিম নাখ'ঈ বর্ণনা করেন: "যদি আমি হুসাইনের হত্যাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম, তারপর আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিতেন এবং আমি জান্নাতে যেতাম, তবুও আমি আল্লাহর নবীর পাশ দিয়ে যেতে লজ্জা পেতাম যে, যদি তিনি আমার দিকে তাকান" [মু'জামুল কাবীর তাবারানী: ২৮২৯, ফাজায়েলে সাহাবা গ্রন্থে শায়খ যুবায়ের আলী যাই হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন]

অন্তীম পরামর্শ যখন আহলুস সুন্নাহর ইমাম *মুহাম্মাদ বিন ইদরীস আশ শাফি'ঈর* (২০৪ হিজরী) ওপর রাফিজী হওয়ার অপবাদ দেন কেবলমাত্র আল্লাহর নবীর পরিবারকে ভালবাসার অপরাধে(!), তিনি তার বিখ্যাত কবিতা আবৃত্তি করেন: "যদি আল্লাহর নবীর পরিবারকে ভালবাসা দ্বারা কেউ রাফিযী হয়ে যায়, তবে হে দুই জাতি(মানুষ ও জ্বিন) সাক্ষী হয়ে যাও যে, আমি রাফিযী।" [দিওয়ানুশ শাফি'ঈ]